কথামৃতে হাসির কথা

তুমি যে ধার্মিক হচ্ছ, তার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে :
তুমি ক্রমশ হাসিখুশি হতে থাকবে;
যদি কেউ গোমড়া মুখে থাকে -
তবে তা বদহজমের জন্য হতে পারে,
কিন্তু তা ধর্ম নয় !

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রাককথন

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হাস্যরসের সম্রাট। বিদ্রুপহীন কৌতুক, স্নিগ্ধ ব্যঙ্গ, প্রচল উপমা, প্রবাদ ও আরো হাজার উপায়ে তিনি আনন্দঘন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখেন, সেখানে যে-ই আসে, সে-ই হেসে আকুল হয়। তিনি নিজেও হাসেন, অপরকেও হাসান। তাই দেখি কথামৃতের পাতায় পাতায় দুইটি শব্দবন্ধ বারংবার ফিরে আসে - হাস্য, সকলের হাস্য।

কথামৃতের এইরূপ সকল হাস্যময় ঘটনাগুলিকে এক জায়গায় এনে, নির্দিষ্ট তারিখের ভিত্তিতে সাজিয়ে এই সংকলন। উদ্দেশ্য কেবল গভীরতর কথামৃত অনুধ্যান, আর সে হাসি ও আনন্দের পরশ যেন সর্বদা আমাদের অন্তরকে ছুঁয়ে থাকে।

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ ফেসবুক গ্রুপের পরিচালকমন্ডলী বিগত এক বছর ধরে এই সংকলনগুলি তাঁদের পেজে প্রকাশ করতে দিয়ে উৎসাহবর্ধন করেছেন, ও তাঁদের মাধ্যমে বহু সুধী ভক্ত এই সংকলন পড়তে সক্ষম হয়েছেন। পরিচালকমন্ডলীকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায়, তাঁর হাস্যরসের স্পর্শে, "ধোঁকার টাটি" এই সংসার প্রত্যেকের কাছে "মজার কুটি" হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা জানাই।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

১ আগস্ট, ২০২১

অরুণোদয় সিনহা

১ জানুয়ারী

১৮৮১ সালের আজকের দিনে কেশবচন্দ্র সেন বহু ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছেন।
ব্রাহ্মভক্তেরা অনেকেই আগে উপস্থিত হয়েছেন, এবং অধৈর্যভাবে কেশবের আগমনের অপেক্ষা করছেন। অবশেষে কেশব এলেন, হাতে দুইটি বেল ও একটি ফুলের তোড়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে হাসছেন, হাসতে হাসতেই কেশবকে বলছেন : কেশব তুমি আমায় চাও কিন্তু তোমার চেলারা আমায় চায় না। তোমার চেলাদের বলছিলুম, এখন আমরা খচমচ করি, তারপর গোবিন্দ আসবেন। পরক্ষণেই চেলাদের সম্বোধন করে সহাস্যে বলছেন : ওইগো, তোমাদের গোবিন্দ এসেছেন। আমি এতক্ষণ খচমচ করছিলুম, জমবে কেন। সকল উপস্থিতজন এ কৌতুকে হেসে লুটোপুটি।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার কেশবকে বলছেন : কেশব তুমি কিছু বল; এরা সকলে তোমার কথা শুনতে চায়। কেশব বিনীতভাবে জানালেন - এখানে কথা কওয়া কামারের নিকট ছুঁচ বিক্রি করতে আসা! শ্রীশ্রীঠাকুর আবার রঙ্গময় : তবে কি জানো, ভক্তের স্বভাব গাঁজাখোরের স্বভাব। তুমি একবার গাঁজার কলকেটা নিয়ে টানলে আমিও একবার টানলুম। হাসির প্রবাহ পুনরায় বহমান।

সন্ধ্যেবেলা। আলো জ্বালা হয়েছে। কেশব ও ভক্তগণ সকলে জলযোগ করে যাবেন, আয়োজন হচ্ছে।

কেশব সহাস্যে রঙ্গ করছেন - আজও কি মুড়ি ?
শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে উত্তর দিলেন : হৃদু জানে। পাতে কিন্তু মুড়ির সাথে লুচি, তরকারিও এলো - সকলে আনন্দে মাতোয়ারা।

রাত প্রায় এগারোটা। সকলে যাওয়ার জন্য অধৈর্য, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর কেশবকে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করছেন। কিন্তু কেশব জানাচ্ছেন - কাজ আছে, যেতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে উপমা আনলেন : কেন গো, তোমার আঁষচুবড়ির গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না। মেছুনী মালির বাড়িতে রাত্রে অতিথি হয়েছিল।

তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়াতে তার আর ঘুম হয় না। উসখুস করছে, তাকে দেখে মালিনী এসে বললে - কেন গো - ঘুমচ্ছিস নি কেন গো ? মেছুনী বললে কি জানি মা কেমন ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না, তুমি একবার আঁষচুবড়িটা আনিয়ে দিতে পার ? তখন মেছুনী আঁষচুবড়িতে জল ছিটিয়ে সেই গন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হল। হাস্যরসে সকলে সিক্ত, অভিভূত।

১৮৮২ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর সিমুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক মহোৎসবে আগমন করেছেন। ভবিষ্যতের ত্যাগী ভক্তগণ, গৃহস্থ ভক্তগণ আবার ব্রাহ্মসমাজের ভক্তগণও উপস্থিত। চতুর্দিকে সংসারী ভক্তগণকে উপবিষ্ট দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বলছেন : তা সংসারে হবে না কেন ? তবে কি জান, মন নিজের কাছে নাই। নিজের কাছে মন থাকলে তবে তো ভগবানকে দেবে। মন বন্ধক দিয়েছ; কামিনী-কাঞ্চনে বন্ধক! তাই সর্বদা সাধুসঙ্গ দরকার।

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর মোলস্কিনের র‍্যাপার গায়ে দক্ষিণেশ্বরে অধিষ্ঠান করছেন। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর মোটা বামুন বলতেন, উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর মেঝেতে বসে আছেন। কাছে এক চ্যাংরা জিলিপি - কোন ভক্ত এনেছেন। একটু জিলিপি ভেঙে খেয়ে, হাসতে হাসতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাণকৃষ্ণকে বলছেন : দেখছ আমি মায়ের নাম করি বলে - এই সব জিনিস খেতে পাচ্ছি !

বলেই হাসছেন, আবার যোগ করলেন : কিন্তু তিনি লাউ কুমড়ো ফল দেন না - তিনি অমৃত ফল দেন - জ্ঞান, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য।

৪ জানুয়ারী

১৮৮৬ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীপুরের বাগানে অধিষ্ঠান করছেন, বেলা প্রায় ৪টে বেজে গেছে।

নরেন্দ্র এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সংকেতে মণিকে জানাচ্ছেন : (নরেন্দ্র) কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি থেকে এসেছিল!

নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে বেলতলায় ধুনি জ্বালিয়ে সাধনার অনুমতি চাইছেন, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর পঞ্চবটীকে নির্দেশ করছেন। তারপরেই সহাস্যে জিজ্ঞেস করছেন : পড়বি না?

নরেন্দ্রর সরল, সহজ উত্তর - একটা ঔষধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়া-টড়া যা হয়েছে সব ভুলে যাই।

৫ জানুয়ারী

১৮৮৬ সালের আজকের দিনে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে শ্রীশ্রীঠাকুর অধিষ্ঠান করছেন, মণি পাশে বসে আছেন। বেলা প্রায় চারটে বেজেছে।

ত্যাগী ভক্তদের সংসারে অনাসক্তি প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : দেখছ না - নিরঞ্জনকে ! 'তোর এই নে আমার এই দে' - বাস ! আর কোনও সম্পর্ক নাই। পেছুটান নাই!

কামিনী কাঞ্চনই সংসার। দেখ না, টাকা থাকলেই বাঁধতে ইচ্ছে করে।

মণি এই কথায় প্রাণ খুলে হাসছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরও হাসছেন।

মণি যোগ করলেন - টাকা বার করতে অনেক হিসাব আসে।

আবার দুজনের হাসি !

২ ফেব্রুয়ারী

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে সেই ঘরে অবস্থান করছেন।

এর কিছুদিন আগে ঝাউতলার কাছে পড়ে গিয়ে তাঁর বাম হাতের হাড় সরে গিয়েছে, খুব আঘাত লাগে। মাষ্টারমশাই আজ বাড়, প্যাড ও ব্যান্ডেজ এনেছেন, মধুসূদন ডাক্তার ব্যান্ডেজ বাঁধবেন। হাতে অসম্ভব যন্ত্রণা, শ্রীশ্রীঠাকুর এক-একবার কেঁদে উঠছেন, মায়ের কাছে অনুযোগ জানাচ্ছেন, আবার হেসেও উঠছেন, রঙ্গ করছেন। রাখালকে সহাস্যে বলছেন : দেখিস, তুই যেন পড়িস নে। মান করে যেন ঠকিস না। আবার ভক্তদের শেখাচ্ছেন : আমি মা বলে এইরূপে ডাকতাম - 'মা আনন্দময়ী! - দেখা দিতে যে হবে!

বেলা পাঁচটা বাজছে। মধু ডাক্তার এসেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে বাড় ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ছোট ছেলের মত হাসছেন। আর ডাক্তারের নাম নিয়ে কিঞ্চিৎ ঠাট্টা করে বলছেন, ঐহিক ও পারত্রিকের মধুসূদন।

মধু ডাক্তার সহাস্যে উত্তর দিলেন — কেবল নামের বোঝা বয়ে মরি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহাস্যে জবাব : কেন নাম কি কম? তিনি আর তাঁর নাম তফাত নয়। সত্যভামা যখন তুলাযন্ত্রে স্বর্ণ-মণি-মাণিক্য দিয়ে ঠাকুরকে ওজন কচ্ছিলেন, তখন হল না! যখন রুক্মিণী তুলসী আর কৃষ্ণনাম একদিকে লিখে দিলেন, তখন ঠিক ওজন হল!

এইবার ডাক্তার বাড় বাঁধবেন। মেঝেতে বিছানা করা হল, শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে মেঝেতে এসে শয়ন করছেন, সঙ্গে সুর করে করে বলছেন, রাই-এর দশম দশা! বৃন্দে বলে, আর কত বা হবে!

ভক্তেরা চতুর্দিকে বসে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আবার গাইছেন — সব সখি মিলি বৈঠল — সরোবর কূলে!

শ্রীশ্রীঠাকুরও হাসছেন, ভক্তেরাও হাসছেন - ব্যথার, যন্ত্রণার মধ্যে আনন্দের হাট!

বাড় বাঁধা হয়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : আমার কলকাতার ডাক্তারদের তত বিশ্বাস হয় না। শম্ভুর বিকার হয়েছে, ডাক্তার (সর্বাধিকারী) বলে, ও কিছু নয়, ও ঔষধের নেশা! তারপরই শম্ভুর দেহত্যাগ হল।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়িতে আরতি হল। কিছু পরে অধর কলকাতা হতে এসেছেন, প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলেন — আপনি কেমন আছেন?

অতি স্নেহমাখা স্বরে, সহাস্যে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন — এই দেখো! হাতে লেগে কি হয়েছে। আছি আর কেমন!

রাত আটটা হয়েছে। মহিমাচরণ যতিপঞ্চক পাঠ করছেন —

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্।
সচ্চিৎসুখৈকং জগদাত্মরূপং, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপম্ ।।

সা কাশিকাহং নিজবোধরূপম্ — এই কথা শুনে ঠাকুর সহাস্যে বলছেন, যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।

এইবার এক অদ্ভুত কৌতুক। মহিমাচরণ নির্বাণষট্‌কম্ পাঠ করছেন —

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু —
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ।।

যতবার মহিমাচরণ বলিতেছেন — চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্, ততবারই শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বলছেন : নাহং! নাহং — তুমি তুমি চিদানন্দ।

২২ ফেব্রুয়ারী

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে উত্তর-পূর্ব লম্বা বারান্দায় গোপীগোষ্ঠ ও সুবল-মিলন কীর্তন শুনছেন - ভক্তেরা আজ তাঁর জন্মমহোৎসব পালন করছেন। সেই উপলক্ষে নরোত্তমের কীর্তনগানের আয়োজন।

প্রচুর ভক্ত উপস্থিত, সিঁথির মহেন্দ্র কবিরাজ এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর রঙ্গচূড়ামণি, সহাস্যে রাখালকে ইঙ্গিত করছেন, হাতটা দেখিয়ে নে। আবার শ্রীযুক্ত রামলালকে হাসতে হাসতে বলছেন, গিরিশ ঘোষের সঙ্গে ভাব কর, তাহলে থিয়েটার দেখতে পাবি।

নরেন্দ্র হাজরা মহাশয়ের সঙ্গে বাইরের বারান্দায় গল্প করছিলেন, ঘরের ভিতর এসে বসতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সহাস্য প্রশ্ন : তুই কি হাজরার কাছে বসেছিলি? তুই বিদেশিনী সে বিরহিণী! হাজরারও দেড় হাজার টাকার দরকার।
হাজরার আরো উক্তি যোগ করছেন : হাজরা বলে, নরেন্দ্রের ষোল আনা সত্ত্বগুণ হয়েছে, একটু লালচে রজোগুণ আছে! আমার বিশুদ্ধ সত্ত্ব সতের আনা। সকলে সে কথায় হেসে লুটোপুটি।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর জানালেন : আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি; আর আমি ওর অনুগত। গিরিশ একমত - আপনি কারই বা অনুগত নন!
সহাস্যবদন শ্রীশ্রীঠাকুর আরো জানালেন : ওর মদ্দের ভাব (পুরুষভাব) আর আমার মেদীভাব (প্রকৃতিভাব)। নরেন্দ্রের উঁচুঘর, অখণ্ডের ঘর।
খানিকবাদে গিরিশ তামাক খেতে বাইরে গেছেন। নরেন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছেন - গিরিশ ঘোষের সঙ্গে আলাপ হল, খুব বড়লোক, আপনার কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর জানতে চাইছেন : কি কথা ? নরেন্দ্র হাসতে হাসতে বলছেন - আপনি লেখাপড়া জানেন না, আমরা সব পণ্ডিত, এই সব কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু মনে করলেন না কিন্তু, সরলভাবে সারকথা বলে দিলেন : সত্য বলছি, আমি বেদান্ত আদি শাস্ত্র পড়ি নাই বলে একটু দুঃখ হয় না। আমি জানি বেদান্তের সার , ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা।

গিরিশ ফিরে আসতে শ্রীশ্রীঠাকুর এবারে তাঁকে রঙ্গ করে জিজ্ঞেস করছেন : হ্যাঁ গা, আমার কথা সব তোমরা কি কচ্ছিলে? আমি খাই দাই থাকি।
গিরিশ খানিক উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন - আপনার কথা আর কি বলব। আপনি কি সাধু? শ্রীশ্রীঠাকুরের আবার সরল উত্তর : সাধু-টাধু নয়। আমার সত্যই তো সাধুবোধ নাই।
গিরিশ পরাভূত, উত্তরহীন, কেবল এইটুকু বললেন - ফচকিমিতেও আপনাকে পারলুম না।

এইবার আবার নরেন্দ্রের গান হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাস্টারকে তানপুরাটি পেড়ে দিতে বললেন। নরেন্দ্র তানপুরা অনেকক্ষণ ধরে বাঁধছেন। সকলে একটু অধৈর্য।
বিনোদ বলছেন, বাঁধা আজ হবে, গান আর-একদিন হবে। সকলের মুখে হাসি, শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদনে যোগ করলেন, এমনি ইচ্ছে হচ্ছে যে তানপুরাটা ভেঙে ফেলি। কি টং টং - আবার তানা নানা নেরে নূম্ হবে।

ভবনাথ একটু নরেন্দ্রের দিক টেনে জানালেন - যাত্রার গোড়ায় অমনি বিরক্তি হয়। আর নরেন্দ্র, তানপুরা বাঁধতে বাঁধতেই বোমা ফাটালেন - সে না বুঝলেই হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর এই তেজের প্রতি স্নেহবান, হাসতে হাসতে জানালেন : ওই আমাদের সব উড়িয়ে দিলে।

গান শুরু হলো, তারপরে এক আনন্দের অবিরল প্রবাহ - শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি। খানিক পরে, নরেন্দ্র কাছে বসে আছেন। তাঁর বাড়িতে কষ্ট, সেই জন্য তিনি সর্বদা চিন্তিত। শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রকে একদৃষ্টে দেখছেন, তারপর সহাস্যে মন্তব্য করলেন : তুই তো 'খ' (আকাশবৎ); তবে যদি টেক্‌সো (Tax অর্থাৎ বাড়ির ভাবনা) না থাকত। সকলে হাসির চোটে লুটোপুটি।

শ্রীশ্রীঠাকুর খ-এর পুরোনো ঘটনাটি বর্ণনা করছেন : কৃষ্ণকিশোর বলত 'আমি খ'। একদিন তার বাড়িতে গিয়ে দেখি, সে চিন্তিত হয়ে বসে আছে; বেশি কথা কচ্ছে না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি হয়েছে গা, এমন করে বসে রয়েছ কেন?' সে বললে, 'টেক্‌সোওয়ালা এসেছিল; সে বলে গেছে টাকা যদি না দাও তাহলে ঘটিবাটি সব

নীলাম করে নিয়ে যাব; তাই আমার ভাবনা হয়েছে।' আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'সে কি গো, তুমি তো 'খ', আকাশবৎ। যাক শালারা ঘটিবাটি নিয়ে যাক, তোমার কি?

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হল, ক্রমে ঠাকুরদের আরতির শব্দ শোনা যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের ঘরের ছোট খাটটিতে বসে নিঃশব্দে জগন্মাতার চিন্তা করছেন।

কথাপ্রসঙ্গে গিরিশ জানালেন - আপনার কৃপা হলেই সব হয়। আমি কি ছিলাম কি হয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহমত নন : ওগো, তোমার সংস্কার ছিল তাই হচ্ছে। সময় না হলে হয় না।সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে। এখানে যদি তোমার চৈতন্য হয় আমাকে জানবে হেতুমাত্র। চাঁদমামা সকলের মামা। ঈশ্বর ইচ্ছায় সব হচ্ছে।

গিরিশ অত্যন্ত ধীমান, ঈশ্বরের ইচ্ছা বলামাত্রই সহাস্যে বলে উঠলেন - ঈশ্বরের ইচ্ছায় তো। আমিও তো তাই বলছি!

সকলে এই কথোপকথনে আনন্দে ভরপুর।

২৪ ফেব্রুয়ারী

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে উপবিষ্ট। দুপুরবেলা, মধ্যাহ্নভোজনের পর বিশ্রাম নিচ্ছেন।

মাষ্টারমশাই প্রবেশ করলেন, খুব ঘেমে গেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর জানতে চাইছেন মাস্টারমশাই কি করে দক্ষিণেশ্বর এলেন। জানা গেলো এই দুপুর রোদে আলমবাজার থেকে তিনি হেঁটে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে এক অপূর্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন : তাই ভাবি, আমার এ-সব বাই নয়! তা না হলে ইংলিশম্যানরা এত কষ্ট করে আসে!

খানিকবাদে কথা প্রসঙ্গে মণিলালকে অনুরোধ করছেন : তোমার সেই কথাটি এঁদের বলতো গা। মণিলাল সহাস্যে গল্প বলছেন - নৌকা করে কয়জন গঙ্গা পার হচ্ছিল। একজন পণ্ডিত বিদ্যার পরিচয় খুব দিচ্ছিল। আমি নানা শাস্ত্র পড়িছি - বেদ-বেদান্ত - ষড়্দর্শন। একজনকে জিজ্ঞাসা কল্লে - বেদান্ত জান? সে বললে - আজ্ঞা না। তুমি সাংখ্য, পাতঞ্জল জান ? - আজ্ঞা না। দর্শন-টর্শন কিছুই পড় নাই ? - আজ্ঞা না। পণ্ডিত স্বগর্বে কথা কহিতেছেন ও লোকটি চুপ করে বসে আছে। এমন সময়ে ভয়ঙ্কর ঝড় - নৌকা ডুবতে লাগল। সেই লোকটি বললে, 'পন্ডিতজী, আপনি সাঁতার জানেন ?' পণ্ডিত বললেন, 'না'। সে বললে, 'আমি সাংখ্য, পাতঞ্জল জানি না, কিন্তু সাঁতার জানি'।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে মর্মার্থ উপদেশ করলেন : নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে ? ভবনদী পার হতে জানাই দরকার। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

২৫ ফেব্রুয়ারী

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর স্টার থিয়েটারে গিরিশের বৃষকেতু অভিনয় দর্শন করতে যাবেন। এখন তিনি বসুপাড়ায় গিরিশ ঘোষের বাড়িতে উপবিষ্ট , বেলা প্রায় ৩টা। কথাপ্রসঙ্গে জানাচ্ছেন : ভক্তিই সার। আবার ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ,ভক্তির তমঃ আছে। ভক্তির সত্ত্ব দীনহীন ভাব; ভক্তির তমঃ যেন ডাকাত-পড়া ভাব। আমি তাঁর নাম করছি, আমার আবার পাপ কি ? তুমি আমার আপনার মা, দেখা দিতেই হবে। গিরিশ সহাস্যে মন্তব্য করলেন - ভক্তির তমঃ আপনিই তো শেখান !

বিকালবেলা। শ্রীশ্রীঠাকুর এখনও গিরিশের গৃহে, গিরিশ-ভ্রাতা অতুল, একজন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশী এবং নারায়ণ উপস্থিত। প্রতিবেশী প্রশ্ন করছেন - ব্রাহ্মণ না হলে কি সিদ্ধ হয় ? এক জন্মে কি হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর ঘনীভূত সনাতন ভারতবর্ষ, সপাটে উত্তর দিলেন : কেন ? কলিতে শূদ্রের ভক্তির কথা আছে। শবরী, রুইদাস, গুহক-চণ্ডাল - এসব আছে।

নারায়ণ সহাস্যে যোগ করলেন - ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সব এক।

* * *

বৃষকেতু অভিনয় শুরু হলো। অভিনয় শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর জলসেবা করছেন, আর নরেন্দ্রকেও খাওয়াচ্ছেন। শোভাবাজার রাজবাড়ীর ছেলে যতীন দেব শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয়পাত্র, তাঁর কিঞ্চিৎ অভিমান হয়েছে, তিনি এক সুমধুর অভিযোগ জানাচ্ছেন - নরেন্দ্র খাও নরেন্দ্র খাও বলছেন, আমরা শালারা ভেসে এসেছি!

কৌতুকপ্রিয় শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে নরেন্দ্রকে বলছেন : ওরে যতীন তোর কথাই বলছে। তারপর হাসতে হাসতে যতীনের থুঁতি ধরে আদর করতে করতে বললেন : সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যাস, গিয়ে খাস!

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

১ মার্চ

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে দোলযাত্রা, শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরের ছোট খাটটিতে বসে সমাধিস্থ।

সমাধি ভাঙলে মহিমাচরণকে হরিভক্তির কথা বলতে বলছেন - মহিমাচরণ নারদপঞ্চরাত্র হতে আবৃত্তি করলেন। খানিক বাদে কথাপ্রসঙ্গে মহিমাকে বলছেন : এগিয়ে পড়! আরও আগে যাও, চন্দনকাঠ পাবে, আরও আগে যাও, রূপার খনি পাবে; আরও এগিয়ে যাও সোনার খনি পাবে, আরও এগিয়ে যাও হীরে মাণিক পাবে। এগিয়ে পড়!

মহিমা সকাতরে জানাচ্ছেন - আজ্ঞে, টেনে রাখে যে - এগুতে দেয় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাদ্যবদনে উপায়নির্দেশ করছেন : কেন, লাগাম কাট, তাঁর নামের গুণে কাট। কালী নামেতে কালপাশ কাটে।

এইবার নরেন্দ্রের সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসিকতা করছেন। মাঝে মাঝে তাঁকে দেখছেন আর বলছেন : তুই কি চিকিৎসক হয়েছিস ? শতমারী ভবেদ্বৈদ্যঃ । সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।

উপমা শুনে সকলে হেসে লুটোপুটি। শ্রীশ্রীঠাকুর বোঝাতে চাইছেন - নরেন্দ্রের এই বয়সেই সংসারের অনেক খেলা দেখা হলো - সুখ দুঃখের সঙ্গে অনেক পরিচয় হলো।

২ মার্চ

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করছেন। কিছুদিন আগে হাত ভেঙে ছিল, এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র মিত্র, মাষ্টারমশাই, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : বাঁচবার ইচ্ছা কেন ? রাবণ বধের পর রাম লক্ষণ লঙ্কায় প্রবেশ করলেন, রাবণের বাটীতে গিয়ে দেখেন, রাবণের মা নিকষা পালিয়ে যাচ্ছে। লক্ষণ আশ্চর্য হয়ে বললেন, রাম, নিকষার সবংশ নাশ হলো তবু প্রাণের উপর এত টান। নিকষাকে কাছে ডাকিয়ে রাম বললেন, তোমার ভয় নাই, তুমি কেন পালাচ্ছিলে ? নিকষা বললে, রাম! আমি সেজন্য পালাই নাই - বেঁচে ছিলাম বলে তোমার এত লীলা দেখতে পেলাম - যদি আরো বাঁচি তো আরও কত লীলা দেখতে পাব! তাই বাঁচবার সাধ। **বাসনা না থাকলে শরীর ধারণ হয় না।**

তারপর সহাস্যে যোগ করছেন : আমার একটি-আধটি সাধ ছিল। বলেছিলাম মা, কামিনীকাঞ্চনত্যাগীর সঙ্গ দাও; আর বলেছিলাম, তোর জ্ঞানী ও ভক্তের সঙ্গ করব, তাই একটু শক্তি দে যাতে হাঁটতে পারি, - এখানে ওখানে যেতে পারি। তা হাঁটবার শক্তি দিলে না কিন্তু !

ত্রৈলোক্যনাথ হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করছেন - সাধ কি মিটেছে ?

আরো হেসে, সকলকে হাসিয়ে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মধুর উত্তর : একটু বাকি আছে।

- - -

নরেন্দ্রের বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা সম্বন্ধে ত্রৈলোক্যনাথ সহানুভূতি জানাচ্ছেন - আজ্ঞে, ঈশ্বরের (নরেন্দ্রের উপর) দয়া হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিঞ্চিৎ আপাত-হতাশ, হাসতে হাসতে বলছেন : আর কখন হবে! কাশীতে অন্নপূর্ণার বাড়ি কেউ অভুক্ত থাকে না বটে, - কিন্তু কারু কারু সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতে হয়।

২ মার্চ

পুরোনো ঘটনার সাথে তুলনা টানছেন : হৃদে শম্ভু মল্লিককে বলেছিল, আমায় কিছু টাকা দাও। শম্ভু মল্লিকের ইংরাজি মত, সে বললে, তোমায় কেন দিতে যাব ? তুমি খেটে খেতে পার, তুমি যা হোক কিছু রোজগার করছ। তবে খুব গরিব হয় সে এক কথা, কি কানা, খোঁড়া, পঙ্গু; এদের দিলে কাজ হয়। তখন হৃদে বললে, মহাশয়! আপনি উটি বলবেন না। আমার টাকায় কাজ নাই। ঈশ্বর করুন যেন আমায় কানা, খোঁড়া, অতি দারিদ্দীর - এসব না হতে হয়, আপনারও দিয়ে কাজ নাই, আমারও নিয়ে কাজ নাই।

-

খানিকবাদে সুরেন্দ্র কথাপ্রসঙ্গে সহাস্য মন্তব্য করলেন - পূর্বজন্মে দান-টান করলে তবে ধন হয়, তবে তো আমাদের দান-টান করা উচিত।
শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমে সরল উত্তর দিলেন : যার টাকা আছে তার দেওয়া উচিত। তারপর রঙ্গপূর্ণ উদাহরণ যোগ করছেন : জয়গোপাল সেনের টাকা আছে তার দান করা উচিত। ও যে করে না সেটা নিন্দার কথা। এক-একজন টাকা থাকলেও হিসেবী (কৃপণ) হয় ; - টাকা যে কে ভোগ করবে তার ঠিক নাই !
সেদিন জয়গোপাল এসেছিল। গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙা লন্ঠন ; - ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া ; - মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল ফেরত দ্বারবান ; - আর এখানের জন্য নিয়ে এল দুই পচা ডালিম।
সকলে হেসে লুটোপুটি। সুরেন্দ্র টিপ্পনী কাটলেন - জয়গোপালবাবু ব্রাহ্মসমাজের। এখন বুঝি কেশববাবুর ব্রাহ্মসমাজের সেরূপ লোক নাই।
শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে উপমামুখর : গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার দলে ভাল লোক রাখত না ; - ভাগ দিতে হবে বলে।
হাসির স্রোতে সবাই আপ্লুত।

৭ মার্চ

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করছেন, বেলা প্রায় তিনটে - বাবুরাম, ছোট নরেন, পল্টু, হরিপদ, মোহিনীমোহন ইত্যাদি ভক্তেরা উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ বড়ো আনন্দে আছেন। সহাস্যে বলছেন : রাখাল এখন পেনশান খাচ্ছে। বৃন্দাবন থেকে এসে এখন বাড়িতে আছে। বাড়িতে পরিবার আছে। কিন্তু আবার বলেছে, হাজার টাকা মাহিনা দিলেও চাকরি করবে না।

খানিকবাদে বাবুরামের দিকে চেয়ে বলছেন : তোর বই কই ? পড়াশুনা করবি না ? উপদেশ দিচ্ছেন : অজ্ঞান কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞান কাঁটা যোগাড় করতে হয়। তারপর জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে হয়।

বাবুরাম হাসতে হাসতে বলছেন - আমি ঐটি চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহাস্য প্রত্যুত্তর : ওরে, দুদিক রাখলে কি তা হয় ? তা যদি চাস তবে চলে আয় !

শুদ্ধাত্মা ভক্তদের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দ, রঙ্গের সাগরে ভাসছেন। কৌতুক করে তাদের কীর্তনীর ঢং অভিনয় করে দেখাচ্ছেন, তারাও হাসছে, তিনিও হাসছেন।

পল্টু হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে তাকে বলছেন : তোর বাবাকে এ-সব কথা বলিসনি। যাও একটু (আমার প্রতি) টান ছিল তাও যাবে। ওরা একে ইংলিশম্যান লোক।

তারপর উপমা-কৌতুকের স্রোত আবার প্রবাহিত : অনেকে আহ্নিক করবার সময় যত রাজ্যের কথা কয়; কিন্তু কথা কইতে নাই, - তাই ঠোঁট বুজে যত প্রকার ইশারা করতে থাকে। এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস, হুঁ উঁহু - এই সব করে।
আবার কেউ মালাজপ করছে; তার ভিতর থেকেই মাছ দর করে! জপ করতে হয় তো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় - ওই মাছটা ! যত হিসাব সেই সময়ে !

৭ মার্চ

কথা কইতে কইতে ছোট নরেনকে দেখে আচমকা সমাধিস্থ। সমাধি ভাঙলে জিজ্ঞেস করছেন : আচ্ছা তুই কি ভালবাসিস ? - জ্ঞান না ভক্তি ? ছোট নরেন জানালেন তিনি শুধু ভক্তি চান। শ্রীশ্রীঠাকুর মাষ্টারকে দেখিয়ে সহাস্যে বলছেন : না জানলে ভক্তি করবি কাকে ? এঁকে যদি না জানিস, কেমন করে এঁকে ভক্তি করবি ?

খানিকবাদে কথাপ্রসঙ্গে মাষ্টারমশাইকে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন : আচ্ছা, যারা আসে তাদের কিছু কিছু হচ্ছে ? মাষ্টার জানালেন - আজ্ঞা হাঁ, হচ্ছে বইকি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৌতূহল মেটেনি : কেমন করে জানলে ?

তাঁর সেই আপাতনিরীহ, সরল ভাব দেখে মাষ্টারমশাই এবারে হেসে ফেলেছেন - সবাই বলে, তাঁর কাছে যারা যায় তারা ফেরে না !

শ্রীশ্রীঠাকুরও এবার হাসছেন, কোলাব্যাংয়ের গল্প বলছেন যা শুনে বাকি সকলে হাসছেন : একটা কোলাব্যাঙ হেলেসাপের পাল্লায় পড়েছিল। সে ওটাকে গিলতেও পারছে না, ছাড়তেও পারছে না ! আর কোলাব্যাঙটার যন্ত্রণা - সেটা ক্রমাগত ডাকছে। ঢোঁড়াসাপটারও যন্ত্রণা। কিন্তু গোখরোসাপের পাল্লায় যদি পড়ত তাহলে দু-এক ডাকেই শান্তি হয়ে যেত।

তারপরেই ছোকরা ভক্তদের বলছেন ত্রৈলোক্যবাবুর কাছ থেকে ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা চেয়ে নিতে, চৈতন্যদেবের কথা পড়তে। একজন সন্দেহ জানালেন ত্রৈলোক্যবাবু বইটি দেবেন কি না।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদনে উপমামুখর : কেন, কাঁকুড়ক্ষেতে যদি অনেক কাঁকুড় হয়ে থাকে তাহলে মালিক ২/৩টা বিলিয়ে দিতে পারে! অমনি কি দেবে না - কি বলিস ? সকলে হেসে লুটোপুটি।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

৯ মার্চ

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে বহু ভক্ত উপস্থিত। মণিলাল মল্লিক ও ভবনাথ এশিয়াটিক মিউজিয়ামের এগজিবিশনের গল্প বলছেন - কত রাজারাজড়ার বহুমূল্য জিনিস, সোনার খাট ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এক অভিনব সিদ্ধান্ত, হাসতে হাসতে বলছেন : হ্যাঁ, গেলে একটা বেশ লাভ হয়। ওইসব সোনার জিনিস, রাজারাজড়ার জিনিস দেখে সব ছ্যা হয়ে যায়। সেটাও অনেক লাভ।

হৃদে, কলকাতায় যখন আমি আসতাম, লাট সাহেবের বাড়ি আমাকে দেখাত - মামা, ওই দেখ, লাট সাহেবের বাড়ি, বড় বড় থাম। মা দেখিয়ে দিলেন, কতকগুলি মাটির ইঁট উঁচু করে সাজান।

খানিকবাদে মিউজিয়ামের কথা এলো। উপমা-সম্রাট শ্রীশ্রীঠাকুর মিউজিয়াম সম্বন্ধে জানাচ্ছেন : আমি একবার মিউজিয়ামে গিছলুম; তা দেখালে ইট, পাথর হয়ে গেছে, জানোয়ার পাথর হয়ে গিয়েছে। দেখলে, সঙ্গের গুণ কি ! তেমনি সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে তাই হয়ে যায়।

মণি মল্লিক আমোদিত, হাসতে হাসতে বলছেন - আপনি ওখানে একবার গেলে আমাদের ১০/১৫ বৎসর উপদেশ চলত।

শ্রীশ্রীঠাকুরও হাসছেন : কি, উপমার জন্য ?

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

১১ মার্চ

১৮৮২ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে ছোট খাটে বসে আছেন, আনন্দময় মূর্তি - হাস্যবদন। মাষ্টারমশাই তাঁর বন্ধু শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর নিয়ে এসেছেন; কিঞ্চিৎ রহস্য করেই এনেছেন। কালীকৃষ্ণ জানতেন না তাঁকে বন্ধু কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। মাষ্টারমশাই খালি বলেছিলেন - শুঁড়ির দোকানে যাবে তো আমার সঙ্গে এস; সেখানে এক জালা মদ আছে। সেই লোভে কালীকৃষ্ণ এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মাস্টারের মুখে সবকথা শুনে প্রাণ খুলে হাসছেন।

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের বারান্দায় আলোচনা করছেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : যার যা পেটে সয়। একটা মাছ এনে মা ছেলেদের নানারকম করে খাওয়ান। কারুকে পোলাও করে দেন; কিন্তু সকলের পেটে পোলাও সয় না। তাই তাদের মাছের ঝোল করে দেন। যার যা পেটে সয় আবার কেউ মাছ ভাজা, মাছের অম্বল ভালবাসে। যার যেমন রুচি।

সরল উপমা শুনে ভক্তগণ আমোদিত, সকলে হাসছেন।

খানিক বাদে নামমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে আরেকটি কৌতুককর কাহিনী বলছেন : নামেতে একবার শুদ্ধ হল; কিন্তু তারপরেই হয়তো নানা পাপে লিপ্ত হয়। মনে বল নাই; প্রতিজ্ঞা করে না যে, আর পাপ করব না। গঙ্গাস্নানে পাপ সব যায়। গেলে কি হবে ? লোকে বলে থাকে, পাপগুলো গাছের উপর থাকে। গঙ্গা নেয়ে যখন মানুষটা ফেরে, তখন ওই পুরানো পাপগুলো গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে ওর ঘাড়ের উপর পড়ে।

সকলে হাসছেন প্রাণখুলে।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

১১ মার্চ

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে বেলা দশটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বলরাম আলয়ে আগমন করেছেন। মাস্টারমশাই বিদ্যালয়ে ছিলেন; মাঝে কিঞ্চিৎ ফাঁক পেয়ে দুপুর দুই প্রহরে এসেছেন, দেখছেন - আহারান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর বৈঠকখানায় একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন, মাঝে মাঝে থলি থেকে মসলা বা কাবাবচিনি খাচ্ছেন।

মাষ্টারকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞেস করছেন - তুমি যে এখন এলে? স্কুল নাই?

মাষ্টার উত্তর দিচ্ছেন, পাশ থেকে একজন কৌতুকভরে বলে উঠলেন - না, মহাশয় ! উনি স্কুল পালিয়ে এসেছেন !

হাস্যরসের হিল্লোল বটে গেল।

খানিক সেবা, কথোপকথনের পরে তিনি আবার বিদ্যালয়ে ফিরে গেলেন। বিকেলে স্কুলছুটির পরে ফিরে এসে দেখেন, শ্রীশ্রীঠাকুর বলরামের বৈঠকখানায় বসে আছেন; মুখে মধুর হাসি, সে হাসির ছোঁয়াচ লেগেছে বাকি সবার মনে, মুখে।

হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে অবতারবাদ ও ঈশ্বরের অনন্তত্বের আলোচনা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশকে বলছেন নরেন্দ্রের সঙ্গে তর্ক করার জন্য। গিরিশ সহাস্যে জানাচ্ছেন - নরেন্দ্রের মত ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর অংশ নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে সারটি বললেন : সব ধারণা করা কি দরকার ? তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হল। তাঁর অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হল। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, সে বলে - গঙ্গা দর্শন-স্পর্শন করে এলুম। সব

১১ মার্চ

গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত, হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। তোমার পাটা যদি ছুঁই, তোমায় ছোঁয়াই হলো।

গিরিশ সহাস্যে যোগ করলেন - যেখানে আগুন পাব, সেইখানেই আমার দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর এখনও সহাস্যবদন : অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশি। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজবে। মানুষে তিনি বেশি প্রকাশ হন।

গিরিশ সানন্দে, সহাস্যে ঘোষণা করলেন - নরেন্দ্র আমার কাছে হেরেছে। তারপরেই মাষ্টারমশাইয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়েছে - মহাশয় ! আমরা সব হলহল করে কথা কচ্ছি, কিন্তু মাষ্টার ঠোঁট চেপে বসে আছে। কি ভাবে ? মহাশয় ! কি বলেন !

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে এক অনবদ্য প্রবাদ শেখালেন : মুখহলসা, ভেতরবুঁদে, কানতুলসে, দীঘল ঘোমটা নারী, পানা পুকুরের শীতল জল বড় মন্দকারী।
এই ক'টি লোকের কাছে সাবধান হবে : প্রথম, মুখহলসা - হলহল করে কথা কয়; তারপর ভেতরবুঁদে - মনের ভিতর ডুবুরি নামালেও অন্ত পাবে না; তারপর কানতুলসে - কানে তুলসী দেয়, ভক্তি জানাবার জন্য; দীঘল ঘোমটা নারী - লম্বা ঘোমটা, লোকে মনে করে ভারী সতী, তা নয়; আর পানাপুকুরের জল - নাইলে সান্নিপাতিক হয়।

সকল উপস্থিতজন হেসে গড়াগড়ি।

এইসকল কথাবার্তার মাঝে মাষ্টারমশায়ের স্কুলের ছাত্র নারাণ এসে উপস্থিত; মাষ্টারমশায়ের নামে রটছে তিনি তাঁর ছাত্রদের শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এনে তাদের পড়াশোনা খারাপ করছেন। নারাণকে দেখে গিরিশ তাই কিঞ্চিৎ আমোদ করছেন - কে খবর দিলে ? মাস্টারই দেখছি সব সারলে।

সকলে হাসছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরও হাসছেন, হাসতে হাসতেই বলছেন : রোসো! চুপচাপ করে থাকো! এর (মাস্টারের) নামে একে বদনাম উঠেছে।

নরেন্দ্রর কথা উঠলো, তিনি ততো আসছেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রবাদ বলছেন : অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা। আবার সকলের হাসি !

শ্রীশ্রীঠাকুর জানেন নরেন্দ্র জনৈক তারাপদর বাড়িতে অন্নদা গুহর কাছে যায়। বলরাম হাসতে হাসতে জানাচ্ছেন - বামুনরা বলে, অন্নদা গুহ লোকটার বড় অহংকার।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সরলোক্তি : বামুনদের ও-সব কথা শুনো না। তাদের তো জানো, না দিলেই খারাপ লোক, দিলেই ভাল! অন্নদাকে আমি জানি ভালো লোক।
হাসির প্লাবন আবার বয়ে গেল।
- - -

১৮৮৬ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অবস্থান করছেন। রাত্রি প্রায় আটটা, নরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর রঙ্গপূর্ণ কথোপকথন চলছে। নরেন্দ্র কিছুদিন আগে তাঁর দলবল নিয়ে মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাড়িতে গিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আন্দাজ করেছেন কিছু একটা গড়বড় হয়েছিল, তাই সহাস্যে জিজ্ঞেস করছেন :
তারপর ?
নরেন্দ্র প্রথমে সংক্ষিপ্ত বললেন - ওর মতো এমন শুষ্ক জ্ঞানী দেখি নাই !
শ্রীশ্রীঠাকুর এতো অল্পতে সন্তুষ্ট নন, তাই হাসতে হাসতে আবার জিজ্ঞেস করছেন : কি হয়েছিল ?
নরেন্দ্র এবারে বিস্তারে বলছেন - আমাদের গান গাইতে বললে। গঙ্গাধর গাইলে -
শ্যামনামে প্রাণ পেয়ে ইতি উতি চায়,
সম্মুখে তমাল বৃক্ষ দেখিবারে পায়।
গান শুনে বললে - ও-সব গান কেন ? প্রেম-ট্রেম ভাল লাগে না। তা ছাড়া, মাগছেলে নিয়ে থাকি, এ-সব গান এখানে কেন ?
শ্রীশ্রীঠাকুর আমোদিত। মাষ্টারকে বলছেন : ভয় দেখেছ!

১৫ মার্চ

১৮৮৬ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অবস্থান করছেন; শরীরের অবস্থা ভালো নয়, ভক্তেরা স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু মৃদু মৃদু হাসছেন। রাখাল অনুরোধ করছেন - আমাদের আপনি যেন ফেলে না যান।

শ্রীশ্রীঠাকুর এখনও হাসছেন আর বলছেন : বাউলের দল হঠাৎ এল, - নাচলে, গান গাইলে; আবার হঠাৎ চলে গেল! এল - গেল, কেউ চিনলে না। এই কথায় বাকি সকলের মুখে একটু হাসি ফুটলো।

খানিকবাদে নরেন্দ্র জিজ্ঞেস করছেন - সংসারত্যাগ করতে হবেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর দিচ্ছেন : যা বললুম সেই-ময় দেখলে কি আর কিছু দেখা যায় ? সংসার-ফংসার আর কিছু দেখা যায় ? তবে মনে ত্যাগ। এখানে যারা আসে, কেউ সংসারী নয়। কারু কারু একটু ইচ্ছা ছিল - মেয়েমানুষের সঙ্গে থাকা। সেই ইচ্ছাটুকু হয়ে গেল। শুনে রাখাল ও মাষ্টার হাসছেন।

এরপরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও নরেন্দ্রের এক রহস্যপূর্ণ সংলাপ আরম্ভ হলো।

আনন্দে পরিপূর্ণ শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে নরেনকে দেখছেন, দেখে বলছেন : খুব !
নরেন সহাস্যে জিজ্ঞেস করছেন - 'খুব' কি ?
সহাস্য শ্রী-উক্তি হলো : খুব ত্যাগ হয়ে আসছে।
রাখাল হেসে বলছেন - নরেন্দ্র আপনাকে খুব বুঝছে।
শ্রীশ্রীঠাকুর খুব হাসছেন, বলছেন : হাঁ, আবার দেখছি অনেকে বুঝছে!
খানিকবাদে হাসতে হাসতেই নরেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন : আচ্ছা, আমার কি ভাব ?
নরেন্দ্রর সপাট উত্তর - বীরভাব, সখীভাব, - সবভাব। সে উত্তর শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর যেন ভাবে পূর্ণ।

২৩ মার্চ

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আনন্দের হাট বসিয়েছেন। কখনও কীর্তনানন্দ, কখনও ব্রহ্মানন্দ - দলে দলে ভক্তরা আসছেন।

রাম জানাচ্ছেন - আর. মিত্রের কন্যার সাথে নরেন্দ্রের সম্বন্ধ হচ্ছে, অনেক টাকা দেবে তারা। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহাস্য উক্তি : ওইরকম একটা দলপতি-টলপতি হয়ে যেতে পারে। ও যেদিকে যাবে সেইদিকেই একটা কিছু বড় হয়ে দাঁড়াবে।

রাম আরো জানাচ্ছেন - কেশব সেন তাঁর কথা সুলভ সমাচার পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সরলোক্তি : ছাপিয়ে দেওয়া! এ কি! এখন ছাপানো কেন ? - আমি খাই-দাই থাকি, আর কিছু জানি না। ছাপাছাপি করলে কি হবে ? - যে লোকশিক্ষা দেবে তার শক্তি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসবে। আর ত্যাগী না হলে লোকশিক্ষা হয় না। আমি মূর্খোত্তম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই আত্ম-বিশ্লেষণ শুনে উপস্থিত সকলে হেসে লুটোপুটি। একজন শুধোলেন - তাহলে আপনার মুখ থেকে বেদ-বেদান্ত - তা ছাড়াও কত কি - বেরোয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেও হাসছেন, জানাচ্ছেন : কিন্তু ছেলেবেলায় লাহাদের ওখানে (কামারপুকুরে) সাধুরা যা পড়ত, বুঝতে পারতাম। তবে একটু-আধটু ফাঁক যায়। কোন পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বুঝতে পারি। কিন্তু নিজে সংস্কৃত কথা কইতে পারি না।

খানিক পরে ঠাকুরদাদা, মহিমাচরণ ও আরো কয়েকজন উপস্থিত। সন্ন্যাসীর কঠিন ব্রত প্রসঙ্গে একাদশীর উপমা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর রঙ্গের মাধ্যমে উপদেশ দিচ্ছেন : সন্ন্যাসী জিতেন্দ্রিয় হলেও লোকশিক্ষার জন্য মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবে না।...সন্ন্যাসীর হচ্ছে নির্জলা একাদশী। আর দুরকম একাদশী আছে। ফলমূল খেয়ে, - আর লুচি ছক্কা খেয়ে।

সকলে হাসতে শুরু করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলে চলেছেন : লুচি ছক্কার সঙ্গে হলো দুখানা রুটি দুধে ভিজছে। কৃষ্ণকিশোরকে দেখলাম, একাদশীতে লুচি ছক্কা খেলে।

২৩ মার্চ

আমি হৃদুকে বললাম - হৃদু, আমার কৃষ্ণকিশোরের একাদশী করতে ইচ্ছা হচ্ছে। তাই একদিন করলাম। খুব পেট ভরে খেলাম, তার পরদিন আর কিছু খেতে পারলাম না।

সকলে হাসিতে আপ্লুত।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

,

- - -

২৯ মার্চ

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে, দক্ষিণেশ্বরের সেই ঘর - মধ্যাহ্ন ভোজনের পর শ্রীশ্রীঠাকুর একটু বিশ্রাম করছেন। কথাপ্রসঙ্গে রাখালের কথা হতে হতেই তিনি ভাব-সমাধিস্থ।

এই সময়ে গেরুয়া কাপড়-পরিহিত এক ব্যক্তির আগমন; ভাবস্থ অবস্থা হতেই শ্রীশ্রীঠাকুর হাসছেন আর বলছেন : আবার গেরুয়া কেন ? একটা কি পরলেই হল ? একজন বলেছিল, চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী । - আগে চণ্ডীর গান গাইত, এখন ঢাক বাজায়।

উপস্থিত ভক্তেরা সে শুনে হাসছেন।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

২ এপ্রিল

১৮৮২ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্যামপুকুরে শ্রী প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট। বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। একজন প্রতিবেশী জিজ্ঞাসা করলেন - তবে ঈশ্বর দুষ্ট লোক করলেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন : তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা। দুষ্ট লোকেরও দরকার আছে।

একটি তালুকের প্রজারা বড়ই দুর্দান্ত হয়েছিল। তখন গোলক চৌধুরীকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তার নামে প্রজারা কাঁপতে লাগল - এত কঠোর শাসন। সবই দরকার।

সীতা বললেন, রাম ! অযোধ্যায় সব অট্টালিকা হত তো বেশ হত, অনেক বাড়ি দেখছি ভাঙা, পুরানো। রাম বললেন, সীতা ! সব বাড়ি সুন্দর থাকলে মিস্ত্রীরা কী করবে ?

তাঁর সে উপমা শুনে ভক্তরা হাস্যরসে আপ্লুত।

৫ এপ্রিল

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে মাস্টারমশাই দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয়ে দেখেন, শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদন, ঘরের মধ্যে ছোট খাটটির উপরে উপবিষ্ট। এইদিন দক্ষিণেশ্বর আসার সময় মাষ্টারমশায়ের সাথে এক কৌতুককর ঘটনা ঘটেছিল। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর এক বন্ধু দক্ষিণেশ্বর আসছিলেন, তাঁরা নৌকা ভাড়া করেছিলেন - সে নৌকায় মাষ্টারমশাইও নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু কূল হতে গঙ্গায় একটু এগোতেই বেশ ভালো ঢেউ, নৌকা দুলছে! মাষ্টারমশাই বললেন, আমায় নামিয়ে দিতে হবে। প্রাণকৃষ্ণ ও তাঁর বন্ধু অনেক বোঝাতে লাগলেন, কিন্তু তিনি কোন মতে শুনলেন না; বললেন, আমায় নামিয়ে দিতে হবে, আমি হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে যাব। অগত্যা প্রাণকৃষ্ণ তাঁকে ফের ঘাটে নামিয়ে দিলেন।দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে মাষ্টারমশাই দেখছেন প্রাণকৃষ্ণ আগেই পৌঁছেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সংসারমায়ার কথা বলছেন : হিরণ্যাক্ষ বধ করবার জন্য বরাহ অবতার হলেন। হিরণ্যাক্ষ বধ হল, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হয়ে আছেন। কতকগুলি ছানাপোনা হয়েছে। তাদের নিয়ে একরকম বেশ আনন্দে রয়েছেন। দেবতারা বললেন, এ কি হল, ঠাকুর যে আসতে চান না। তখন সকলে শিবের কাছে গেল ও ব্যাপারটি নিবেদন করলে। শিব গিয়া তাঁকে অনেক জেদাজেদি করলেন, তিনি ছানাপোনাদের মাই দিতে লাগলেন। তখন শিব ত্রিশূল এনে শরীরটা ভেঙে দিলেন। ঠাকুর হি-হি করে হেসে তখন স্বধামে চলে গেলেন। সে উপমা শুনে সকলে হাসছেন। আবার বলছেন : সংসারে থাকতে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। আমার সত্য কথার আঁট এখন তবু একটু কমছে, আগে ভারী আঁট ছিল। যদি বলতুম 'নাইব', গঙ্গায় নামা হল, মন্ত্রোচ্চারণ হল, মাথায় একটু জলও দিলুম, তবু সন্দেহ হল, বুঝি পুরো নাওয়া হল না! অমুক জায়গাতে হাগতে যাব, তা সেইখানেই যেতে হবে। রামের বাড়ি গেলুম কলকাতায়। বলে ফেলেছি, লুচি খাব না। যখন খেতে দিলে, তখন আবার খিদে পেয়েছে। কিন্তু লুচি খাব না বলেছি, তখন মেঠাই দিয়ে পেট ভরাই। সকলে হেসে লুটোপুটি।

৫ এপ্রিল

প্রাণকৃষ্ণ এবারে লক্ষ্য করেছেন মাষ্টারমশাইকে। হাসতে হাসতে বলছেন — আচ্ছা লোক! তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাচ্ছেন - মহাশয়, নৌকা থেকে নেমে তবে ছাড়লেন।
শ্রীশ্রীঠাকুর হাসছেন : কি হয়েছিল?
প্রাণকৃষ্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। শুনে সকলে আমোদিত, শ্রীশ্রীঠাকুরও খুব হাসছেন। আরো খানিক কথাবার্তার পরে প্রাণকৃষ্ণ প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করছেন, মাস্টারমশাইকে বললেন, আপনি যাবেন? মাস্টারমশাই বললেন, না, আপনারা আসুন। প্রাণকৃষ্ণ হাসছেন - তুমি আর যাও! বাকি সকলেও হাসছেন।

দুপুরবেলা শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসাদ গ্রহণ করে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করছেন, এমন সময় রাম, গিরীন্দ্র ও আর কয়েকটি ভক্ত এসে উপস্থিত। কথাপ্রসঙ্গে রাম জানাচ্ছেন — কেশব সেন নাকি বিজয়বাবুকে বলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর নববিধানী!
তা শুনে সকলে হাসছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরও হাসছেন, হাসতে হাসতেই বলছেন : কে জানে বাপু, আমি কিন্তু নববিধান মানে জানি না। সে শুনে হাসি আরো বাড়লো।

এবারে রাম ব্রাহ্মসমাজের লেকচারের কথা বলছেন — মহাশয়! লেকচারের কথা শুনুন। যখন খোলের শব্দ হয়, সেই সময় বলে 'কেশবের জয়।' আপনি বলেন কিনা যে, গেড়ে ডোবায় দল হয়। তাই একদিন লেকচারে অমৃতবাবু বললেন, সাধু বলেছেন বটে, গেড়ে ডোবায় দল বাঁধে; কিন্তু ভাই, দল চাই, দল চাই। সত্য বলছি, সত্য বলছি দল চাই!

সকলে হেসে লুটোপুটি ! শ্রীশ্রীঠাকুর কিঞ্চিৎ বিরক্ত : এ কি! ছ্যা! ছ্যা! ছ্যা! এ কি লেকচার!

রাম আরো জানাচ্ছেন - সব আপনার ভাব নিয়ে ব্রাহ্মরা গান বেঁধেছেন। কেশব সেন উপাসনার সময় সেই ভাবগুলি সব বর্ণনা করতেন, আর ত্রৈলোক্যবাবু সেইরূপ গান বাঁধতেন। এই দেখুন না, ওই গানটা —

প্রেমের বাজারে আনন্দের মালা।
হরিভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে করিছেন কত খেলা ৷৷

৫ এপ্রিল

আপনি ভক্তসঙ্গে আনন্দ করেন, দেখে নিয়ে ওই সব গান বাঁধা।

সকলকে হাসিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহাস্য উত্তর : তুমি আর জ্বালিও না। আবার আমায় জড়াও কেন ?

গিরীন্দ্র যোগ করলেন - ব্রাহ্মরা বলেন, পরমহংসদেবের faculty of organisation নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর কৌতূহলী : এর মানে কি?

মাস্টারমশাই ব্যাখ্যা করলেন — আপনি দল চালাতে জানেন না। আপনার বুদ্ধি কম, এই কথা বলে।

হাসির বন্যা বয়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর রামের প্রতি টিপ্পুনি কাটলেন :এখন বল দেখি, আমার হাত কেন ভাঙল? তুমি এই নিয়ে দাঁড়িয়ে একটা লেকচার দাও।

তারপর রঙ্গময় স্মৃতিচারণ করছেন : আমি বৈষ্ণবচরণকে সেজোবাবুর কাছে নিয়ে গিছলাম। বৈষ্ণবচরণ বৈরাগী খুব পণ্ডিত কিন্তু গোঁড়া বৈষ্ণব। এদিকে সেজোবাবু ভগবতীর ভক্ত। বেশ কথা হচ্ছিল, বৈষ্ণবচরণ বলে ফেললে, মুক্তি দেবার একমাত্র কর্তা কেশব। বলতেই সেজোবাবুর মুখ লাল হয়ে গেল। বলেছিল, ‘শালা আমার!’ শাক্ত কিনা। বলবে না? আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি।

সকল উপস্থিতভক্ত হাসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলে চলেছেন : বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিসকে চাচ্ছে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে; হিন্দুরা একঘাট থেকে জল নিচ্ছে, কলসী করে — বলছে ‘জল’। মুসলমানরা আর একঘাটে জল নিচ্ছে, চামড়ার ডোলে করে — তারা বলছে ‘পানী।’ খ্রীষ্টানরা আর-একঘাটে জল নিচ্ছে — তারা বলছে ‘ওয়াটার।’

৫ এপ্রিল

যতক্ষণ বোধ যে ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান। একজন তামাক খাবে, তো প্রতিবেশীর বাড়ি টিকে ধরাতে গেছে। রাত অনেক হয়েছে। তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে ঠেলাঠেলি করবার পর, একজন দোর খুলতে নেমে এল। লোকটির সঙ্গে দেখা হলে সে জিজ্ঞাসা করলে, কিগো, কি মনে করে? সে বললে, আর কি মনে করে, তামাকের নেশা আছে, জান তো; টিকে ধরাব মনে করে। তখন সেই লোকটি বললে, বাঃ তুমি তো বেশ লোক! এত কষ্ট করে আসা, আর দোর ঠেলাঠেলি। তোমার হাতে যে লণ্ঠ রয়েছে!

যা চায়, তাই কাছে। অথচ লোকে নানাস্থানে ঘুরে।

সকল উপস্থিতজন আনন্দে আপ্লুত।

৬ এপ্রিল

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর বলরামমন্দিরে উপবিষ্ট, বেলা তিনটা। অনেক ভক্ত উপস্থিত, পল্টু ও বিনোদ সামনে বসে আছেন।
শ্রীশ্রীঠাকুর পল্টুকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করছেন : তুই তোর বাবাকে কি বললি ?
তারপর মাষ্টারমশাই পূর্ব ঘটনা বলছেন : ওর বাবাকে ও নাকি জবাব করেছে, এখানে আসবার কথায়।

পল্টু জানাচ্ছেন তিনি তাই করেছেন বটে, দরকার হয় তো আরো বেশী বলবেন। ঠাকুরের কাছে আসা অন্যায় তো কিছু নয়!
শ্রীশ্রীঠাকুর মাস্টারমশায়ের কাছে সহাস্যে সালিশি চাইছেন : না, কিগো অতদূর !
মাষ্টারমশাই জানালেন - না, অতটা ভাল নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর এই সিদ্ধান্তে তৃপ্ত, সন্তুষ্ট।

এর একটু বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর দেবেন্দ্রর গৃহে গমন করছেন। সঙ্গে ছোট নরেন, মাষ্টার ও আরো দুয়েকজন ভক্ত। ছোট নরেনের হাসি দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর ও বাকি ভক্তেরা হাসছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দিত, তিনি মাষ্টারমশাইকে নির্দেশ করছেন : দ্যাখো দ্যাখো, ন্যাকা ন্যাকা হাসে। যেন কিছু জানে না। কিন্তু মনের ভিতর কিছুই নাই, - তিনটেই মনে নাই - জমীন, জরু, রূপেয়া।
দেবেন্দ্রর গৃহে উপদেশ দিচ্ছেন : মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন সব না গেলে অবতারকে চিনতে পারা কঠিন। বেগুনওয়ালাকে হীরার দাম জিজ্ঞাসা করেছিল, সে বললে, আমি এর বদলে নয় সের বেগুন দিতে পারি, এর একটাও বেশি দিতে পারি না।
সকল উপস্থিতজন হাসিতে পরিপূর্ণ।
চৈত্র মাস, গরম কাল - দেবেন্দ্র তাই কুলপি বরফ তৈরী করেছেন সেবার জন্য। কুলপি দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত আনন্দিত, বালকের মতো; মণি আস্তে আস্তে বলছেন, 'এনকোর! এনকোর!' আর সকলে হাসছেন।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

৮ এপ্রিল

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে, শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে দ্বিপ্রহরে আহারান্তে একটু বিশ্রাম করছেন। মণি মল্লিককে সহাস্যে বলছেন : দেখ রাখাল বলছিল, ওদের দেশে বড় জলকষ্ট। তুমি সেখানে একটা পুষ্করিণী কাটাও না কেন। তাহলে কত লোকের উপকার হয়। তোমার তো অনেক টাকা আছে, অত টাকা নিয়ে কি করবে ? তা শুনেছি, তেলিরা নাকি বড় হিসাবী।

এই কথায় ভক্তরা হাসছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরও হাসছেন। খানিক বাদে, এ-কথা সে-কথার পর, মণি বলছেন - মহাশয়, পুষ্করিণীর কথা বলছিলেন। তা বললেই হয়, তা আবার তেলি-ফেলি বলা কেন ?

সবাই মুখ টিপে হাসছেন।

কথাপ্রসঙ্গে একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জানাচ্ছেন : সকলেরই জ্ঞান হতে পারে। জীবাত্মা আর পরমাত্মা। প্রার্থনা কর - সেই পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হতে পারে। এরপরেই উপমা, রঙ্গভরা !

গ্যাসের নল সব বাড়িতেই খাটানো আছে। গ্যাস কোম্পানির কাছে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি কর; করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে - ঘরেতে আলো জ্বলবে। শিয়ালদহে আপিস আছে।

উপমা শুনে সকল উপস্থিত ভক্ত আবার হাসছেন।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

৯ এপ্রিল

১৮৮৬ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীপুর উদ্যানবাটিতে। নরেন্দ্র সদ্য বুদ্ধগয়া ঘুরে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের আলোচনা হচ্ছে।

খানিকবাদে ঈষৎ হেসে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : আচ্ছা, - এখানে সব আছে, না ? - নাগাদ মুসুর ডাল, ছোলার ডাল, তেঁতুল পর্যন্ত।

নরেন্দ্র জানালেন - আপনি ওসব অবস্থা ভোগ করে, নিচে রয়েছেন!

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতায় শ্রীযুক্ত বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে অধিষ্ঠান করছেন। অনেক ভক্ত উপস্থিত - গিরিশ, মাস্টার, বলরাম, ছোট নরেন, পল্টু, দ্বিজ, পূর্ণ, মহেন্দ্র মুখুজ্জে, ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি।

নিজের সাধনকথা বর্ণনা করে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে গিরিশকে বলছেন : এতদুর তোমাদের দরকার নাই। আমার ভাব কেবল নজিরের জন্য। তোমরা পাঁচটা নিয়ে আছ, আমি একটা নিয়ে আছি। আমার ঈশ্বর বই কিছু ভাল লাগে না। তাঁর ইচ্ছে। একডেলে গাছও আছে আবার পাঁচডেলে গাছও আছে।

তাঁর উপমা শুনে সকলের প্রাণে আশ্বাস-আনন্দের স্পর্শ, মুখে হাসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলে চলেছেন : আমার অবস্থা নজিরের জন্য। তোমরা সংসার করো, অনাসক্ত হয়ে। গায়ে কাদা লাগবে কিন্তু ঝেড়ে ফেলবে, পাঁকাল মাছের মতো। কলঙ্কসাগরে সাঁতার দেবে — তবু গায়ে কলঙ্ক লাগবে না।

গিরিশ সহাস্যে টিপ্পুনি কাটলেন — আপনারও তো বিয়ে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে চটজবাব : সংস্কারের জন্য বিয়ে করতে হয়, কিন্তু সংসার আর কেমন করে হবে! গলায় পৈতে পরিয়ে দেয় আবার খুলে খুলে পড়ে যায় — সামলাতে পারি নাই। একমতে আছে, শুকদেবের বিয়ে হয়েছিল — সংস্কারের জন্য। একটি কন্যাও নাকি হয়েছিল।

সকলে হেসে লুটোপুটি।

খানিকবাদে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর মহেন্দ্রকে সহাস্যে বলছেন : আর এখানকার যাত্রায় প্যালা দিতে হয় না। যদুর মা তাই বলে, 'অন্য সাধু কেবল দাও দাও করে; বাবা, তোমার উটি নাই'। বিষয়ী লোকের টাকা খরচ হলে বিরক্ত হয়।

এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল। একজন লোকের বসে শোনবার ভারী ইচ্ছা। কিন্তু সে উঁকি

মেরে দেখলে যে আসরে প্যালা পড়ছে, তখন সেখান থেকে আস্তে আস্তে পালিয়ে গেল। আর-এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল, সেই জায়গায় গেল। সন্ধান করে জানতে পারলে যে এখানে কেউ প্যালা দেবে না। ভারী ভিড় হয়েছে। সে দুই হাতে কুনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে আসরে গিয়ে উপস্থিত। আসরে ভাল করে বসে গোঁপে চাড়া দিয়ে শুনতে লাগল।

হাস্যরসের হিল্লোল বয়ে গেল।

এরপর অবিরাম কীর্তনপ্রবাহ, মাতৃসঙ্গীতধারা, শ্রীশ্রীঠাকুরের বারংবার সমাধি।

গান সমাপ্ত হল, সন্ধ্যা হয় হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর এখনও ভক্তসঙ্গে বলরাম মন্দিরে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে রামকে জানাচ্ছেন : বাজনা নাই! ভাল বাজনা থাকলে গান খুব জমে। বলরামের আয়োজন কি জান, — বামুনের গোড্ডি (গরুটি) খাবে কম, দুধ দেবে হুড়হুড় করে! বলরামের ভাব, — আপনারা গাও আপনারা বাজাও!

হাসির রসে সকল উপস্থিত ভক্ত প্লাবিত।

১৩ এপ্রিল

১৮৮৬ সালের আজকের দিনে পয়লা বৈশাখ, রামনবমী। শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীপুর উদ্যানবাটির উপরের ঘরে শয্যায় বসে আছেন। সকাল ৮টা-৯টা হবে।

রাম দত্ত মশাই শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে উপস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুর জানতে চাইছেন : কিরকম দেখছ ? রাম জানাচ্ছেন - আপনার সবই আছে। এখনই রোগের সব কথা উঠবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হেসে, সঙ্কেত করে জিজ্ঞেস করছেন : রোগের কথাও উঠবে ?

খানিক পরে, বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর উপদেশ দিচ্ছেন : সংসারী হয়ে, 'সব স্বপ্নবৎ' - এ সব মত ভাল নয়।

একজন ভক্ত জানাচ্ছেন - কালিদাস বলে জনৈক ব্যক্তি বেদান্তচর্চা করেন, কিন্তু মোকদ্দমা করে সর্বস্বান্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর আমোদিত, হাসছেন। হাসতে হাসতেই বলছেন : সব মায়া - আবার মোকদ্দমা!

১৫ এপ্রিল

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা - সুরেন্দ্রর গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুর সভা আলো করে বসে আছেন।

কলকাতার বড় আদালতের উকিল বৈদ্যনাথ উপস্থিত, তিনি সুরেন্দ্রর আত্মীয়। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন : তর্ক করা ভাল নয়; আপনি কি বল ?

বৈদ্যনাথ সহমত - আজ্ঞে হ্যাঁ, তর্ক করা ভাবটি জ্ঞান হলে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দিত : Thank you! তোমার হবে। তাঁর সে ইংরাজি শুনে সকলের মুখে হাসি।

তিনি বলে চলেছেন : ঈশ্বরের কথা যদি কেউ বলে, লোকে বিশ্বাস করে না। যদি কোন মহাপুরুষ বলেন, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি তবুও সাধারণ লোকে সেই মহাপুরুষের কথা লয় না। লোকে মনে করে, ও যদি ঈশ্বর দেখেছে, আমাদের দেখিয়ে দিগ। কিন্তু একদিনে কি নাড়ী দেখতে শেখা যায় ? বৈদ্যের সঙ্গে অনেকদিন ধরে ঘুরতে হয়; তখন কোনটা কফের কোনটা বায়ুর কোনটা পিত্তের নাড়ী বলা যেতে পারে। যাদের নাড়ী দেখা ব্যবসা, তাদের সঙ্গ করতে হয়।

সকল উপস্থিত ভক্ত হাস্যরসে পরিপূর্ণ।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

১৬ এপ্রিল

১৮৮৬ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীপুরে, সন্ধেবেলা। গিরিশের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর জলখাবার আনিয়েছেন - বরানগরের ফাগুর দোকানের গরম কচুরি, লুচি আর নানা মিষ্টি।

গিরিশ খেতে খেতে নানা প্রশ্ন করছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর দিচ্ছেন, মাঝে মাষ্টারমশাইকে বলছেন : কচুরি গরম আর খুব ভালো।

মাষ্টারমশাই জানাচ্ছেন - ফাগুর দোকানের কচুরি ! বিখ্যাত।

শ্রীশ্রীঠাকুর পুনরুক্তি করলেন : বিখ্যাত !

গিরিশ খেতে খেতেই হাসছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সে মন্তব্য দেখে। সহাস্যে বলছেন - বেশ কচুরি।

এইবার শ্রীশ্রীঠাকুর কারণ ব্যাখ্যা করলেন : লুচি থাক, কচুরি খাও। কচুরি কিন্তু রজোগুণের।

১৭ এপ্রিল

১৮৮৬ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীপুরে অধিষ্ঠান করছেন, বেলা প্রায় নয়টা। ঘরে মাষ্টারমশাই ও শশী আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন : নরেন্দ্র আর শশী কি বলছিল - কি বিচার করছিল ? 'ঈশ্বর নাস্তি অস্তি', এইসব কি কথা হচ্ছিল ? খানিক কৌতূহল, খানিক শাসনের সুরও বটে।

মাষ্টারমশাই শশীকে জিজ্ঞেস করছেন - কি কথা হচ্ছিল গা ? শশী সরাসরি উত্তর দিচ্ছেন না, জানতে চাইছেন - নিরঞ্জন বুঝি বলেছে ? তারপর হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করছেন - নরেন্দ্রকে ডাকব ?

শ্রীশ্রীঠাকুরের ডাকে নরেন্দ্র উপস্থিত। এইবার মাষ্টারমশায়ের প্রতি আদেশ হলো : তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কর। কি কথা হচ্ছিল, বল।

মাষ্টারমশাই কিছু বলার আগেই নরেন্দ্র চট-জবাব - পেট গরম হয়েছে। ও আর কি বলবো!

শ্রীশ্রীঠাকুর নাছোড়বান্দা, তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তর : সেরে যাবে। কিন্তু নরেন্দ্ররা কি নিয়ে আলোচনা করছিল, তা জানতে হবে।

মাষ্টারমশাই সহাস্যে নরেন্দ্রকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন - বুদ্ধ অবস্থা কিরকম ? নরেন্দ্র বুদ্ধি করে পাশ কাটিয়ে দিলেন - আমার কি হয়েছে, তাই বলবো !

২১ এপ্রিল

১৮৮৬ সালের আজকের দিনে, নরেন্দ্র ও মাষ্টারমশাই কাশীপুর উদ্যানবাটিতে বেড়াচ্ছেন। সংসারের কষ্টে জর্জরিত নরেন্দ্রনাথ বলছেন - গয়াতে যাব মনে করেছি। একটা জমিদারীর ম্যানেজারের কর্মের কথা একজন বলেছে। ঈশ্বর-টীশ্বর নাই।

মাষ্টারমশাই সে শুনে হাসছেন - সে তুমি এখন বলছ; পরে বলবে না। Scepticism ঈশ্বরলাভের পথের একটা স্টেজ।

নরেন্দ্র আরো জানাচ্ছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তাঁর তর্কের কথা। মাষ্টারমশাই সে শুনে আমোদিত।

- উনি আমায় বলেছিলেন, 'আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।' আমি বললাম, 'হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয়, ততক্ষণ বলব না।' তিনি বললেন - 'অনেকে যা বলবে, তাই তো সত্য - তাই তো ধর্ম!' আমি বললাম, 'নিজে ঠিক না বুঝলে অন্য লোকের কথা শুনব না'।

মাষ্টারমশাই হাসছেন - তোমার ভাব Copernicus, Berkeley - এদের মতো।

বেলা তিনটে চারটে। শ্রীশ্রীঠাকুর উপরের ঘরে শুয়ে আছেন। বৈশাখ মাসের রোদ, দিনের বেলা ঘর যাতে ঠান্ডা থাকে সুরেন্দ্র তাই খসখস এনে দিয়েছিলেন, কিন্তু পর্দা করে তা টাঙানো হয়নি। সুরেন্দ্র তাই মৃদু অভিযোগ জানাচ্ছেন।
একজন ভক্ত হাসতে হাসতে কারণ ব্যাখ্যা করলেন - ভক্তদের এখন ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা। এখন 'সোহহম্' - জগৎ মিথ্যা। আবার 'তুমি প্রভু, আমি দাস' এই ভাব যখন আসবে তখন এই সব সেবা হবে! সকল উপস্থিতজন সে ব্যাখ্যা শুনে হেসে লুটোপুটি।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

২৩ এপ্রিল

১৮৮৬ সালের আজকের দিনে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে হীরানন্দ এসেছেন। তিনি সিন্ধুপ্রদেশে থাকেন, কিন্তু কলকাতায় পড়াশোনা করেছেন, আগে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে থাকতেন।

নানা কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে অনুরোধ করছেন : সেখানে নাই বা গেলে ?

হীরানন্দ সহাস্যে জানাচ্ছেন - বাঃ! আর যে সেখানে কেউ নাই! আর সব যে চাকরি করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাও চেষ্টা করছেন : কি মাহিনা পাও ?
হীরানন্দ আবার হাস্যমুখর - এসব কাজে মাহিনা কম।
শ্রীশ্রীঠাকুর নাছোড়বান্দা : কত ?
হীরানন্দ হাসিমুখে নিশ্চুপ রইলেন, উত্তর দিলেন না।

এবারে শ্রীশ্রীঠাকুর সোজাসুজি অনুরোধ জানালেন : কি হবে কর্মে ? এখানে থাক না ?
হীরানন্দ চুপ, একটু বাদে বিদায় নিলেন।

এর খানিকক্ষণ বাদে নিচে হলঘরের পূর্বদিকে নরেন্দ্র, শরৎ ও মাস্টারমশাই বসে আলোচনা করছেন। নরেন্দ্র বলছেন - কি আশ্চর্য ! এত বৎসর পড়ে তবু বিদ্যা হয় না; কি করে লোকে বলে যে, দু-তিনদিন সাধন করেছি ভগবানলাভ হবে। ভগবানলাভ কি এত সোজা !

তারপর শরৎকে বলছেন - তোর শান্তি হয়েছে; মাষ্টার মহাশয়ের শান্তি হয়েছে, আমার কিন্তু হয় নাই।

মাষ্টারমশাই এক মজার কথা তুললেন - তাহলে তুমি বরং জাব দাও, আমরা রাজবাড়ি যাই; না হয় আমরা রাজবাড়ি যাই আর তুমি জাব দাও। সকলে হেসে লুটোপুটি।

নরেন্দ্র হাসতে হাসতে জানালেন - ওই গল্প শ্রীশ্রীঠাকুর শুনেছিলেন - শুনতে শুনতে হেসেছিলেন।

গল্পটি কি ?

প্রহ্লাদচরিত্রে পাওয়া যায় - প্রহ্লাদের বাবা হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদের শিক্ষার জন্য, ষন্ড ও অমর্ক নামক দুই গুরুমশাইকে নিয়োগ করেছিলেন। এদিকে প্রহ্লাদ খালি হরিনাম শিখছেন। রাজা হিরণ্যকশিপু তাই ষন্ড ও অমর্ককে ডেকে পাঠিয়েছেন, জানতে চাইবেন, কিভাবে প্রহ্লাদ খালি হরিনাম শিখছেন ? তাদের রাজার কাছে যেতে বড় ভয়। তাই ষন্ড অমর্ককে বলছে - তাহলে তুমি বরং জাব দাও, আমি রাজবাড়ি যাই; না হয় আমি রাজবাড়ি যাই আর তুমি জাব দাও।

২৪ এপ্রিল

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতায় বলরামবাটিতে অধিষ্ঠান করছেন। আন্দাজ বেলা একটার সময় স্কুলের একটু ফাঁক হওয়ায় মাষ্টারমশাই দর্শন করতে এসেছেন।
খানিক সেবা ও কথার পরে তিনি এবার স্কুলে ফিরে যাবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন : এক্ষণই যাবে ? একজন ভক্ত জানালেন - স্কুলের এখনও ছুটি হয় নাই। উনি মাঝে একবার এসেছিলেন।
উপমাসম্রাট শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বলছেন : যেমন গিন্নি - সাত-আটটি ছেলে বিয়েন - সংসারে রাতদিন কাজ - আবার ওর মধ্যে এক একবার এসে স্বামীর সেবা করে যায়।
সকলে হাস্যমুখরিত।
চারটের পর স্কুল ছুটি হলে, মাস্টারমশাই পুনরায় বলরামবাবুর বাড়ি এলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর সহাদ্যবদনে বসে আছেন। বলরাম শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য মোহনভোগ পাঠিয়েছেন, তা দেখে রঙ্গ করে নরেন্দ্রকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : ওরে মাল এসেছে ! মাল ! মাল ! খা ! খা ! সকলে সে শুনে হেসে লুটোপুটি।

খানিকবাদে শ্রীশ্রীঠাকুর বোসপাড়ায় গিরিশের বাড়ি যাচ্ছেন। গলিতে প্রবেশ করার সময় মাষ্টারমশাইকে হাসতে হাসতে বলছেন, হ্যাঁগা, কি বলে ? 'পরমহংসের ফৌজ আসছে' ? শালারা বলে কি। ফৌজের সেনানীরা সকলে হাসছেন আবার।

গিরিশের ঘরে বহু ভক্ত উপস্থিত। মহিমাচরণকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : গিরিশ ঘোষকে বললুম, তোমার নাম করে, 'একজন লোক আছে - গভীর, তোমার এক হাঁটু জল'। তা এখন যা বলেছি মিলিয়ে দাও দেখি। তোমরা দুজনে বিচার করো, কিন্তু রফা করো না। রফার কথা শুনে আবার সকলের হাসি।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

২ মে

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে উপস্থিত, সেখানে উৎসব। একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করছেন - তিনিই যদি সব করাচ্ছেন, তাহলে আমি পাপের জন্য দায়ী নই ?

প্রশ্ন শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসছেন : দুর্যোধন ওই কথা বলেছিল, ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। যার ঠিক বিশ্বাস - 'ঈশ্বরই কর্তা আর আমি অকর্তা' - তার পাপ কার্য হয় না। যে নাচতে ঠিক শিখেছে তার বেতালে পা পড়ে না।

এরপর যথাবিহিত উপাসনাদি হলো, তারপর ভক্তসেবার আয়োজন। কিন্তু গৃহস্বামীরা সংসারীভক্তদের নিয়ে এতোই ব্যস্ত, কেউ আর শ্রীশ্রীঠাকুরের খোঁজ নিচ্ছেন না।
রাখালকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : কিরে কেউ ডাকে না যে রে !
রাখাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, তিনি রেগে গিয়ে বলছেন - মহাশয়, চলে আসুন - দক্ষিণেশ্বরে যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু এরূপ অপমানজনক পরিস্থিতিতেও তাঁর হাসি হারাননি, সহাস্যে বলছেন : আরে রোস - গাড়িভাড়া তিন টাকা দুআনা কে দেবে ! - রোখ করলেই হয় না। পয়সা নাই আবার ফাঁকা রোখ ! আর এত রাত্রে খাই কোথা !

যাই হোক, খানিক বাদে ভিড়ের মধ্যেই একটি অপরিষ্কার স্থানে বসে, শ্রীশ্রীঠাকুর নুন টাকনা দিয়ে লুচি ও একটু মিষ্টান্ন গ্রহণ করলেন।

এরপরে গাড়িভাড়া।
পরে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব আনন্দ করে ভক্তদের কাছে গল্প করেছিলেন : গাড়িভাড়া চাইতে গেল। তা প্রথমে হাঁকিয়ে দিলে ! - তারপর অনেক কষ্ট তিন টাকা পাওয়া গেল, দুআনা আর দিলে না! বলে, ওইতেই হবে।

৭ মে

১৮৮৭ সালের আজকের দিনে নরেন্দ্র এবং বাকি ত্যাগী শিষ্যরা বরানগর মঠে অবস্থান করছেন। তীব্র বৈরাগ্য সকলের, নরেন্দ্র সকলকে একজায়গায় করে রেখেছেন - তার মধ্যেই রঙ্গরসিকতার বিরাম নেই।

একজন শুয়ে শুয়ে রহস্যভাবে বলছেন - যেন তিনি ঈশ্বরের অদর্শনে বড়ো কাতর হয়েছেন - ওরে আমায় একখানা ছুরি এনে দে রে ! আর কাজ নাই। আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

নরেন্দ্র গম্ভীরভাবে উত্তর দিচ্ছেন - ঐখানেই আছে হাত বাড়িয়ে নে।

তাঁর সে আপাত-অভিনয় দেখে সকল উপস্থিতজন হেসে লুটোপুটি।

৯ মে

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর বলরামভবনে অবস্থান করছেন, অনেক ভক্ত উপস্থিত। খাওয়াদাওয়ার পর একজন হিন্দুস্থানী ভিখারী গান গাইতে এসেছেন - তাঁর গান নরেন্দ্রর ভালো লেগেছে, তিনি গায়ককে বলছেন, 'আবার গাও।'

শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু অত্যন্ত বাস্তবসচেতন, সঙ্গে সঙ্গে বলছেন : থাক থাক, আর কাজ নাই, পয়সা কোথায় ?

কিঞ্চিৎ হাস্যরসের প্রবাহ বয়ে গেল। একজন ভক্ত হাসতে হাসতে বলছেন - মহাশয়, আপনাকে আমীর ঠাওরেছে; আপনি তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন -

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহাস্য প্রত্যুত্তর : ব্যারাম হয়েছে, ভাবতে পারে।

হাজরার কথা হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর জানাচ্ছেন : আমি একদিন হাজরাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বল কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে। সে বললে, ' নরেন্দ্রের ষোল আনা; আর আমার একটাকা দুইআনা।' জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কত হয়েছে ? তা বললে, তোমার এখনও লালচে মারছে, - তোমার বার আনা। হাজরার অন্তর্দৃষ্টি দেখে সকলে হেসে লুটোপুটি।

শ্রীশ্রীঠাকুর এবারে দুটি গল্প বলছেন - সংসারে কেউই যে সত্য ভালোবাসে না, এই মর্মে।

গুরুদেব শিষ্যকে একটি ওষুধ খাইয়ে দিয়েছেন, সে মড়ার মত হয়ে গেছে, কিন্তু জ্ঞান যায়নি - সব দেখতে শুনতে পাচ্ছে। শিষ্যটি মরে গেছে ভেবে তার স্ত্রী, মা খুব কাঁদছে। এইসময় এক ব্রাহ্মণ এসে বললে, এ এখনও মরে নাই; আমি একটি ওষুধ দিচ্ছি, খেলেই সব সেরে যাবে। তবে ওষুধটি আগে একজনের খেতে হবে, সে মারা যাবে, তারপরে ওর খেতে হবে। এই শুনেই সকলের কান্না চুপ !

মা বললে, তাই তো এই বড়ো সংসার, আমি গেলে কে এইসব দেখবে শুনবে। স্ত্রী বললে, তাই তো, ওঁর যা হবার হয়ে গেছে। আমার দুটি তিনটি নাবালক ছেলেমেয়ে - আমি গেলে এদের কে দেখবে। সব দেখেশুনে শিষ্য তখন উঠে দাঁড়ালে, আর গুরুর সাথে চলে গেল।

দ্বিতীয় গল্প প্রায় একই রকম - আপাতমৃত শিষ্য, প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে ভেবে তার স্ত্রী খুব কাঁদছে। এদিকে ঘরের দরজা ছোট বলে, খাটসমেত তার দেহ বার করা যাচ্ছে না - প্রতিবেশী তাই একটা কাটারি দিয়ে দ্বারের চৌকাঠ কাটছে। তখন স্ত্রী বলছে, ওগো আমার আর দেখবার লোক কেউ নাই, কটি নাবালক ছেলেকে মানুষ করতে হবে ! এ দোয়ার গেলে আর তো হবে না। ওঁর যা হবার তা তো হয়ে গেছে - হাত-পা ওঁর কেটে দাও ! শিষ্য তখন দাঁড়িয়ে উঠে, গুরুর সাথে বাড়ি ছাড়লে।
গল্প শুনে ভক্তেরা সকলে হাসছেন।

খানিকবাদে নরেন্দ্র ও গিরিশের তর্ক হচ্ছে, নরেন্দ্র অবতার, অমরত্বের প্রমাণ চাইছেন। পল্টু সহাস্যে গিরিশকে সমর্থন করছেন - অনাদি কি দরকার ? অমর হতে গেলে অনন্ত হওয়া দরকার।
শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে ফোড়ণ দিলেন : নরেন্দ্র উকিলের ছেলে, পল্টু ডেপুটির ছেলে।
সকলে হেসে লুটোপুটি। যোগীন সহাস্যে রহস্য ফাঁস করলেন - নরেন্দ্রর কথা ইনি (শ্রীশ্রীঠাকুর) আর লন না।
শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে সেই ঘটনা বলছেন : আমি একদিন বলছিলাম, চাতক আকাশের জল ছাড়া আর কিছু খায় না। নরেন্দ্র বললে, চাতক এ-জলও খায়। তখন মাকে বললুম, মা এ-সব কথা কি মিথ্যা হয়ে গেল ! ভারী ভাবনা হল। একদিন আবার নরেন্দ্র এসেছে। ঘরের ভিতর কতকগুলি পাখি উড়ছিল দেখে বলে উঠল, 'ওই ! ওই !' আমি বললাম, কি ? ও বললে, 'ওই চাতক ! ওই চাতক !' দেখি কতকগুলো চামচিকে। সেই থেকে ওর কথা আর লই না। সকলে হাস্যরসে আপ্লুত।

২৩ মে

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাটীতে আগমন করেছেন। বিকেল পাঁচটা। তাঁর নিচের বৈঠকখানার ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্ত পরিবৃত হয়ে বসে আছেন, সহাস্যবদন।

হাসতে হাসতে মহিমাচরণকে বলছেন : আপনার কি ভাল লাগে?

মহিমার সহাস্য প্রত্যুত্তর - কিছুই না, আম ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসছেন : কি একলা একলা? না, আপনিও খাবে সব্বাইকেও একটু একটু দেবে?

মহিমা নিপাট, সহাস্যেই জানালেন - এতো দেবার ইচ্ছা নাই, একলা হলেও হয়।

খানিকবাদে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর জানাচ্ছেন : সৎগুরুর কাছে উপদেশ লতে হয়। সৎগুরুর লক্ষণ আছে। যে কাশী গিয়েছে আর দেখেছে, তার কাছেই কাশীর কথা শুনতে হয়। শুধু পণ্ডিত হলে হয় না। যার সংসার অনিত্য বলে বোধ নাই, সে পণ্ডিতের কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়। পণ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য থাকলে তবে উপদেশ দিতে পারে।

তারপরেই উপমামৃত : সামাধ্যয়ী বলেছিল, ঈশ্বর নীরস। যিনি রসস্বরূপ, তাঁকে নীরস বলেছিল! যেমন একজন বলেছিল, আমার মামার বাটীতে একগোয়াল ঘোড়া আছে !

সকল উপস্থিতজন হেসে লুটোপুটি।

২৪ মে

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বসে আছেন; বেলা ১১টা বাজছে। রাখাল, মাস্টার প্রভৃতি ভক্তেরা সেই ঘরে উপস্থিত আছেন। গত রাত্রে ৺ফলহারিণী কালীপূজা ছিল; সেই উৎসব উপলক্ষে নাটমন্দিরে শেষ রাত্রি হতে যাত্রা হয়েছে - বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে মন্দিরে মাকে দর্শন করতে গিয়ে একটু যাত্রাও শুনেছেন।

যাত্রাওয়ালা স্নানান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন : তোমার কি বিবাহ হয়েছে? ছেলেপুলে?

যাত্রাওয়ালা জানাচ্ছেন তাঁর একটি কন্যা গত; আরও একটি সন্তান হয়েছে।

শ্রীশ্রী ঠাকুর একটু বিস্মিত, উপমামুখর : বল কি ! এর মধ্যে হল, গেল! তোমার এই কম বয়স। বলে "সাঁজ সকালে ভাতার ম'লো কাঁদব কত রাত"।

সে উপমা শুনে উপস্থিত জনে সকলে হাসছেন।

- - -

শ্রীশ্রীঠাকুর শিবের সিঁড়িতে বসে আছেন। বেলা অপরাহ্ন ৫টা ; কাছে অধর, ডাক্তার নিতাই, মাস্টার প্রভৃতি দু-একটি ভক্ত উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্মৃতিচারণ করছেন : কেশব একদিন এসেছিল; রাত দশটা পর্যন্ত ছিল। প্রতাপ আর কেউ কেউ বললে, আজ থেকে যাব; সব বটতলায় (পঞ্চবটীতে) বসে; কেশব বললে, না কাজ আছে, যেতে হবে।

তখন আমি হেসে বললাম, আঁষচুপড়ির গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না? একজন মেছুনী মালীর বাড়িতে অতিথি হয়েছিল; মাছ বিক্রি করে আসছে; চুপড়ি হাতে আছে। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়া হল। অনেক রাত পর্যন্ত ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না; বাড়ির গিন্নী সেই অবস্থা দেখে বললে, কিগো, তুই ছটফট করছিস কেন? সে বললে, কে জানে বাবু, বুঝি এই ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না; আমার আঁষচুপড়িটা আনিয়ে দিতে পার? তা হলে বোধহয় ঘুম হতে পারে। শেষে আঁষচুপড়ি আনাতে জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাতে লাগল।

গল্প শুনে কেশবের দলের লোকেরা হো-হো করে হাসতে লাগল।

উপস্থিত ভক্তেরাও আমোদিত।

খানিকবাদে, বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে তাঁর কথোপকথন হচ্ছে। বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি জিজ্ঞেস করছেন - ধ্যানের সময় ঘন্টাশব্দ এখনও কি শোনা?

বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন - রোজ ওই শব্দ শোনা! আবার রূপদর্শন! একবার মন ধরলে কি আর বিরাম হয়?

তাঁর এই অগ্রগতির কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্ন, সহাস্যবদন : হাঁ, কাঠে একবার আগুন ধরলে আর নেবে না।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বাস প্রবল, গভীর। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুরোধে বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন - একজনকে গুরু গাড়োল মন্ত্র দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন, গাড়োলই তোর ইষ্ট। গাড়োল মন্ত্র জপ করে সে সিদ্ধ হল। আবার ঘেসুড়ে রামনাম করে গঙ্গা পার হয়ে গিছল! ভক্তরা আমোদিত।

২৫ মে

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলায় পুরাতন বটবৃক্ষের চাতালের উপর বসে আছেন - বেলা প্রায় ১টা। বিজয়, কেদার, সুরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত উপস্থিত।

একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটলো।
মাস্টারমশাই ঠাকুরের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে না পেয়ে পঞ্চবটীতে এসেছেন, এসে দেখছেন যে, ভক্তেরা সহাস্যবদন - আনন্দে অবস্থান করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও যে বৃক্ষমূলে চাতালের উপর বসে আছেন, তিনি দেখেন নি অথচ ঠাকুরের ঠিক সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।
তিনি ব্যস্ত হয়ে সবাইকে জিজ্ঞাসা করছেন - তিনি কোথায়?
প্রশ্ন শুনেই সকলে হাসতে শুরু করেছেন। হঠাৎ সম্মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করে, মাস্টার অপ্রস্তুত হয়ে তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন।
শ্রীশ্রীঠাকুরের বামদিকে কেদার চট্টোপাধ্যায় এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী চাতালের উপর বসে আছেন। হাসতে হাসতে শ্রীশ্রীঠাকুর মাস্টারমশাইকে বলছেন : দেখ, কেমন দুজনকে (কেদার ও বিজয়কে) মিলিয়ে দিয়েছি!
খানিকবাদে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ - এই তিন গুণেতেই মানুষকে বশ করেছে। তিন ভাই; সত্ত্ব থাকলে রজঃকে ডাকতে পারে, রজঃ থাকলে তমঃকে ডাকতে পারে। তিন গুণই চোর। তমোগুণে বিনাশ করে, রজোগুণে বদ্ধ করে, সত্ত্ব গুণে বন্ধন খোলে বটে; কিন্তু ঈশ্বরের কাছ পর্যন্ত যেতে পারে না।
বিজয়কৃষ্ণের সহাস্য মন্তব্য - সত্ত্বও চোর কি না।
শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদনে সমর্থন করলেন : ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু পথ দেখিয়ে দেয়।
ঝাউতলায় যাবার সময় সিঁথির গোপালকে শ্রীশ্রীঠাকুর ছাতির কথা বলে গেলেন।
পঞ্চবটীতলায় কীর্তনের আয়োজন - শ্রীশ্রীঠাকুর এসে বসেছেন। সহচরী গান গাইছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে আছেন।
শ্রীশ্রীঠাকুর খানিক পরে গোপালকে শুধোচ্ছেন : হ্যাঁগা ছাতিটা এনেছ?

গোপাল স্বীকার করলেন - আজ্ঞা, না। গান শুনতে শুনতে ভুলে গেছি!

গোপাল তাড়াতাড়ি আনতে গেলেন।
সকলকে হাসিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : আমি যে এতো এলোমেলো, তবু অত দূর নয়! রাখাল এক জায়গায় নিমন্ত্রণের কথায় ১৩ই-কে বলে ১১ই! আর গোপাল - গোরুর পাল!
সেই যে স্যাকরাদের গল্পে আছে - একজন বলছে, 'কেশব', একজন বলছে, 'গোপাল', একজন বলছে, 'হরি', একজন বলছে, 'হর'। সে 'গোপালের' মানে গোরুর পাল!
ভক্তরা হাস্যরসে সিক্ত।

২৭ মে

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন, ভক্তদের সঙ্গে কথা কইছেন - বেলা ৯টা হবে - সমন্বয়ের কথা বলছেন:
বিদ্বেষভাব ভাল নয়, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক এরা ঝগড়া করে, সেটা ভাল নয়। পদ্মলোচন বর্ধমানের সভাপণ্ডিত ছিল; সভায় বিচার হচ্ছিল, - শিব বড় না ব্রহ্মা বড়। পদ্মলোচন বেশ বলেছিল - আমি জানি না, আমার সঙ্গে শিবেরও আলাপ নেই, ব্রহ্মারও আলাপ নেই। ভক্তেরা আনন্দে হাসছেন।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

৪ জুন

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে অমাবস্যা ও ফলহারিণী-পূজা। বেলা নয়টা।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদন - দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে, গঙ্গার উপর গোল বারান্দাটিতে বসে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকৃতিভাবের কথা বলতে বলতে রঙ্গ করছেন : আমি একজন কীর্তনীয়াকে মেয়ে-কীর্তনীর ঢঙ সব দেখিয়েছিলুম। সে বললে 'আপনার এ-সব ঠিক ঠিক। আপনি এ-সব জানলেন কেমন করে'। এই বলে ভক্তদের মেয়ে-কীর্তনীয়ার ঢঙ দেখাচ্ছেন। তা দেখে কেউই হাসি সংবরণ করতে পারছেন না।

খানিক বাদে, পুরোনো দিনের কথা আলোচনা হচ্ছে। স্বপ্নে দেখা কথা মেলে কি না - সেই আলোচনা। মাস্টারমশাই ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্র পড়েছেন। তাঁর বিশ্বাস সকালবেলার স্বপ্ন মিলে যায় - এইটি একটি কুসংস্কার। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করছেন "আচ্ছা, কোন কোন ঘটনা মেলে নাই, এমন কি হয়েছে?"

শ্রীশ্রীঠাকুর জানাচ্ছেন : না, সে-সময় সব মিলত। সে-সময় তাঁর নাম করে যা বিশ্বাস করতুম, তাই মিলে যেত! তবে কি জানো, সরল উদার না হলে এ বিশ্বাস হয় না।
তারপরেই সরল উদার না হওয়ার লক্ষণ নির্দেশ করছেন।
হাড়পেকে, কোটরচোখ, ট্যারা - এরকম অনেক লক্ষণ আছে, তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। দক্ষিণে কলাগাছ উত্তরে পুঁই, একলা কালো বিড়াল কি করব মুই।
তাঁর সে উপমা শুনে সকলে হাসিতে আপ্লুত।

৫ জুন

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর কালীবাড়িতে আছেন; মধ্যাহ্নে খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের প্রেমোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা করছেন।

একদিন শুনলুম বাগবাজারের পোলের কাছে দীন মুখুজ্জে বলে একটি ভাল লোক আছে - ভক্ত। সেজোবাবুকে ধরলুম দীন মুখুজ্জের বাড়ি যাব। সেজোবাবু কি করে, গাড়ি করে নিয়ে গেল। বাড়িটি ছোট, আবার মস্ত গাড়ি করে এক বড় মানুষ এসেছে। তারাও অপ্রস্তুত, আমরাও অপ্রস্তুত। তার আবার ছেলের পৈতে। কোথায় বসায়? আমরা পাশের ঘরে যাচ্ছিলুম, তা বলে উঠল ও ঘরে মেয়েরা, যাবেন না। মহা অপ্রস্তুত। সেজোবাবু ফেরবার সময় বললে, 'বাবা! তোমার কথা আর শুনব না।' আমি হাসতে লাগলুম।

কি অবস্থাই গেছে। কুমার সিং সাধু-ভোজন করাবে, আমায় নিমন্ত্রণ কল্লে। গিয়ে দেখলুম, অনেক সাধু এসেছে। আমি বসলে পরে সাধুরা কেউ কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা কল্লে; যাই জিজ্ঞাসা করা, আমি আলাদা বসতে গেলুম। ভাবলুম, অত খবরে কাজ কি। তারপর যেই সকলকে পাতা পেতে খেতে বসালে, কেউ কিছু না বলতে বলতে আমি আগে খেতে লাগলুম। সাধুরা কেউ কেউ বলতে লাগল শুনতে পেলুম, 'আরে এ কেয়া রে'।
শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘটনা শুনে ভক্তেরা আমোদিত। হাজরার মত ভিন্ন। তিনি বলছেন - ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে পারলেই হল। অবতার থাকুন আর না থাকুন।
শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বলছেন - হাঁ, হাঁ। বিষ্ণুপুরে রেজিস্টারির বড় অফিস, সেখানে রেজেস্টারি করতে পাল্লে, আর গোঘাটে গোল থাকে না।
সন্ধ্যাকাল। ঠাকুরবাড়িতে আরতি সমাপ্ত হলে কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের ঘর হতে দক্ষিণের বারান্দায় এসে বসলেন। চতুর্দিকে নিবিড় আঁধার, কেবল ঠাকুরবাড়িতে স্থানে স্থানে দীপ জ্বলছে। ভাগীরথী নদীর বক্ষে আকাশের কালো ছায়া পড়েছে।

৫ জুন

মণি বলছেন - আপনি কত সাধন করেছেন, আর লোকের কি একক্ষণে হয়ে যাবে? বাড়ির চারিদিকে আঙুল ঘুরিয়ে দিলেই কি দেয়াল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপাময়। তাই সহাস্যবদনে উপমার মাধ্যমে আশ্বাস দিলেন : অমৃত বলে, একজন আগুন করলে দশজন পোয়ায়! আর-একটি কথা, নিত্যে পৌঁছে লীলায় থাকা ভাল।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

১৩ জুন

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বিশ্রাম করছেন। বেলা তিনটা।

বালক ভক্তদের সংসারে কি কি সমস্যায় পড়তে হয় সেই নিয়ে কথা হচ্ছে। পূর্ণ ও ছোট নরেনের কথা শ্রীশ্রীঠাকুর মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন।
শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন - পূর্ণকে আর-একবার দেখলে আমার ব্যাকুলতা একটু কম পড়বে! - কি চতুর! - আমার উপর খুব টান; সে বলে, আমারও বুক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্য। তোমার স্কুল থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিয়েছে, তাতে তোমার কি কিছু ক্ষতি হবে?

মাস্টারমশাই উত্তর দিলেন - যদি বিদ্যাসাগর বলেন, তোমার জন্য ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলে, - তাহলে আমার জবাব দিবার পথ আছে। সাধুসঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা হয়, সে আর মন্দ কাজ নয়; আর আপনারা যে বই পড়াতে দিয়েছেন, তাতেই আছে - ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসবে। শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর শুনে প্রসন্ন, হাসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর ছোট নরেনের কথা বলছে : কাপ্তেনের বাড়িতে ছোট নরেনকে ডাকলুম। বললাম, তোর বাড়িটা কোথায়? চল যাই। - সে বললে, 'আসুন'। কিন্তু ভয়ে ভয়ে চলতে লাগল সঙ্গে, - পাছে বাপ জানতে পারে!
সকলে হাসছেন।

খানিক বাদে বঙ্কিমের সাহিত্যের উপর আলোচনা হচ্ছে। জনৈক ভক্ত জানালেন — নবজীবনে বঙ্কিম লিখেছেন — ধর্মের প্রয়োজন এই যে, শারীরিক, মনাসিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সব বৃত্তির স্ফূর্তি হয়।
কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় যোগ করলেন— ‘কামাদি দরকার’, তবে বঙ্কিম লীলা মানেন না। ঈশ্বর মানুষ হয়ে বৃন্দাবনে এসেছিলেন, রাধাকৃষ্ণলীলা, তা বঙ্কিম মানেন না?
শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্য মন্তব্য করলেন : ও-সব কথা যে খবরের কাগজে নাই, কেমন করে মানা যায়! তারপরেই রঙ্গকাহিনী : একজন তার বন্ধুকে এসে বললে, ‘ওহে! কাল ও

পাড়া দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম, সে-বাড়িটা হুড়মুড় করে পড়ে গেল।’ বন্ধু বললে, দাঁড়াও হে, একবার খবরের কাগজখানা দেখি। এখন বাড়ি হুড়মুড় করে পড়ার কথা খবরের কাগজে কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বললে, ‘কই খবরের কাগজে তো কিছুই নাই। — ও-সব কাজের কথা নয়।’ সে লোকটা বললে, ‘আমি যে দেখে এলাম।’ ও বললে, ‘তাহোক্ যেকালে খবরের কাগজে নাই, সেকালে ও-কথা বিশ্বাস করলুম না।’ ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করেন, এ-কথা কেমন করে বিশ্বাস করবে? এ-কথা যে ওদের ইংরাজী লেখাপড়ার ভিতর নাই! পূর্ণ অবতার বোঝানো বড় শক্ত, কি বল? চৌদ্দ পোয়ার ভিতর অনন্ত আসা!

সকলে হেসে লুটোপুটি।

খানিক বাদে, শরণাগতি প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর আরেকটি গল্প বলছেন।

নাবালকেরই অছি। ছেলেমানুষ নিজে বিষয় রক্ষা করতে পারে না, রাজা ভার লন। অহংকার ত্যাগ না করলে ঈশ্বর ভার লন না।

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী পদসেবা করছিলেন; বললেন, 'ঠাকুর কোথা যাও?' নারায়ণ বললেন, 'আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে তাই তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি!' এই বলে নারায়ণ বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ফিরলেন। লক্ষ্মী বললেন, 'ঠাকুর এত শীঘ্র ফিরলে যে?' নারায়ণ হেসে বললেন, 'ভক্তটি প্রেমে বিহ্বল হয়ে পথে চলে যাচ্ছিল, ধোপারা কাপড় শুকাতে দিছল, ভক্তটি মাড়িয়ে যাচ্ছিল। দেখে ধোপারা লাঠি লয়ে তাকে মারতে যাচ্ছিল। তাই আমি তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম'। লক্ষ্মী আবার বললেন, 'ফিরে এলেন কেন?' নারায়ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'সে ভক্তটি নিজে ধোপাদের মারবার জন্য ইট তুলেছে দেখলাম। তাই আর আমি গেলাম না'।

সকল উপস্থিতিজন হাস্যরসে পরিপূর্ণ।

১৫ জুন

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে দশহরা উৎসব, অনেক ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। রাখালের পিতা ও পিতার শ্বশুর এসেছেন। শ্বশুর সাধক লোক, শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছেন। জিজ্ঞেস করছেন - মহাশয়, গৃহস্থাশ্রমে কি ভগবান লাভ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদন, হাসতে হাসতেই বলছেন : কেন হবে না? পাঁকাল মাছের মতো থাক। সে পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক নাই। আর ঘুষকীর মতো থাক। সে ঘরে-কন্নার সব কাজ করে কিন্তু মন উপপতির উপর পড়ে থাকে। ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের কাজ সব কর। কিন্তু বড় কঠিন। আমি ব্রহ্মজ্ঞানীদের বলেছিলুম, যে-ঘরে আচার তেঁতুল আর জলের জালা সেই ঘরেই বিকারের রোগী! কেমন করে রোগ সারবে? আচার তেঁতুল মনে করলে মুখে জল সরে। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক আচার তেঁতুলের মতো। আর বিষয় তৃষ্ণা সর্বদাই লেগে আছে; ওইটি জলের জালা। এ তৃষ্ণার শেষ নাই। বিকারের রোগী বলে, এক জালা জল খাব! বড় কঠিন। সংসারে নানা গোল। এদিকে যাবি, কোঁস্তা ফেলে মারব; ওদিকে যাবি, ঝাঁটা ফেলে মারব; এদিকে যাবি জুতো ফেলে মারব। আর নির্জন না হলে ভগবানচিন্তা হয় না। সোনা গলিয়ে গয়না গড়ব তা যদি গলাবার সময় পাঁচবার ডাকে, তাহলে সোনা গলানো কেমন করে হয়? চাল কাঁড়ছ একলা বসে কাঁড়তে হয়। এক-একবার চাল হাত করে তুলে দেখতে হয়, কেমন সাফ হল। কাঁড়তে কাঁড়তে যদি পাঁচবার ডাকবে, ভাল কাঁড়া কেমন করে হয়?

ঠিক এক বছর পরের কথা। ১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর সুরেন্দ্রের বাগানে এসেছেন। সকাল নয়টা হতে উৎসব হচ্ছে, ভক্তসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দ করছেন। বেলা অনেক হয়েছে, এখনও খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয় নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বালক স্বভাব। বললেন, কইগো, এখনও যে দেয় না। নরেন্দ্র কোথায়? জনৈক ভক্ত সহাস্যে উত্তর দিলেন - মহাশয়! রামবাবু অধ্যক্ষ। তিনি সব দেখছেন।

১৫ জুন

সকলের মুখে হাসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে রঙ্গ করছেন : রাম অধ্যক্ষ! তবেই হয়েছে!

আরেকজন টিপ্পুনি কাটলেন - আজ্ঞা, রামবাবু যেখানে অধ্যক্ষ, সেখানে এইরকমই হয়ে থাকে।

হাসির ঝড় বয়ে গেলো।

এমন সময় মহিমাচরণ এসে উপস্থিত।

সকলকে হাসিয়ে, নিজেও হাসতে হাসতে মহিমার প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের সরস উক্তি - একি! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত। এমন জায়গায় ডিঙি-টিঙি আসতে পারে; এ যে একেবারে জাহাজ! তবে একটা কথা আছে - এটা আষাঢ় মাস।

তারপর রঙ্গ করে শুধোচ্ছেন : আচ্ছা, লোককে খাওয়ানো একরকম তাঁরই সেবা করা, কি বল? সব জীবের ভিতরে তিনি অগ্নিরূপে রয়েছেন। খাওয়ানো কিনা, তাঁকে আহুতি দেওয়া। আচ্ছা, আমি শুনেছি, তুমি আগে লোকদের খুব খাওয়াতে, এখন বুঝি খরচা বেড়ে গেছে?

সকলে হেসে লুটোপুটি।

খানিকবাদে কথা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপ মজুমদারকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : দেখো, তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের লেকচার শুনলে লোকটার ভাব বেশ বোঝা যায়। এক হরিসভায় আমায় নিয়ে গিছিল। আচার্য হয়েছিলেন একজন পণ্ডিত, তাঁর নাম সামাধ্যায়ী। বলে কি, ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেমভক্তি দিয়ে তাঁকে সরস করে নিতে হবে। এই কথা শুনে অবাক্! তখন একটা গল্প মনে পড়ল। একটি ছেলে বলেছিল, আমার মামার বাড়িতে অনেক ঘোড়া আছে, একগোয়াল ঘোড়া! এখন গোয়াল যদি হয় তাহলে কখনও ঘোড়া থাকতে পারে না, গরু থাকাই সম্ভব। এরূপ অসম্বদ্ধ কথা শুনলে লোকে কি ভাবে? এই ভাবে যে, ঘোড়া-টোড়া কিছুই নাই।

কাহিনী শুনে সকলে হাসছেন।

একজন মন্তব্য করলেন - ঘোড়া তো নাই-ই, গরুও নাই। সকলের হাসির তোড় বর্ধিত।

১৫ জুন

প্রতাপ জানালেন তাঁর সকল কাজকর্ম কেবল কেশব সেনের ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য, তাঁর নাম বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর অন্তর্যামী, তাই হেসে বলছেন : তুমি বলছো বটে, তাঁর নাম রাখবার জন্য সব করছো; কিন্তু কিছুদিন পরে এ-ভাবও থাকবে না। একটা গল্প শোন -

একজন লোকের পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল। কুঁড়েঘর। অনেক মেহনত করে ঘরখানি করেছিল। কিছুদিন পরে একদিন ভারী ঝড় এল। কুঁড়েঘর টলটল করতে লাগল। তখন ঘর রক্ষার জন্য সে ভারী চিন্তিত হল। বললে, হে পবনদেব, দেখো ঘরটি ভেঙো না বাবা! পবনদেব কিন্তু শুনছেন না। ঘর মড়মড় করতে লাগল; তখন লোকটা একটা ফিকির ঠাওরালে; তার মনে পড়ল যে, হনুমান পবনের ছেলে। যাই মনে পড়া অমনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল - বাবা! ঘর ভেঙো না, হনুমানের ঘর, দোহাই তোমার। ঘর তবুও মড়মড় করে। কেবা তার কথা শুনে। অনেকবার 'হনুমানের ঘর' 'হনুমানের ঘর' করার পরে দেখলে যে কিছুই হল না। তখন বলতে লাগল, বাবা 'লক্ষণের ঘর!'লক্ষণের ঘর!' তাতেও হল না। তখন বলে বাবা, 'রামের ঘর!' 'রামের ঘর!' দেখো বাবা ভেঙো না, দোহাই তোমার। তাতেও কিছু হল না, ঘর মড়মড় করে ভাঙতে আরম্ভ হল। তখন প্রাণ বাঁচাতে হবে, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় বলছে - যা শালার ঘর!

সকলে আমোদিত।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা হচ্ছেন। ফেরার পূর্বে, সুরেন্দ্রের কল্যাণ চিন্তা করে সব ঘরে এক-একবার যাচ্ছেন আর মৃদু মৃদু নামোচ্চারণ করছেন। কিছু অসম্পূর্ণ রাখবেন না, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলছেন, আমি তখন নুচি খাই নাই, একটু নুচি এনে দাও।

লুচি আনা হলো। কণিকামাত্র নিয়ে খাচ্ছে আর বলছেন, এর অনেক মানে আছে। নুচি খাই নাই মনে হলে আবার আসবার ইচ্ছা হবে। সকলের হাসছেন, আমোদিত। মণি মল্লিক সহাস্যে মন্তব্য করলেন - বেশ তো আমরাও আসতাম। ভক্তেরা সকলে হাসছেন।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

২৫ জুন

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে রথযাত্রা। সেই উপলক্ষ্যে ঈশানের নিমন্ত্রণে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর বাড়িতে আগমন করেছেন। একজন ভক্ত, শক্তির উপাসক, ঈশানের গৃহে এসেছেন। কপালে সিন্দূরের ফোঁটা।

শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দময়, সিন্দূরের টিপ দেখে হাসতে হাসতে বলছেন, উনি তো মার্কামারা।

সঙ্গীতপ্রমী শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ আগমন উপলক্ষ্যে ঈশান সঙ্গীতের আয়োজনও করেছেন। পাখোয়াজ, বাঁয়া তবলা ও তানপুরার সমাহার - বাড়ির একজন একটি পাত্র করে পাখোয়াজের জন্য ময়দা এনে দিল। ময়দা দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার রঙ্গে প্রবৃত্ত। ঈশানকে বলছেন : এখনও ময়দা! তবে বুঝি (খাবার) অনেক দেরি!

ঈশান হাসতে হাসতে জানালেন - আজ্ঞে না, তত দেরি নাই।

এই কথোপকথন শুনে ভক্তেরাও কেউ কেউ হাসছেন।

জনৈক ভাগবতের পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তিনি একটি উদ্ভট শ্লোক আবৃত্তি করে হাসিতে মাত্রা যোগ করছেন - দর্শনাদি শাস্ত্র অপেক্ষা কাব্য মনোহর। যখন কাব্য পাঠ হয় বা লোকে শ্রবণ করে তখন বেদান্ত, সাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল - এই সব দর্শন শুষ্ক বোধ হয়। কাব্য অপেক্ষা গীত মনোহর। সঙ্গীতে পাষাণহৃদয় লোকও গলে যায়; কিন্তু যদিও গীতের এত আকর্ষণ, যদি সুন্দরী নারী কাছ দিয়ে চলে যায়, কাব্যও পড়ে থাকে, গীত পর্যন্ত ভাল লাগে না। সব মন ওই নারীর দিকে চলে যায়। আবার যখন বুভুক্ষা হয়, ক্ষুধা পায়, কাব্য, গীত, নারী কিছুই ভাল লাগে না। অন্নচিন্তা চমৎকারা!

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহাস্য মন্তব্য : ইনি রসিক।

অপরাহ্নে, প্রায় বেলা চারটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর পন্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির বাড়ি যাবেন, ঈশানের বাড়ির কাছেই। শাস্ত্রব্যাখ্যা ও বক্তৃতার জন্য তৎকালীন সমাজে ইনি অতিপ্রসিদ্ধ।

২৫ জুন

পণ্ডিতের বাড়ি শ্রীশ্রীঠাকুর পৌঁছেছেন।
পণ্ডিতকে দেখতে দেখতে ভাবাবিষ্ট হলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই অবস্থায় হাসতে হাসতে পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে বলছেন, বেশ! বেশ!
কথোপকথন শুরু হল।
পণ্ডিতমশায় জিজ্ঞেস করছেন - মহাশয়ের তীর্থে কতদূর যাওয়া হয়েছিল?
শ্রীশ্রীঠাকুর সহস্যবদনে, রঙ্গ করে বলছেন : হাঁ, কতক জায়গা দেখেছি। হাজরা অনেক দূর গিছিল; আর খুব উঁচুতে উঠেছিল। হৃষীকেশ গিছিল। আমি অত দূর যাই নাই, অত উঁচুতেও উঠি নাই।
সকলে হেসে লুটোপুটি।
আরো যোগ করছেন - চিল শকুনিও অনেক উচ্চে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। ভাগাড় কি জান? কামিনী ও কাঞ্চন। যদি এখানে বসে ভক্তিলাভ করতে পার, তাহলে তীর্থে যাবার কি দরকার? কাশী গিয়ে দেখলাম, সেই গাছ! সেই তেঁতুলপাতা!
হাস্যরসে সকলে সিক্ত।

পণ্ডিতের শিক্ষাদান সম্পর্কে কিছু অভিমান ছিল, যা শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তাই হাস্য। উপমার মোড়কে উপদেশ দিচ্ছেন : আর তুমি এইটি জেনো, হাজার শিক্ষা দাও - সময় না হলে ফল হবে না। ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে বললে, মা, আমার যখন হাগা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও। মা বললে, বাবা, হাগাই তোমাকে উঠাবে, এজন্য তুমি কিছু ভেবো না।
পণ্ডিতমশাই হাজরাকে জানাচ্ছেন - আপনারা ইঁহার সঙ্গে রাতদিন থাকেন, আপনারা মহানন্দে আছেন।

২৫ জুন

কথোপকথনের শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে জানালেন : আজ আমার খুব দিন। আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখলাম। দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন বললুম জান? সীতা রাবণকে বলেছিলেন, রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ। রাবণ মানে বুঝতে পারে নাই, তাই ভারী খুশি। সীতার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যতদূর হবার হয়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে!

সকল উপস্থিতজন হাসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঈশানের বাড়ি ফিরে এসেছেন। ভাগবতের পণ্ডিত, ঈশান, ঈশানের ছেলেরা উপস্থিত আছেন।

ইশানকে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে জানাচ্ছেন : শশধরকে বললাম গাছে না উঠতে এককাঁদি — আরও কিছু সাধন-ভজন কর, তারপর লোকশিক্ষা দিও।

ঈশান বিনয়ের ভাব সম্বন্ধে বলছেন — সকলেই মনে করে যে আমি লোকশিক্ষা দিই। জোনাকি পোকা মনে করে আমি জগৎকে আলোকিত করছি। তা একজন বলেছিল, ‘হে জোনাকি পোকা, তুমি আবার আলো কি দেবে! — ওহে তুমি অন্ধকার আরও প্রকাশ করছো!’

শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু শশধর পণ্ডিতকে দেখে সন্তুষ্ট। তাই হেসে কেবল এইটুকু জানালেন : কিন্তু শুধু পণ্ডিত নয়, — একটু বিবেক-বৈরাগ্য আছে।

৩০ জুন

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তসঙ্গে তাঁর সেই পূর্বপরিচিত ঘরে মেঝেতে বসে আছেন, - কাছে পণ্ডিত শশধর বসে আছেন। ছয় দিন আগে শ্রীশ্রীঠাকুরের পণ্ডিত শশধরের সাথে কলকাতায় আলাপ হয়েছিল। আজ পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। সঙ্গে শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর। কলকাতায় এঁদের বাড়িতেই পণ্ডিত শশধর অবস্থান করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আলোচনা করছেন : জ্ঞানীর স্বভাব কিরূপ? জানাচ্ছেন : জ্ঞানী আইন অনুসারে চলে। তারপর কৌতুককর পুরোনো স্মৃতি বলছেন : আমায় চানকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কতকগুলি সাধু দেখলাম। তারা কেউ কেউ সেলাই করছিল। আমরা যাওয়াতে সে সব ফেললে। তারপর পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে আমাদের সঙ্গে কথা কইতে লাগল। সকল উপস্থিতজন সে শুনে হাসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলে চলেছেন : কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা জিজ্ঞাসা না করলে জ্ঞানীরা সে সব কথা কয় না। আগে জিজ্ঞাসা করবে এখন, তুমি কেমন আছ। ক্যায়সা হ্যায় ? বাড়ির সব কেমন আছে।
দুধকে দই পেতে মন্থন করে মাখন তুলতে হয়। কিন্তু মাখন তোলা হলে দেখে যে, ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল।
ঘোল মাখনের এই উপমা শুনে পণ্ডিত শশধর ভূধরের প্রতি সহাস্যে বলছেন - বুঝলে? এ বুঝা বড় শক্ত!
শ্রীশ্রীঠাকুর জানাচ্ছেন : বিজ্ঞানীর এই সংসার মজার কুটি। জ্ঞানীর পক্ষে এ সংসার ধোঁকার টাটি। রামপ্রসাদ ধোঁকার টাটি বলেছিল। তাই একজন জবাব দিয়েছিল,

এই সংসার মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি।
ওরে বদ্যি নাহিক বুদ্ধি, বুঝিস কেবল মোটামুটি ৷৷
জনক রাজা মহাতেজা তার কিসের ছিল ত্রুটি।
সে এদিক-ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি ৷৷

হাস্যরসে সকলে সিক্ত।

৩০ জুন

শশধর পণ্ডিত একটি সংশয় উত্থাপন করলেন - তিনি যদি সব আমি লয় করেন তাহলে কি হবে? চিনি যদি করে লন?

শ্রীশ্রীঠাকুর অন্তর্যামী, তিনি ভাবনা দেখতে পান। শশধরকে সহাস্যে রঙ্গ করে বলছেন : তোমার মনের কথা খুলে বল। 'মা কৌশল্যা, একবার প্রকাশ করে বল!' তবে কি নারদ, সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার শাস্ত্রে নাই?

শ্রীশ্রীঠাকুরের সে বাচনভঙ্গিতে ভক্তেরা হেসে লুটোপুটি।

অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুর শশধরকে উপদেশ দিলেন : প্রার্থনা কর। তিনি দয়াময়। তিনি কি ভক্তের কথা শুনেন না? তিনি কল্পতরু। তাঁর কাছে গিয়ে যে যা চাইবে তাই পাবে।
এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বিভিন্ন সিদ্ধাবস্থার কথা বর্ণনা করছেন - নিত্যসিদ্ধ (যাদের সাধন না করে ঈশ্বরলাভ হয়), সাধনসিদ্ধ (যারা জপতপাদি সাধন করে ঈশ্বরলাভ করেছে), কৃপাসিদ্ধ (যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, প্রদীপ নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হয়ে যায়), হঠাৎসিদ্ধ (যেমন গরিবের ছেলে বড়মানুষের নজরে পড়ে গেছে), আর স্বপ্নসিদ্ধ (স্বপ্নে দর্শন হল।)
এই বর্ণনা শুনে সুরেন্দ্র সহাস্যমন্তব্য করলেন - আমরা এখন ঘুমুই, পরে বাবু হয়ে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর লীলাসঙ্গীদের প্রতি স্নেহশীল। তাই সস্নেহে জানাচ্ছেন : তুমি তো বাবু আছই। ক-য়ে আকার দিলে কা হয়; আবার একটা আকার দেওয়া বৃথা; দিলে সেই কা-ই হবে! সকল উপস্থিতজন হাস্যরসে পরিপূর্ণ।

পন্ডিত শশধরের প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুর সন্তুষ্ট। জানাচ্ছেন : এঁর স্বভাবটি বেশ। মাটির দেওয়ালে পেরেক পুঁতলে কোন কষ্ট হয় না। পাথরে পেরেকের গোড়া ভেঙে যায় তবু পাথরের কিছু হয় না। এমন সব লোক আছে হাজার ঈশ্বরকথা শুনুক, কোন মতে চৈতন্য হয় না, — যেমন কুমির — গায়ে তরবারির চোপ লাগে না!

সবাইকে হাসিয়ে পণ্ডিত একটু ন্যায়ের তর্ক আনলেন — কুমিরের পেটে বর্শা মারলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সে রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে সহাস্যবদনে যোগ দিলেন, কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গমুখর : গুচ্ছির শাস্ত্র পড়লে কি হবে? ফ্যালাজফী (Philosophy)!

পণ্ডিতও সহাস্য অনুরণন করলেন - ফ্যালাজফী বটে!

সকলে হেসে লুটোপুটি।

খানিকবাদে পণ্ডিত জানতে চাইছেন - আজ্ঞে, কিসে নিষ্ঠুর ভাবটা যায়? হাস্য দেখলে মাংসপেশী (muscles), স্নায়ু (nerves) মনে পড়ে। শোক দেখলে কিরকম nervous system মনে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসছেন - নারাণ শাস্ত্রী তাই বলত, শাস্ত্র পড়ার দোষ, তর্ক-বিচার এই সব এনে ফেলে! বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে অনুরাগ - এই উপায়। বিবেক না হলে কথা কখন ঠিক ঠিক হয় না। সামাধ্যয়ী অনেক ব্যাখ্যার পর বললে, 'ঈশ্বর নীরস!' একজন বলেছিল, 'আমাদের মামাদের একগোয়াল ঘোড়া আছে।' গোয়ালে কি ঘোড়া থাকে?

তারপর সহাস্যে জানালেন - তুমি ছানাবড়া হয়ে আছ। এখন দু-পাঁচদিন রসে পড়ে থাকলে তোমার পক্ষেও ভাল, পরেরও ভাল। দু-পাঁচদিন।

পণ্ডিত একটু বিষণ্ণ, ঈষৎ হেসে বলছেন - ছানাবড়া পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে জানালেন - না, না; আরসুলার রঙ হয়েছে।

কথাপ্রসঙ্গে, শ্রীযুক্ত মণি মল্লিকের সঙ্গে পণ্ডিত ব্রাহ্মসমাজের দোষগুণ নিয়ে ঘোর তর্ক করছেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসে দেখছেন ও হাসছেন। মাঝে মাঝে বলছেন, এই সত্ত্বের তমঃ - বীরের ভাব। এ-সব চাই। অন্যায় অসত্য দেখলে চুপ করে থাকতে নাই। আবার হেসে পণ্ডিতকে বলছেন, মণি মল্লিকের ব্রাহ্মসমাজের মত অনেকদিনের — ওর ভিতর তোমার মত ঢোকাতে পারবে না। পুরানো সংস্কার কি এমনি যায়? একজন হিন্দু বড় ভক্ত ছিল, — সর্বদা জগদম্বার পূজা আর নাম করত। মুসলমানদের যখন রাজ্য হল তখন সেই ভক্তকে ধরে মুসলমান করে দিল, আর বললে, তুই এখন মুসলমান হয়েছিস, বল আল্লা! কেবল আল্লা নাম জপ কর। সে অনেক কষ্টে আল্লা,আল্লা বলতে লাগল।

কিন্তু এক-একবার বলে ফেলতে লাগল 'জগদম্বা!' তখন মুসলমানেরা তাকে মারতে যায়। সে বলে, দোহাই শেখজী! আমায় মারবেন না, আমি তোমাদের আল্লা নাম করতে খুব চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের জগদম্বা আমার কণ্ঠা পর্যন্ত রয়েছেন, তোমাদের আল্লাকে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছেন।

হাস্যরসের হিল্লোল বয়ে গেলো।

পন্ডিত এবারে কলকাতা ফিরে যাবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বিদায় জানাচ্ছেন, বলছেন, - আবার আসবেন, গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে আহ্লাদ করে - হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলি করে, অন্য লোক দেখলে মুখ লুকোয়। গরু আপনার জনকে দেখলে গা চাটে, অপরকে গুঁতোয়।

আবার সকলের মুখে হাসি।

পণ্ডিত চলে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর পরিতৃপ্তির হাসি হাসছেন, বলছেন - ডাইলিউট হয়ে গেছে একদিনেই! - দেখলে কেমন বিনয়ী ! আর সব কথা লয়!

৩ জুলাই

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তপ্রবর বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিস করে বসে আছেন। আনন্দময় মূর্তি!

আজকের বিশেষ উপস্থিতি বলরামের পিতার, তিনি অতি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, বৃন্দাবনবাসী। বলরাম শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন করানোর জন্য তাঁকে পত্রের উপর পত্র লিখে কলকাতায় আনিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবসমন্বয়ের কথা বলছেন, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। বক্তব্যে রঙ্গের ভাবটি অক্ষুণ্ণ।

সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় করে গেছে।বৈষ্ণবদের একটি গ্রন্থ ভক্তমাল। বেশ বই, - ভক্তদের সব কথা আছে। তবে একঘেয়ে। এক জায়গায় ভগবতীকে বিষ্ণুমন্ত্র লইয়ে তবে ছেড়েছে! সকলে হাসছেন !

শ্রীমদ্ভাগবত - তাতেও নাকি ওইরকম কথা আছে, 'কেশবমন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধরে মহাসমুদ্র পার হওয়াও তা!' সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় করে গেছে। ভক্তেরা আমোদিত !!

শাক্তেরাও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার করে দেন, শাক্তেরা বলে, 'তা তো বটেই, মা রাজরাজেশ্বরী ' তিনি কি আপনি এসে পার করবেন? ওই কৃষ্ণকেই রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্য'"। হাসির বাঁধ ভাঙলো !!!

এবারে একটি কৌতুককাণ্ড।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোনো কাজে বারান্দার দিকে একটু গিয়ে আবার ঘরে ফিরে এলেন। বাইরে যাবার সময় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরের শিশুকন্যা তাঁকে নমস্কার করেছিল - বয়স আন্দাজ ৬/৭ বৎসর হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে ফিরে এলে পর মেয়েটি তাঁর সাথে বন্ধুর মতো কথা কইছে। তার সঙ্গে আরও দু-একটি সমবয়স্ক ছেলেমেয়ে আছে।

তার প্রথম অনুযোগ - আমি তোমায় নমস্কার করলুম, দেখলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর মজা পেলেন, হাসতে হাসতে জানালেন : কই, দেখি নাই।

শিশু তার সরল মনে এবারে আবেদন জানাল - তবে দাঁড়াও, আবার নমস্কার করি; - দাঁড়াও, এ পা'টা করি!

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বসলেন। আবার ভূমি পর্যন্ত মস্তক নত করে শিশু কুমারীকে প্রতিনমস্কার করলেন। প্রণামপর্ব শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর মেয়েটিকে গান গাইতে বললেন। শিশুর সরল উত্তর - মাইরি, গান জানি না!

রঙ্গভরে আবার তিনি একই অনুরোধ করছেন।
শিশুটি এবারে কিঞ্চিৎ গম্ভীর , - মাইরি বললে আর বলা হয়?

আনন্দের হাট ! শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের নিয়ে আনন্দ করছেন ও নিজেই এবারে গান শোনাচ্ছেন। প্রথমে কেলুয়ার গান, তারপর, আয় লো তোর খোঁপা বেঁধে দি, তোর ভাতার এলে বলবে কি!

সকল উপস্থিত জন ও ভক্তেরা সে গান শুনে হেসে লুটোপুটি।

এই সময় পন্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর দু-একটি বন্ধু সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলেন ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে উপবিষ্ট হলেন। তিনি ঠাকুরের স্নেহধন্য। তাঁকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : আমরা সকলে বাসকসজ্জা জেগে আছি — কখন বর আসবে!

১৩ জুলাই

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তপ্রবর বলরামের বাড়ির বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট, আজ শ্রীশ্রীরথযাত্রা।
কথামৃত প্রবহমান। একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন — যাঁরা অবতার দেহধারণ করে এসেছেন, তাঁদের কি বাসনা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে রঙ্গ করে বলছেন : দেখেছি, আমার সব বাসনা যায় নাই। এক সাধুর আলোয়ান দেখে বাসনা হয়েছিল, ওইরকম পরি। এখনও আছে। জানি কিনা আর-একবার আসতে হবে।

বলরামবাবু আমোদিত করে এই উত্তর শুনে, হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন — আপনার জন্ম কি আলোয়ানের জন্য? সকলে হেসে লুটোপুটি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে ব্যাখ্যা করছেন : একটা সৎ কামনা রাখতে হয়। ওই চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ হবে বলে। সাধুরা চারধামের একধাম বাকী রাখে। অনেকে জগন্নাথক্ষেত্র বাকী রাখে। তাহলে জগন্নাথ চিন্তা করতে করতে শরীর যাবে।

খানিকবাদে শ্রীশ্রীঠাকুর তেজচন্দ্রের সাথে কথা কইছেন : তোকে এত ডেকে পাঠাই, — আসিস না কেন? আচ্ছা, ধ্যান-ট্যান করিস, তা হলেই আমি সুখী হব। আমি তোকে আপনার বলে জানি, তাই ডাকি।
তেজচন্দ্র জানালেন আপিসের কাজের চাপে তাঁর অবসরের অভাব।
কিন্তু মাস্টারমশাই সহাস্যে হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন, জানালেন তেজচন্দ্রের বাড়িতে বিয়ে, সেইজন্য দশদিন আপিসের ছুটি নিয়েছিলেন।
শ্রীশ্রীঠাকুরের রঙ্গভরা মন্তব্য — তবে! — অবসর নাই, অবসর নাই! এই বললি সংসারত্যাগ করবি।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

১৩ জুলাই

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তপ্রবর বলরামের গৃহে অবস্থান করছেন। গতকাল তিনি এখানেই রাত্রিবাস করেছেন। বেলা প্রায় দশটা, জনৈক ছোকরা ভক্ত, সারদা, প্রবেশ করলেন ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সারদার কাছে জানতে চাইছেন — দক্ষিণেশ্বরে যাস না কেন? কলিকাতায় যখন আসি, তখন আসিস না কেন?
সারদা জানাল সে খবর পায় না।
শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে এইবার এক অভিনব কৌতুক-প্রস্তাবনা করলেন। সারদাকে — এইবার তোকে খবর দিব। আর মাষ্টারমশাইকে নির্দেশ দিচ্ছেন - একখানা ফর্দ করো তো — ছোকরাদের। সকলে হেসে লুটোপুটি।

দ্বিপ্রহরে আরেক রঙ্গ নরেন্দ্রের সাথে।
বেলা প্রায় ১টা, আহারান্তে শ্রীশ্রীঠাকুরআবার বৈঠকখানা ঘরে ভক্তসঙ্গে বসে আছেন। নরেন্দ্রকে অনুরোধ করছেন - একটু গা না। নরেন্দ্র কিঞ্চিৎ অনীহা প্রকাশ করলেন — ঘরে যাই — অনেক কাজ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অমনি শাসনশীল, রঙ্গকৌতুকের মধ্য দিয়ে : তা বাছা, আমাদের কথা শুনবে কেন? 'যার আছে কানে সোনা, তার কথা আনা আনা। যার আছে পোঁদে ট্যানা তার কথা কেউ শোনে না!' তুমি গুহদের বাগান যেতে পারো। প্রায় শুনি, আজ কোথায়, না গুহদের বাগানে! — এ কথা বলতুম না, তুই কেঁড়েলি করলি —

সকলে হেসে লুটোপুটি। নরেন্দ্র সে শাসনের মুখে পড়ে চুপ, খানিকবাদে আবার অনুযোগ করছেন, "যন্ত্র নাই শুধু গান —"

শ্রীশ্রীঠাকুর এখন কৌতুকাবস্থার চূড়ায় : — আমাদের বাছা যেমন অবস্থা — এইতে পার তো গাও। তাতে বলরামের বন্দোবস্ত!
"বলরাম বলে, 'আপনি নৌকা করে আসবেন, একান্ত না হয় গাড়ি করে আসবেন', — খ্যাঁট দিয়েছে। আজ তাই বৈকালে নাচিয়ে নেবে। এখান থেকে একদিন গাড়ি করে

১৩ জুলাই

দিছলো — বারো আনা ভাড়া; — আমি বললাম, বারো আনায় দক্ষিণেশ্বরে যাবে? তা বলে, 'ও অমন হয়।' গাড়ি রাস্তায় যেতে যেতে একধার ভেঙে পড়ে গেল —। আবার ঘোড়া মাঝে মাঝে একেবারে থেমে যায়। কোন মতে চলে না; গাড়োয়ান এক-একবার খুব মারে, আর এক-একবার দৌড়ায়! তারপর রাম খোল বাজাবে — আর আমরা নাচব — রামের তালবোধ নাই। বলরামের ভাব, আপনারা গাও, নাচো, আনন্দ করো।"

হাসির বিস্ফোরণে বলরামগৃহ ভেঙে পড়ার জোগাড় !!

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

২১ জুলাই

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর যদু মল্লিকের গৃহে আগমন করেছেন। শ্রীযুক্ত যদু মল্লিক বান্ধব-মোসাহেব পরিবৃত হয়ে বসে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চেয়ারে বসেছেন, সহাস্যবদন, যদু মল্লিকের মুখোমুখি।

সহাস্যে জিজ্ঞেস করছেন - আচ্ছা, তুমি ভাঁড় রাখ কেন?

যদু মল্লিকের রঙ্গপূর্ণ প্রত্যুত্তর— ভাঁড় হলেই বা, তুমি উদ্ধার করবে না!

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবারে সহাস্য উপমাবাণ ছাড়লেন — গঙ্গা মদের কুপোকে পারে না!

তারপর বলছেন — তুমি হিসাবী লোক। অনেক হিসাব করে কাজ কর, — বামুনের গড্ডী খাবে কম, নাদবে বেশি, আর হুড়হুড় করে দুধ দেবে!

সকলে হেসে লুটোপুটি।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

৩ আগস্ট

আজ দুইটি হাসির ঘটনা ঘটেছিল।

১৮৮৪ সালের ৩রা অগষ্টের বিকেল-দুপুরে, দক্ষিণেশ্বরে গোল বারান্দায় দাঁড়িয়ে, ঠাকুর সহাস্যে মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করলেন - আচ্ছা, আমার কিরকম অবস্থা ?
মাষ্টারমশাইও সহাস্যে উত্তর দিলেন - আজ্ঞা, আপনার উপরে সহজাবস্থা - ভিতর গভীর। আপনার অবস্থা বোঝা ভারি কঠিন!
উপমাসিদ্ধ ঠাকুরের এবার সহাস্য প্রত্যুত্তর - হ্যাঁ; যেমন floor করা মেঝে, লোকে উপরটাই দেখে, মেঝের নিচে কত কি যে আছে, জানে না!

দ্বিতীয় ঘটনা রাত আটটার। স্বামী নিরঞ্জনানন্দজি, তৎকালীন নিরঞ্জনের সম্ভাব্য বিবাহ প্রসঙ্গে (ঘটনাচক্রে আজ ৩ আগস্ট, স্বামী নিরঞ্জনানন্দজির পুণ্য আবির্ভাব তিথি) ঠাকুর আবার হাসতে হাসতে মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন - হ্যাঁগা, লোকে বলে, খেটে-খুটে গিয়ে পরিবারের কাছে গিয়ে বসলে নাকি খুব আনন্দ হয়!

মাষ্টারমশাই প্রথমে ঠাকুরকে উত্তর দিলেন - আজ্ঞা, যারা ওইভাবে আছে, তাদের হয় বইকি!, তারপরেই সঙ্গে সঙ্গে রাখাল মহারাজকে হাসতে হাসতে বলছেন - একজামিন হচ্ছে - leading question.

ঠাকুর থামেননি, আবার তাঁর সহাস্য উক্তি - মায়ে বলে, ছেলের একটা গাছতলা করে দিলে বাঁচি। রোদে ঝলসা পোড়া হয়ে গাছতলায় বসবে।

এবারে মাষ্টারমশাই তাঁর মতামত দিচ্ছেন - আজ্ঞা, রকমারি বাপ মা আছে। মুক্ত বাপ ছেলেদের বিয়ে দেয় না। যদি দেয় সে খুব মুক্ত!

মাষ্টারমশায়ের এই মত শুনে ঠাকুর অত্যন্ত আনন্দিত, হাসছেন।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

১৮৮৪ সালের আজকের দিনটি বিশেষ। এই দিনে সাক্ষাৎকার হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমংসদেব ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। এই দিনে সকলের হাস্য (২৬ বার) এবং ঠাকুরের হাস্য (১৪ বার) দুইয়েরই সংখ্যাই কথামৃতের সকল দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ - এক রেকর্ড ! ঠাকুর যতো হেসেছেন, ততোই হাসিয়েছেন।

আজকের দিনে বিকেল আন্দাজ সাড়ে চারটা হতে রাত নয়টা পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর ও বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকার।

প্রথম সাক্ষাতেই সকলকে হাসিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের অমর উক্তি - আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি।

বিদ্যাসাগরও সুরসিক, তিনি সহাস্যে বললেন - তবে খানিক নোনা জল নিয়ে যান!

কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বদা ইতিবাচক, তিনি জানালেন - না গো! নোনা জল কেন ? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! তুমি ক্ষীরসমুদ্র!

উপস্থিত সকলে সে বাক্য-মাধুর্যে আনন্দে ভরপুর।

একটু বাদে কথোপকথনের মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুর জানালেন - ...সিদ্ধ তো তুমি আছই। কেমন করে ? সহাস্য উত্তর - আলু পটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অতো দয়া।

বিদ্যাসাগরের উত্তরে এবারে সবাই হেসে উঠলেন, আদর্শ নৈয়ায়িকের উত্তর - কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়!

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জিহ্বায়, মাষ্টারমশায়ের ভাষায়, যেন সাক্ষাৎ বাগ্বাদিনী অবতীর্ণ হলেন। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সারকথা প্রবাহিত হতে শুরু হলো, কিন্তু হাস্যরসের হাত ধরে।

- লুনের ছবি (লবণ পুত্তলিকা) সমুদ্র মাপতে গিছল। কত গভীর জল তাই খপর দেবে। খপর দেওয়া আর হল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে খপর দিবেক ?

৫ আগস্ট

- পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভকভক শব্দ হয়। পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না। তবে আর এক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তাহলে আবার শব্দ হয়।
- যে বাবুর ঘর- দ্বার নাই, হয়তো বিকিয়ে গেল সে বাবু কিসের বাবু। ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি ঐশ্বর্য না থাকত কে মানত!
বিদ্যাসাগর একটি গভীর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন - তিনি (ঈশ্বর) কি কারুকে বেশি শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন ?
শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে সপাট উত্তর দিলেন - তিনি বিভুরূপে সর্বত্র আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তিবিশেষ। .. তা না হলে তোমাকেই বা লোকে মানে কেন ? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো ?
পুনরায় শিক্ষা চালু হলো।
- সাধারণ জীবের অহং যায় না। অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, আবার তার পরদিন ফেঁকড়ি বেরিয়েছে। সকলের হাস্য!
এর কিছুক্ষণ পরেই হেসে বলছেন - মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত।... বড় মানুষের বাগানের সরকার, বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, তা বলে 'এ-বাগানটি আমাদের', 'এ-পুকুর আমাদের পুকুর'। কিন্তু কোন দোষ দেখে বাবু যদি ছাড়িয়ে দেয়, তার আমের সিন্দুকটি লয়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না; দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়।
হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করছেন - আচ্ছা, তোমার কি ভাব?
বিদ্যাসাগর সরাসরি উত্তর দিলেন না, মৃদু হেসে বললেন, আচ্ছা সে-কথা আপনাকে একলা-একলা একদিন বলব। কথনের ভাবে উপস্থিতজনেরা আবার হেসে উঠলেন।
শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু সহাস্যে একটি সংকেত ছেড়ে রেখে দিলেন - তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার করে জন্য যায় না।
আরো বললেন - গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয় - শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দেয়। ...তুমি যেসব কর্ম করছ এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কাম-ভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে...

একইসঙ্গে নির্দেশ করলেন - অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে।...গৃহস্থের বউএর ছেলে হলে ছেলেটিকেই নিয়ে থাকে; ঐটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া; আর সংসারের কাজ শাশুড়ী করতে দেয় না।

উপমার বাহাদুরিতে আবার সকলের হাস্য !

বিদায়ের ক্ষণ এগিয়ে আসছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই হাসির ছলেই উপসংহার টানছেন!

এ যা বললুম, বলা বাহুল্য আপনি সব জানেন - তবে খপর নাই। বরুণের ভান্ডারে কত কি রত্ন আছে! বরুণ রাজার খপর নাই!

হাঁ গো, অনেক বাবু জানে না চাকর-বাকরের নাম - বা বাড়ির কোথায় কি দামী জিনিস আছে।

এবারে শ্রীশ্রীঠাকুর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, কিন্তু কোথাকার ? একবার বাগান দেখতে যাবেন, "রাসমণির বাগান"। ভারী চমৎকার জায়গা।

বিদ্যাসাগর জানালেন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অবশ্যই যাবেন, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর জানালেন - না, তাঁর কাছে নয়। এরপরেই সহাস্য রহস্যোক্তি - আমরা জেলেডিঙ্গি। খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়। কথনভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠলেন।

বিদ্যাসাগর নিশ্চুপ, উত্তর পাচ্ছেন না। অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরই উত্তর জোগালেন - তার মধ্যে এ-সময় জাহাজও যেতে পারে। বিদ্যাসাগর হাসলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর হাসলেন, বাকি সবাইও হেসে উঠলেন। বিদ্যাসাগর সহমত হলেন - এটি বর্ষাকাল বটে!

এই হাসির পরিমণ্ডল এতোই সংক্রামক যে ঘরের বাইরে অপেক্ষারত শ্রী বলরাম বসু, শ্রীশ্রীঠাকুরের অতি সাধারণ এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েও হাসতে লাগিলেন!

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে পড়ন্ত দুপুর। শ্রীশ্রীঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরের ঘরে বসে আছেন মাষ্টারমশাই, তাঁর শ্বশুরমশাই শ্রী ঠাকুরচরণ সেন, শ্যালক দ্বিজ সেন এবং অন্যান্য শ্যালকেরা। সমস্যা দ্বিজকে নিয়ে - ষোলো বছরের ছেলে, ঘন ঘন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যাতায়াত করেন, অবশ্যই জামাইবাবুর সাহচর্যে ও উৎসাহে। এদিকে দ্বিজর পিতা দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন, হাইকোর্টের ওকালতি পাস করে ম্যানেজারের চাকরি করেন, ছেলে সাধু হলে বিপদ !

আজ তাই তিনি এসেছেন।

অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মধুর ভঙ্গিতে, হাস্যরসের সাথে শ্রীশ্রীঠাকুর "কনভিন্স" করার চেষ্টা করছেন কেশবচন্দ্র সেনের জ্ঞাতিভাই, ম্যানেজার, হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ঠাকুরচরণ সেনকে।
প্রথম বাক্যবিন্যাস বড়ো মধুর - আপনার ছেলেরা এখানে আসে, তাতে কিছু মনে করবে না। এরপরে উপমাসহায়ে বর্ণনা করলেন চৈতন্যলাভের পরে অনাসক্ত হয়ে সংসারে থাকা।

ঠাকুরচরণ বেশি কথা বলছেন না, শুধু হুঁ-হ্যাঁ করছেন।

এইবার শ্রীশ্রীঠাকুরের সহাস্য উক্তি : আপনি যে এদের বকেন-টকেন, তার মানে বুঝেছি। আপনি ভয় দেখান। ব্রহ্মচারী সাপকে বললে, ' তুই তো বড় বোকা! তোকে কামড়াতেই আমি বারণ করেছিলাম। তোকে ফোঁস করতে বারণ করি নাই! তুই যদি ফোঁস করতিস তাহলে তোর শত্রুরা তোকে মারতে পারত না।' আপনি ছেলেদের বকেন-ঝকেন, - সে কেবল ফোঁস করেন।

এই কথায় ঠাকুরচরণ হেসে উঠলেন, কিন্তু এখনো তিনি কোনো কথা বলেননি; শ্রীশ্রীঠাকুরের কথন কিন্তু অব্যাহত - ভালো ছেলে হওয়া পিতার পুণ্যের চিহ্ন,... তুমি আর তোমার ছেলে কিছু তফাত নয়।

এরপরেই সহাস্যে সপাট উক্তি - শুনেছিলাম, আপনি খুব ঘোর বিষয়ী। তা তো নয়! এ সব তো আপনি জানেন। তবে আপনি নাকি আটপিটে, এতেও হুঁ দিয়ে যাচ্ছেন।

ঠাকুরচরণ এখনও বাক্যহীন, কেবল হেসে যাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বাস্তবতা বর্ণনা করছেন : বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে, তার ছাই হবে! আমি এদের বলি, সংসারও কর, আবার ভগবানেতেও মন রাখ। - সংসার ছাড়তে বলি না; - এও কর, ও-ও কর।

ঠাকুরচরণ এবারে বোধহয় খানিক ভরসা পেলেন, জানালেন - আপনার এখানে আসতে বারণ করি না। তবে ছেলেদের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়ে সময় না কাটে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এবারে স্পষ্টভাষী : জোর করে আপনি কি বারণ করতে পারবেন ? যার যা (সংস্কার) আছে তাই হবে।

সন্ধ্যে প্রায় ঘনিয়ে এলো। ঠাকুরচরণ দেবালয়, বাগান ঘুরে দেখতে গেছেন; আর শ্রীশ্রীঠাকুর মহানন্দে, সহাস্য মুখে দ্বিজ, ভূপেন ও মাস্টারকে বলছেন, আবার পিঠে চাপড় মারছেন - তোর বাপকে কেমন বললাম।

১৩ আগস্ট

১৮৮২ সালের আজকের দিনে বিকেলবেলা, আন্দাজ ৪টা-৫টা, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের দক্ষিণের বারান্দা। অনেকে উপস্থিত আছেন - মনোমোহন, সুরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, কেদার, মাষ্টারমশাই, রাম।

সর্বধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর উপমাত্মক কাহিনী বলছেন, সকলের বড়ো আনন্দ : একটা পুকুরে চার ঘাট আছে। একঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, তারা বলছে 'জল'। আর-একঘাটে মুসলমান, তারা বলছে 'পানি'। আর-একঘাটে খ্রীষ্টান, তারা বলছে 'ওয়াটার'। আবার একঘাটে কতকগুলো লোক বলছে 'aqua'।

সকলে হেসে উঠলেন আনন্দে। অন্য ধর্মের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠতা শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলছেন : মনে কর, এক বাপের অনেকগুলি ছেলে - ছোট বড়। সকলেই 'বাবা' বলতে পারে না। কেউ বলে 'বাবা', কেউ বলে 'বা', কেউ বলে 'পা'। যারা 'বাবা' বলতে পারলে না, তাদের উপর বাপ রাগ করবে নাকি ? না, বাপ সকলকেই সমান ভালোবাসবে। হাসি আর আনন্দের সাগরে ভাসছেন সকলে।

১৬ আগস্ট

১৮৮৫ সালের আজকের দিন; শ্রীশ্রীঠাকুরের আলজিভে কিছু একটা অসুখ হয়েছে জানতে পেরে, কলকাতার অনেক ভক্ত আজ তাঁকে দর্শন করতে এসেছেন - গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত, নিত্যগোপাল বসু, মহিমাচরণ চক্রবর্তী, কিশোরী গুপ্ত, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, মাষ্টারমশাই।

অসুখ-সংবাদেও আনন্দের হাটে কিন্তু ছেদ নাই।

রোগের কথা তিনি মাকে বলতে পারেন না, শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উক্তিতে গিরীশ বিশ্বাস ব্যক্ত করলেন - আমার নারায়ণ ভাল করবেন; রামচন্দ্র দত্ত আশ্বাস দিলেন - ভাল হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহাস্য প্রত্যুত্তর - হাঁ, ওই আশীর্বাদ কর।
সে কথনভঙ্গী ও ভাবে সকলেই হেসে উঠলেন।

এইবার, পণ্ডিত শশধরকে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুরোধ করছেন, আদ্যাশক্তির কথা কিছু বলার জন্যে। পণ্ডিত সতর্ক, তিনি জানেন এখানে কথা কওয়া মানে কামারের কাছে সূঁচ বেচা; তাই সবিনয়ে বলছেন - আমি কি জানি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সে বিনয়ের প্রত্যুত্তরে সহাস্যে বলছেন - একজনকে একটি লোক খুব ভক্তি করে। সেই ভক্তকে তামাক সাজার আগুন আনতে বললে; তা সে বললে, আমি কি আপনার আগুন আনবার যোগ্য ? আর আগুন আনলেও না!

উপমাত্মক কাহিনীর এই আনন্দস্পর্শে হাস্যরসে সকলে লুটোপুটি।

১৯ আগস্ট

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে, বিকেল ৩টার পরে, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে অধর সেন, বলরাম বসু, মাষ্টারমশাই, নরেন্দ্রনাথ, বিশ্বনাথ উপাধ্যায় ও আরো কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বর্ণনা করছেন - যে কদিন ভোগ আছে, দেহ ধারণ করতে হয়। এরপরের উপমায় সকলে হেসে উঠলেন - একজন কানা গঙ্গাস্নান করলে। পাপ সব ঘুচে গেল। কিন্তু কানাচোখ আর ঘুচল না।

নরেন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুরোধে গান গাইবেন, কিন্তু বাঁয়া তবলার সুর বাঁধতে সময় লাগছে; শ্রীশ্রীঠাকুর উক্তি করলেন - দেখ, এ আর তেমন বাজে না। কাপ্তেন সঙ্গে সঙ্গে তুলনা টানলেন - পূর্ণ হয়ে বসে আছে, তাই শব্দ নাই। সকলে হেসে উঠলেন।

নরেন্দ্রর গানে শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধি লাভ করলেন। কিছুক্ষণ বাদে, সমাধিভঙ্গে, আবার কথামৃতপ্রবাহ শুরু হলো। কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় বললেন - কাশীর দিকে যত যাবে, বাড়ি থেকে তত তফাত হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর এর প্রেক্ষিতে সহাস্যে ভক্তের অবস্থা বর্ণনা করছেন - ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস করতে ভালবাসে - কখন সাঁতার দেয়, কখন ডুবে, কখন উঠে - যেমন জলের ভিতর বরফ 'টাপুর-টুপুর' 'টাপুর-টুপুর' করে।

এর পরের ঘটনা উত্তরের বারান্দায়। নরেন্দ্র সেখানে হাজরার সাথে কথোপকথন করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞেস করছেন - কি গো ! তোমাদের কি সব কথা হচ্ছে ? নরেন্দ্র সহাস্যেই উত্তর দিলেন - কত কি কথা হচ্ছে - 'লম্বা' 'লম্বা' কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে সকল ' লম্বা ' কথার এক সুন্দর সারাংশ করে দিলেন - কিন্তু শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক। শুদ্ধজ্ঞান যেখানে শুদ্ধাভক্তিও সেইখানে নিয়ে যায়। ভক্তিপথ বেশ সহজ পথ।

নরেন্দ্র এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে হ্যামিল্টনের বক্তব্য অনুবাদ করে শোনাচ্ছেন - ফিলসফি পড়া শেষ হলে মানুষটা পণ্ডিতমূর্খ হয়ে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম ধর্ম করে। তখন ধর্মের আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর সে কথা শুনে সহাস্যে নরেন্দ্রকে বলছেন - Thank you ! Thank you ! আবারও হাসছেন।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

২০ আগস্ট

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে রাত আটটা, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে, মাষ্টারমশাই তাঁর বন্ধু হরি চৌধুরীর সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। হরিবাবুর অনেকদিন পত্নীবিয়োগ হয়েছে, তিনি একরকম কিছুই করেন না, বাড়িতে থাকেন, বাড়ির ভাই-ভগিনী বাপ-মা এদের খুব সেবা করেন।

সহাস্য শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তি - সে কি ? তুমি যে 'কুমড়োকাটা বটঠাকুর' হলে।

কেন ? কুমড়োকাটা বটঠাকুর কে ?

তুমি না সংসারী, না হরিভক্ত। এ ভাল নয়।

এক-একজন বাড়িতে পুরুষ থাকে - মেয়ে-ছেলেদের নিয়ে রাতদিন থাকে, আর বাহিরের ঘরে বসে ভুড়ুর ভুড়ুর করে তামাক খায়, নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকে। তবে বাড়ির ভিতরে কখনও গিয়ে কুমড়ো কেটে দেয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নাই, তাই ছেলেদের দিয়ে তারা বলে পাঠায়, বটঠাকুরকে ডেকে আন। তিনি কুমড়োটা দুখানা করে দিবেন। তখন সে কুমড়োটা দুখানা করে দেয়, এই পর্যন্ত পুরুষের ব্যবহার। তাই নাম হয়েছে কুমড়োকাটা বটঠাকুর।

২৮ আগস্ট

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে ভোরবেলা; দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের ঘরে বসে মার চিন্তা করছেন, ঘরে মাষ্টারমশাই উপস্থিত। আজ মাষ্টারমশাইয়ের ইন্টারভিউ, প্রশ্নকর্তা স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর।

শ্রীশ্রীঠাকুরের গলার রোগ সারছে না। তিনি প্রশ্ন করছেন - আচ্ছা, রোগ কেন হল ?

মাষ্টারমশাই সুন্দর উত্তর দিলেন - সাধারণ মানুষকে আশ্বাস, সাহস দিতে দিব্যদেহে এই রোগের প্রাদুর্ভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে সম্মতি জানালেন সে উত্তরে, উদাহরণও দিলেন - বলরামও বললে, 'আপনারই এই, তাহলে আমাদের আর হবে না কেন ?' সীতার শোকে রাম ধনুক তুলতে না পারাতে লক্ষণ আশ্চর্য হয়ে গেল। কিন্তু পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।

মাষ্টারমশাই এবারে যীশুখ্রীষ্টের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মৃত ল্যাজেরাসের প্রাণ ফিরে পাওয়ার কাহিনী বর্ণনা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জানালেন - আমার কিন্তু উগুনো হয় না। হুগলীর অপভ্রংশবাংলা ভাষা, কিন্তু বড়োই শ্রুতিমধুর!

মাষ্টারমশাই জানালেন - আপনার সঙ্গে যীশুখ্রীষ্টের অনেক মেলে!

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করছেন, তিন তিনবার - আর কি কি মেলে ?, আর কিছু মেলে ?, আর কিছু ?

মাষ্টারমশাই একে একে বর্ণনা করলেন - খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কঠোরতা নাই, সবাই খুব আনন্দ করবে, যাদের ভিতর কামিনী-কাঞ্চন প্রবেশ করেনি তারা সহজে উপদেশ ধারণ করতে সক্ষম, ঈশ্বর আর ঈশ্বরপুত্র এক, আর ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্তুষ্ট।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

১ সেপ্টেম্বর

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে, বেলা এগারোটার সময়, পঞ্চবটিতে শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়াচ্ছেন; সঙ্গে আছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র (ছোট নরেন)।

ছোট নরেনের কপালে একটি আব আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে তাঁকে বলছেন - তুই আবটা কাট না, ও তো গলায় নয় - মাথায়। ওতে আর কি হবে - লোকে একশিরা কাটাচ্ছে।

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে অনেক ভক্ত উপস্থিত; কথার মাঝে বলছেন - আর 'এগিয়ে পড়' এ-কথাই বা বলি কেমন করে ! - সংসারী লোকদের *বেশি এগোতে গেলে সংসার-টংসার ফক্কা হয়ে যায়!* কেশব সেন উপাসনা কচ্ছিল, - বলে, 'হে ঈশ্বর, তোমার ভক্তিনদীতে যেন ডুবে যাই।' সব হয়ে গেলে আমি কেশবকে বললাম, ওগো, তুমি ভক্তিনদীতে ডুবে যাবে কি করে ? ডুবে গেলে, চিকের ভেতর যারা আছে তাদের কি হবে। তবে এককর্ম করো - মাঝে মাঝে ডুব দিও, আর এক একবার আড়ায় উঠো!

বাস্তবতার প্রখর কথনে, বাগভঙ্গীতে সকল উপস্থিত ভক্ত হেসে উঠলেন।
এর কিছু সময় পরে, ডাক্তার রাখালদাস ঘোষ উপস্থিত, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের গলার রোগের চিকিৎসা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক্তারবাবুকে বলছেন - বাবু আমার এটা ভাল করে দাও। তারপরেই সহাস্যে বলছেন - ডাক্তার নারায়ণ। আমি সব মানি।
বালকরূপে কথামৃত বর্ষিত হচ্ছে - মহেন্দ্র সরকার জিব টিপেছিল, যেমন গরুর জিবকে টিপে। আবার বালকের মতোই ডাক্তারের জামায় বারবার হাত দিয়ে বলছেন - বাবু! বাবু! তুমি এইটে ভাল করে দাও! Laryngoscope দেখে আবার সহাস্যে বলছেন - বুঝেছি, এতে ছায়া পড়বে! বালকাবস্থায় স্থিতপ্রজ্ঞ।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

৬ সেপ্টেম্বর

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে, বেলা ৩টের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর অধরলাল সেনের বাড়ির বৈঠকখানায় অবস্থান করছেন। ঘর ভক্তে পরিপূর্ণ - নরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়, চুনীলাল বসু, প্রতাপচন্দ্র হাজরা, মাষ্টারমশাই, গায়ক বৈষ্ণবচরণ, পণ্ডিত শশধর এবং বাকিরা।

নরেন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করবেন, তবলা বাঁধছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের পর্যবেক্ষণ - তোর বাঁয়া যেন গালে চড় মারছে!

নরেন্দ্র দুইখানি গান দিয়ে শুরু করলেন - সুন্দর তোমার নাম দীন শরণ হে, যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে। সংগীতচয়নে শ্রীশ্রীঠাকুর কিঞ্চিৎ আমোদিত, সহাস্যে হাজরাকে বলছেন - প্রথম এই গান করে!

এরপরে গানের স্রোত, নৃত্যের প্রবাহ, শ্রীশ্রীঠাকুরের বারংবার সমাধি, এক আনন্দঘন পরিবেশ। গান শেষ হলে শ্রীশ্রীঠাকুর রঙ্গে রত।
সহাস্যে জানাচ্ছেন - হাজরা নেচেছিল।
নরেন্দ্র হেসে যোগ করলেন - আজ্ঞা, একটু একটু।
শ্রীশ্রীঠাকুর আবার হাসতে হাসতে কনফার্ম করছেন - একটু একটু ?
নরেন্দ্র এবারে হাসতে হাসতে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করলেন - ভুঁড়ি আর একটি জিনিস নেচেছিল। সকলকে হাসিয়ে, সঙ্গে নিজে হেসে শ্রীশ্রীঠাকুর পদ্যে পদপূরণ করলেন - সে আপনি হেলে দোলে - না দোলাতে আপনি দোলে।
কথা এগোচ্ছে। নরেন্দ্র জিজ্ঞেস করছেন - শ্রীশ্রীঠাকুর কি করে জানলেন শশধর পণ্ডিতের বাড়িওয়ালার স্বভাব ভাল নয়, তিনি তাদের ছোঁয়া জলের গেলাস থেকে জল খান নি।
শ্রীশ্রীঠাকুর কারণ ব্যাখ্যা করলেন না, কিন্তু সহাস্যে জানালেন এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে, ও-দেশে - সিওড়ে - হৃদের বাড়িতে। হাজরামশায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি সে ঘটনা বর্ণনা করলেন। ভ্রষ্টচরিত্রের এক ব্যক্তিকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর পেছন ফিরে বসেছিলেন।

৬ সেপ্টেম্বর

ভক্তসেবার জন্যে অধর এইবার আহ্বান জানাচ্ছেন। কিন্তু তিনি জাতে সুবর্ণবণিক, তাই দুই ভাই মহেন্দ্র এবং প্রিয়নাথ মুখার্জী, তাঁরা ব্রাহ্মণ, খেতে অনিচ্ছুক।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রশ্নে তাঁরা জানালেন - আজ্ঞা, আমাদের থাক।

দ্বিধাহীন শ্লেষ আছড়ে পড়লো - এঁরা সবই কচ্ছেন, শুধু ওইটেতেই সঙ্কোচ।

আবার তিনি পরমদয়াল, ভক্তের মনঃকষ্ট দূর করতে এক হাস্যকাহিনীর অবতারণা করলেন - একজনের শ্বশুর ভাসুরের নাম হরি, কৃষ্ণ - এই সব। এখন হরিনাম তো করতে হবে ? - কিন্তু হরে কৃষ্ণ, বলবার জো নাই। তাই সে জপ কচ্ছে -

ফরে ফৃষ্ট, ফরে ফৃষ্ট, ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফরে ফরে!
ফরে রাম, ফরে রাম, রাম রাম ফরে ফরে!

আগামীকাল, ৭ সেপ্টেম্বর, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের আনন্দের জন্য মহেন্দ্র এবং প্রিয়নাথ মুখার্জী কীর্তনের আয়োজন করেছেন; শ্যামদাস কীর্তনিয়া গাইবেন।

৭ সেপ্টেম্বর

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ভক্তদের ভিড়। আজ শ্যামদাসের কীর্তন হবে, বেলা ১১টা।

ঘোষপাড়ার সম্প্রদায় সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বলছেন - এ মতের লোকে পরস্পরের বাড়িতে খায়, কিন্তু অন্য মতের লোকের বাড়ি খাবে না। মল্লিকরা সরী পাথরের (সরস্বতী পাথর, জনৈক মহিলা ভক্ত) বাড়িতে গিয়ে খেলে তবু হৃদের বাড়িতে খেলে না। বলে ওরা 'জীব'।

বেলা বারোটা বাজছে, কীর্তন এখনো আরম্ভ হয়নি, ইতোমধ্যে গঙ্গায় বান এসেছে; শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তসঙ্গে বান দেখে এলেন। ঘরে পৌঁছে বলছেন, তোমাদের কারুরই ছাতাটা আনতে মনে নাই। ব্যস্তবাগীশ লোক কাছের জিনিসও দেখতে পায় না! একজন আরেকটি লোকের বাড়িতে টিকে ধরাতে গিছল, কিন্তু হাতে লন্ঠন জ্বলছে! একজন গামছা খুঁজে খুঁজে তারপর দেখে, কাঁধেতেই রয়েছে!

এই উপমামৃতে সকলে হেসে উঠলেন।

এরপরে কীর্তন এবং সংগীতপ্রবাহ শুরু হলো; শ্যামাদাসের কীর্তন ততো না জমলেও, কোন্নগরের নবাই চৈতন্য এবং স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুরের গানে সময় বিলুপ্ত।

সন্ধ্যেবেলা সমস্তকিছু সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পরে ডেপুটি অধর এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জানালেন - শ্যামদাসের কীর্তন...আমার তত ভালো লাগলো না, উঠতে ইচ্ছে হল না। ও লোকটার কথা তারপর শুনলাম। গোপীদাসের বদলি বলেছে - আমার মাথায় যত চুল তত উপপত্নী করেছে।

সকলের মুখে কৌতুকের হাসি।

হীনবুদ্ধি লোকের উপাসনার কষ্ট সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার অনুপম উপমা দিলেন - সুধামুখীর রান্না - আর না, আর না, - খেয়ে পায় কান্না! সকলে হেসে লুটোপুটি।

৭ সেপ্টেম্বর

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর এক দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন, মূলতঃ অধরের সঙ্গে, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি সম্বন্ধে। বহু উদাহরণ, ব্যাখ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর শেষ করলেন এই বলে, কারণ অধর খানিক নাছোড়বান্দা, - আপনি হাকিম - কি বলবো! - যা ভালো বোঝ তাই করো। আমি মূর্খ।

অধর এবারে সহাস্যে বাকিদের বলছেন, তিনিও ভক্তপ্রবর, - উনি আমাকে এগজামিন কচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে যোগ করলেন - নিবৃত্তিই ভাল। দেখ না আমি সই কল্লাম না। ঈশ্বরই বস্তু আর বাকি সব অবস্তু।

\- - - - - -

ঠিক এক বছর আগে, ১৮৮৩ সালে, সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে মাষ্টারমশাই উপস্থিত। তত্ত্বকথা আলোচনার মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুর জানালেন, হাজরা মশায় সম্বন্ধে, হাজরা আর-জন্মে দরিদ্র ছিল, তাই অত ঐশ্বর্য দেখতে চায়। হাজরা এখন আবার বলেছে, রাঁধুনি-বামুনের সঙ্গে আমি কি কথা কই ! আবার বলে, আমি খাজাঞ্চীকে বলে তোমাকে ওই সব জিনিস দেওয়াব!

হাজরা মশায়ের সাথে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই লীলামৃত শুনে মাষ্টারমশাই উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে আরো যোগ করলেন : ও ওই সব কথা বলতে থাকে, আর আমি চুপ করে থাকি।

খানিক আলোচনার পরে আবার মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন - আচ্ছা, হাজরা কেমন বল।

মাষ্টারমশাইয়ের সংক্ষিপ্ত উত্তর - ও একরকমের লোক! - শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসলেন, তারপর দু-এক কথার পরেই সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন - অচিনে গাছ শুনেছ?

৭ সেপ্টেম্বর

মাষ্টারমশাই জানালেন, সে গাছের নাম তিনি শোনেননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর শেখাচ্ছেন -সে একরকম গাছ আছে - তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না।

মাষ্টারমশাই এক অনুসরণীয় উপসংহার টানলেন - *আপনাকে যে যত বুঝবে সে ততই উন্নত হবে*।

৯ সেপ্টেম্বর

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের ঘরে, ছোট খাটে বসে আছেন, দুপুরের আহার হয়ে গেছে, বেলা ১টা-২টা হবে। ঘরে উপস্থিত রাখাল, মাষ্টারমশাই, রতন, রামলাল, রাম চ্যাটার্জী এবং হাজরা।

আজ প্রথম থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদন।
রতন, যদু মল্লিকের বাগানের তত্ত্বাবধায়ক। তিনি জানাচ্ছেন - যদুবাবুর বাড়ির চুরি ধরার জন্য থালা চালা হবে।
শ্রীশ্রীঠাকুর কৌতূহলী, সহাস্যে জিজ্ঞেস করছেন - কিরকম থালা চলে ? - আপনি চলে?
রতন জানালেন - না, হাত চাপা থাকে।
আরো কিছু কথাবার্তা চলার পর কতগুলি বাঙালি ভদ্রলোক উপস্থিত হলেন। তাঁরা তান্ত্রিক সাধনা করেন, কিন্তু যথেষ্ট হীনভাব। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের প্রতি খুব প্রসন্ন নন, তাই সহাস্যে জিজ্ঞেস করছেন - অচলানন্দ কোথায় ? কালীকিংকর সেদিন এসেছিল, আর একজন কি সিঙ্গী, - অচলানন্দ ও তার শিষ্যদের ভাব আলাদা। আমার সন্তান ভাব।
অচলানন্দের সাধন পথ এবং ব্যবহারিক আচরণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে তাঁর যথেষ্ট পার্থক্য ছিল।
এইরূপ তান্ত্রিক এবং হঠযোগীদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করে শ্রীশ্রীঠাকুর এবারে গল্প বলছেন - একজন স্যাকরা তার তালুতে জিব উল্টে গিছল, তখন তার জড় সমাধির মত হয়ে গেল। - আর নড়েচড়ে না। অনেকদিন ওই ভাবে ছিল, সকলে এসে পূজা করত। কয়েক বৎসর পরে তার জিব হঠাৎ সোজা হয়ে গেল। তখন আগেকার মতো চৈতন্য হলো, আবার স্যাকরার কাজ করতে লাগলো।
সকল ভক্ত এ কাহিনীতে হেসে উঠলেন।

শুদ্ধভক্তি এবং সংকীর্ণ বিষয়বুদ্ধি ও সাংসারিক সুখভোগের জন্যে ধর্মের আশ্রয় - এই দুই ব্যাপারে শ্রীশ্রীঠাকুর এর পরে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করলেন। আগন্তুক বাবুরা নীরবে বিদায় নিলেন।

৯ সেপ্টেম্বর

তাঁরা চলে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর অল্প হেসে বলছেন - চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। প্রবাদের বাস্তব রূপ চোখের সামনে দেখে সকলের মুখে হাসি।

বিশ্বাসহীন পূজা, জপ এবং সন্ধ্যাদিক্রিয়া সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বর্ণনা করছেন - গঙ্গার ঘাটে নাইতে এসেছে দেখেছি। যত রাজ্যের কথা! বিধবা পিসি বলছে, মা, দুর্গাপূজা আমি না হলে হয় না - শ্রীটি গড়া পর্যন্ত। বাটীতে বিয়ে-থাওয়া হলে সব আমায় করতে হবে মা - তবে হবে। এই ফুলশয্যের যোগাড়, খয়েরের বাগানটি পর্যন্ত!

মাষ্টারমশাই খানিক সহানুভূতি প্রকাশ করলেন - এরা কি নিয়ে থাকে।

কিন্তু মন-মুখের কপটতা যেখানে, শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্লেষ সেখানে বিরামহীন।

ছাদের উপর ঠাকুরঘর, নারায়ণপূজা হচ্ছে। পূজার নৈবেদ্য, চন্দন ঘষা - এই সব হচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরের কথা একটি নাই। কি রাঁধতে হবে, - আজ বাজারে কিছু ভাল পেলে না, - কাল অমুক ব্যঞ্জনটি বেশ হয়েছিল! ও ছেলেটি আমার খুড়তুত ভাই হয়, - হাঁরে তোর সে কর্মটি আছে ? - আর আমি কেমন আছি! - আমার হরি নাই! এই সব কথা।

দেখ দেখি, ঠাকুরঘরে পূজার সময় এই সব রাজ্যের কথাবার্তা!

সন্ধ্যেতে শ্রীশ্রীঠাকুর মাষ্টারমশাইকে বর্ণনা করছেন - বিভুরূপে তিনি সর্বভূতে আছেন, কিন্তু শক্তিবিশেষ।...মানুষের ভিতর ঠগ, জুয়াচোর আছে , আবার বাঘের মতো ভয়ানক লোকও আছে। আমি বলি, ঠগ নারায়ন, বাঘ নারায়ণ।

মাষ্টারমশাই হাসতে হাসতে পাদপূরণ করলেন - আজ্ঞা, তাদের দূর থেকে নমস্কার করতে হয়। বাঘ নারায়ণকে কাছে গিয়ে আলিঙ্গন করলে খেয়ে ফেলবে।

১৪ সেপ্টেম্বর

১৮৮৪ সালে আজ সারাদিনে অনেক হাসি, অনেক কৌতুক, অনেক রঙ্গ। শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে, তাঁর ঘরে; রবিবার বলে বহু ভক্তের সমাগম সেদিন।

প্রথম রঙ্গের সূত্রপাত সকাল দশটা-এগারোটার সময়। জ্ঞানবাবু এসেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৌতুকপূর্ণ উক্তি - কি গো, হঠাৎ যে জ্ঞানোদয়!

ভক্ত-ভগবানের লীলা মধুর; জ্ঞানবাবু তাই সহাস্যে উত্তর দিলেন - আজ্ঞা, অনেক ভাগ্যে জ্ঞানোদয় হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে রোগবিচার করে বিধান নির্দেশ করলেন - তুমি জ্ঞান হয়ে অজ্ঞান কেন ? ও বুঝেছি, সেখানে জ্ঞান সেইখানেই অজ্ঞান ! বশিষ্ঠদেব অত জ্ঞানী, পুত্রশোকে কেঁদেছিলেন! তাই তুমি জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। অজ্ঞান কাঁটা পায়ে ফুটেছে, তুলবার জন্যে জ্ঞান কাঁটার দরকার। তারপর তোলা হলে দুই কাঁটাই ফেলে দেয়।

এরপরের দৃশ্য মধ্যাহ্নের।

বকুলতলায় বেঞ্চের মত যে বসবার জায়গা, সেখানে কয়েকজন ভক্ত গল্প করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঝাউতলায় যাওয়ার পথে ওখানে বসলেন। তখন হাজরা ছোট গোপালকে অনুরোধ করছেন - এঁকে (শ্রীশ্রীঠাকুরকে) একটু তামাক খাওয়াও।
কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর হাজরার মনোভাব ধরে ফেলেছেন! সহাস্যে উক্তি করলেন - তুমি খাবে তাই বল। প্রকাশ্যে হাঁড়ি ভেঙে যাওয়ায় সকলে হেসে উঠলেন।

মুখার্জি ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে একজন হাজরাকে বললেন - আপনি এঁর কাছ থেকে অনেক শিখেছেন। কিন্তু হাজরা উত্তর দেওয়ার আগেই শ্রীশ্রীঠাকুর কৌতুকভরে জানালেন - না, এঁর বাল্যকাল থেকেই এই অবস্থা। আবার সকলের হাসি!

ওদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে এক নতুন সাধক এসেছেন। পঞ্চাশের উপর বয়স, তমোগুণী ভক্ত, অনেক শ্লোক,শাস্ত্র ইত্যাদি কণ্ঠস্থ। তিনি শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করে তর্ক শুরু করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর কুতর্কের অবসানের জন্য বলছেন - ও থাক থাক ! সাধন না করলে শাস্ত্রের মানে বোঝা যায় না।

১৪ সেপ্টেম্বর

আরো কিছু আলোচনা হওয়ার পর সেই ব্যক্তি কিঞ্চিত উত্তেজিত হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছেন - আপনি তাঁকে যদি জানতে পেরেছেন বলুন - প্রত্যক্ষই হোক আর অনুভবেই হোক। শ্রীশ্রী ঠাকুর সাধকের অন্তঃকরণ বুঝে ঈষৎ হাসতে হাসতে বলছেন - কি বলবো! কেবল আভাস বলা যায়।

এরপর সারা দুপুর ধরে বিকেল পর্যন্ত অজস্র গান, একের পর এক - নরেন্দ্রের, শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজের গলায়, কোন্নগরের গায়কের - কালোয়াতি গান, রাগ রাগিনী, শ্যামাসঙ্গীত, ব্রহ্মসংগীত, একের পর এক।

অবশেষে কোন্নগরের গায়ককে শ্রীশ্রীঠাকুর বিনীত ভাবে বলছেন - বাবু, একটি আনন্দময়ীর নাম! অর্থাৎ আরেকটি নামগান শুনতে চান। কিন্তু অনেক গাওয়া হয়ে গেছে তাই গায়ক বলে বসলেন - মহাশয়, মাফ করবেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর নাছোড়বান্দা; হাতজোড় করে জোরাজুরি, অবশেষে বললেন - বাপু! তুমি ব্রহ্মময়ীর ছেলে! তিনি ঘটে ঘটে আছেন!... চাষা গুরুকে বলেছিল - 'মেরে মন্ত্র লব!' গায়ক সহাস্যবদনে বলছেন - জুতো মেরে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণাম করতে করতে সহাস্যে উত্তর দিলেন - অতদূর নয়।

আবার গান, আবার শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবস্থায়; একটু বাদে বাকি ভক্তদের সঙ্গে সেই তমোগুণী ভক্ত সম্বন্ধে বাক্যালাপ করছেন। জানালেন : আমি সবরকম সাধুকে মানি।

প্রত্যুত্তরে নরেন্দ্র হাসতে হাসতে বলছেন - কি, হাতি নারায়ণ? সবই নারায়ণ।

শ্রীশ্রীঠাকুরও হাসতে হাসতেই উত্তর দিলেন - তিনি বিদ্যা-অবিদ্যারূপে লীলা কচ্ছেন। দুই-ই আমি প্রণাম করি। চন্ডীতে আছে, তিনিই লক্ষ্মী। আবার হতভাগার ঘরে অলক্ষী।

ভবনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন - এটা কি বিষ্ণুপুরাণে আছে?

ভবনাথ সেসব ঠিক জানেন না, তবে সহাস্যে জানালেন - কোন্নগর এর ভক্তরা আপনার সমাধি অবস্থা আসছে বুঝতে না পেরে উঠে যাচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর রঙ্গ শুরু করলেন - কে আবার বলছিল - তোমরা বসো।

১৪ সেপ্টেম্বর

ভবনাথ সহাস্যে জানালেন সেইটি তিনিই।

শ্রীশ্রীঠাকুর : তুমি বাছা ঘটাতেও যেমন, আমার তাড়াতেও তেমনি।

কিছু পরে হরিনাম মাহাত্ম্যের কথা হচ্ছে।
শ্রীশ্রী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন - চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার করেছিলেন - অতএব ভাল।
তারপরই সহাস্যে উপমা দিচ্ছেন - চাষারা নিমন্ত্রণ খাচ্ছে - তাদের জিজ্ঞাসা করা হল, তোমরা আমড়ার অম্বল খাবে ? তারা বললে, যদি বাবুরা খেয়ে থাকেন তাহলে আমাদের দেবেন। তাঁরা যেকালে খেয়ে গেছেন সেখানে ভালই হয়েছে।
উপমারঙ্গে সকলে হাসিতে গড়াগড়ি।

সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যদু মল্লিকের বৈঠকখানায় এসেছেন। সেখানে চিত্র দর্শন, যদু মল্লিকের সঙ্গে বাক্যালাপ, গান ইত্যাদি সমাপ্ত হলে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে সদর ফটকের কাছে এসেছেন। প্রিয় মুখুজ্জে হাসতে হাসতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানালেন - মহেন্দ্র বাবু পালিয়ে এসেছেন।
শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন - এঁর সঙ্গে তোমরা সর্বদা দেখা করো আর কথাবার্তা কয়ো। প্রিয় মুখুজ্জে প্রত্যুত্তরে জানালেন উনি এখন আমাদের মাস্টারি করবেন। এইবার বর্ষিত হলো উপমামৃত - গাঁজাখোরের স্বভাব গাঁজাখোর দেখলে আনন্দ করে। আমির এলে কথা কয় না। কিন্তু যদি একজন লক্ষীছাড়া গাঁজাখোর আসে, তবে হয়তো কোলাকুলি করবে। সকল উপস্থিতজনের মুখে হাসি।

কিছুক্ষণ পরে যদু মল্লিকের কৃপণতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে ভক্তদের রঞ্জিত করছেন - যদু বলছিল, একটাকার জায়গা হতে (চৈতন্যলীলা যাত্রা) বেশ দেখা যায় - সস্তা। একবার আমাদের পেনেটি নিয়ে যাবার কথা হয়েছিল - যদু আমাদের চলতি নৌকায় চড়তে বলেছিল। ভারী হিসাবী - যেতে মাত্রই বলে কত ভাড়া - আমি বলি তোমার আর শুনে কাজ নেই, তুমি আড়াই টাকা দিয়ো - তাইতে চুপ করে থাকে আর আড়াই টাকাই দেয়। সকলে হেসে লুটোপুটি।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

১৯ সেপ্টেম্বর

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে মহালয়া। শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে বসে আছেন, দুপুর দুটো, ঘরে অনেকে উপস্থিত। শ্রী মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞেস করছেন যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির মুক্তির উপায় কি। কঠোর বাস্তব শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বর্ণনা করছেন, সঙ্গে টিপ্পনী - কামনা থাকতে - ভোগ লালসা থাকতে - মুক্তি নাই। তাই খাওয়া-পরা, রমণ-ফমণ সব করে নেবে। তুমি কি বল ? স্বদারায় না পরদারায়?

মাষ্টারমশাই, মহেন্দ্র মূখুজ্জে হাসতে আরম্ভ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আরো জানাচ্ছেন : ভোগ লালসা থাকা ভাল নয়। আমি তাই জন্য যা যা মনে উঠতো অমনি করে নিতাম। ... ধনেখালির খইচুর, খানাকুল কৃষ্ণনগরের সরভাজা, তাও খেতে সাধ হয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাশ্রবণে ভক্তগণ আমোদিত।

বেলা প্রায় তিনটের সময় শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামীর আগমন ঘটলো। তিনি অদ্বৈত আচার্যের বংশের, স্বভাবে বৈষ্ণবোচিত বিনয়, কিন্তু মনে কিঞ্চিৎ গোঁড়ামি। শ্রীশ্রীঠাকুর হাস্যরসের মাধ্যমে, ভক্তদের হাসিয়ে, কথোপকথন শুরু করলেন : অদ্বৈতগোস্বামীর বংশ, - আকরের গুণ আছেই! নেকো আমের গাছে নেকো আমই হয়। খারাপ আম হয় না। তবে মাটির গুণে একটু ছোট বড় হয়।

গোস্বামীর ভাব-সংশোধন উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর একের পর এক সহাস্যামৃত বিতরণ করছেন :
- দীনতা; আচ্ছা, ও তো আছে। আর এক আছে, 'আমি হরিনাম কচ্ছি, আমার আবার পাপ! যে রাতদিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' 'আমি অধম' 'আমি অধম' করে, সে তাই হয়ে যায়। কি অবিশ্বাস! তাঁর নাম এত করেছে আবার বলে, 'পাপ, পাপ!'

- আমি সবরকম করেছি - সব পথই মানি। শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি। এখানে তাই সব মতের লোক আসে।... একজনের একটি রঙের গামলা ছিল। গামলার আশ্চর্য গুণ যে, যে রঙে কাপড় ছোপাতে চাইবে তার কাপড় সেই রঙেই ছুপে যেত। কিন্তু একজন চালাক লোক বলেছিল, তুমি যে রঙে রঙেছো, আমায় সেই রঙটি দিতে হবে।

১৯ সেপ্টেম্বর

- বারোয়ারিতে নানা মূর্তি করে, - আর নানা মতের লোক যায়।... তবে যাদের ঠাকুরের দিকে মন নাই তাদের আলাদা কথা। বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে,- বারোয়ারিতে এমন মূর্তিও করে। আর ও সব লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখে, আর চিৎকার করে বন্ধুদের বলে, 'আরে ওসব কি দেখছিস, এদিকে আয়! এদিকে আয়!

গোস্বামী বিদায় নিলে, বেলা পাঁচটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বলেছিলেন - কেন একঘেয়ে হব ? ওরা বৈষ্ণব আর গোঁড়া, মনে করে আমাদের মতই ঠিক, আর সব ভুল। যে কথা বলেছি, খুব লেগেছে। হাতির মাথায় অঙ্কুশ মারতে হয়। মাথায় নাকি ওদের কোষ থাকে।

কিন্তু, তার আগে মুখুজ্জে ভ্রাতৃদ্বয়ের ছোটজনার সঙ্গেও কিছু রঙ্গকথা হয়েছে। প্রিয়নাথকে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে নির্দেশ দিচ্ছেন - একটু উদ্দীপন হচ্ছে বলে চুপ করে থেকো না। এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পর আরও আছে - রূপার খনি, সোনার খনি!

প্রিয়নাথ হাসতে হাসতে বাস্তব বর্ণনা করলেন - আজ্ঞা, পায়ে বন্ধন - এগুতে দেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অতিসরল সমাধান : পায়ে বন্ধন থাকলে কি হবে ? - মন নিয়ে কথা।

সেদিন রাত প্রায় নটার সময়, ঠাকুরবাড়ির ব্রাহ্মণ-পাচক এবং পরিচারকেরা একত্রে বিষ্ণুঘরের সামনে নাম সংকীর্তন করছে। তাদের উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর রঙ্গরূপে অবতীর্ণ - আমি মনে করলাম, তোমাদের সঙ্গে নাচবো। গিয়ে দেখি যে ফোড়ন-টোড়ন সব পড়েছে - মেথি পর্যন্ত। আমি আর কি দিয়ে সম্বরা করব। সকল উপস্থিত জন আমোদিত, হাস্যমুখ।

২১ সেপ্টেম্বর

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে অনেকগুলি ভক্ত সমবেত। বালক-ভক্ত নারাণের মা কিছুদিন আগে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসেছিলেন, সেইটি সহাস্যে বর্ণনা করছেন, আর সে বর্ণনায় উপস্থিত ভক্তগণও হাস্যমুখর : তার মা সেদিন এসেছিল। অভিমানী দেখে ভয় হল। তারপর তোমরা এখানে আসো, কাপ্তেন আসে - এ-সব সেদিন দেখতে পেলে। তখন অবশ্য ভাবলে যে, শুধু নারাণ আসে আর আমি আসি, তা নয়। মিছরি এ-ঘরে ছিল তা দেখে বললে, বেশ মিছরি! তবেই জানলে খাবার-দাবার কোন অসুবিধা নাই।

তাদের সামনে বুঝি বাবুরামকে বললুম, নারাণের জন্য আর তোর জন্য এই সন্দেশ গুলি রেখে দে। তারপর গনির মা ওরা সব বললে, মা গো, নৌকাভাড়ার জন্য যা করে! আমায় বললে যে আপনি নারাণকে বলুন যাতে বিয়ে করে। সে কথায় বললুম, ও-সব অদৃষ্টের কথা। ওতে কথা দেব কেন ?

ভালো করে পড়াশুনা করে না; তাই বললে, আপনি বলুন, যাতে ভাল করে পড়ে। আমি বললুম, পড়িস রে। তখন আবার বলে, একটু ভাল করে বলুন।

এর কিছুক্ষণ পরের ঘটনা। শ্রীশ্রীঠাকুর আজ কলকাতায় স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখতে যাবেন। কোন সিটে বসলে ভালো দেখা যায়, সেই নিয়ে ভক্তদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। কারুর মত, এক টাকার সিট; আবার ভক্তপ্রবর রাম দত্ত বলছেন, কেন, উনি বক্সে বসবেন। এই আর্থিক আলোচনা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর আমোদিত, হাসছেন। পরে মাষ্টারমশায়ের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর জানিয়েছিলেন : রাম সব রজোগুণের কথা বলছে। এত বেশি দাম দিয়ে বসবার কি দরকার।

টিকিটের আলোচনা শেষে, অমৃতপ্রসঙ্গ পুনরায় প্রবাহিত হতে শুরু করলো। কথাপ্রসঙ্গে রামবাবু জানালেন - কেশব সেন বলতেন, ওঁর কাছে লোকে অত যায় কেন ? একদিন কুটুস করে কামড়াবেন, তখন পালিয়ে আসতে হবে।

২১ সেপ্টেম্বর

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে জানাচ্ছেন তিনি ঐরূপ নন!
- কুটুস করে কেন কামড়াব ? আমি তো লোকদের বলি, এও কর, ওও কর; সংসারও কর; ঈশ্বরকেও ডাক। সব ত্যাগ করতে বলি না।
- আমি কেশবকে বললাম, একেবারে সবাই ডুব দিলে কি হবে! তাহলে এদের দশা কি হবে ? এক-একবার আড়ায় উঠো; আবার ডুব দিও, আবার উঠো! কেশব আর সকলে হাসতে লাগল।

বিকেল পাঁচটার কিছু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর হাতিবাগানে মহেন্দ্র মুখার্জীর ময়দার কলে, তক্তপোশের উপর পাতা সতরঞ্চিতে বসে, ঈশ্বর প্রসঙ্গ করছেন - বলছেন : তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন; তবে কোনওখানে বেশি শক্তির, কোনখানে কম শক্তির প্রকাশ। হাজরা আবার বলে, ভগবানকে পেলে তাঁর মতো ষড়ৈশ্বর্যশালী হয়, ষড়ৈশ্বর্য থাকবে ব্যবহার করুক আর না করুক।

মাষ্টারমশাই একটু টিপ্পনী কাটলেন - ষড়ৈশ্বর্য হাতে থাকা চাই। সকল উপস্থিতজন সে কথায় আমোদিত।
শ্রীশ্রীঠাকুরও হাসছেন - হাঁ, হাতে থাকা চাই! কি হীনবুদ্ধি! যে ঐশ্বর্য কখন ভোগ করে নাই, সেই ঐশ্বর্য ঐশ্বর্য করে অধৈর্য হয়। যে শুদ্ধভক্ত সে কখনও ঐশ্বর্য প্রার্থনা করে না।
রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় স্টার থিয়েটারে উপস্থিত হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর 'বালকের ন্যায় আনন্দিত হইয়াছেন'। সহাস্যে মাষ্টারমশাইকে জানাচ্ছেন - বাঃ, এখান বেশ! এসে বেশ হল। অনেক লোক একসঙ্গে হলে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই, তিনিই সব হয়েছেন। অভিনয় দেখে অতীব প্রীত শ্রীশ্রীঠাকুর ফেরার আগে সহাস্যে জানিয়ে এলেন, আসল নকল এক দেখলাম।

২২ সেপ্টেম্বর

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতায়, অধরচন্দ্র সেনের বৈঠকখানায় শুভাগমন করেছেন। অনেকেই উপস্থিত, তাঁদের মধ্যে ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাক্যালাপ চলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ইশানবাবুকে বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনে নির্দেশ দিচ্ছেন, ইশানবাবুও হাসিমুখে সেইগুলি বলে চলেছেন, ভক্তরাও তত্ত্বকথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত।

"শিশুর চিঠি পাঠানোর গল্প"

একটি ছেলে শুনলে যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই সে প্রার্থনা জানাবার জন্য ঈশ্বরকে একখানি চিঠি লিখে ডাকবাক্সে ফেলে দিছিল। ঠিকানা দিছিল, স্বর্গ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সংযোজন : দেখলে! এই বালকের মতো বিশ্বাস!

কর্মত্যাগের কথা

গঙ্গাতীরে সকলে সন্ধ্যা করছে, একজন করছে না। তাকে জিজ্ঞেস করায় সে বললে, আমার অশৌচ হয়েছে, সন্ধ্যা করতে নাই। মরণাশৌচ, আর জন্মাশৌচ দুইই হয়েছে।

সমন্বয়ের কথা, সব মত দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়

হরি-হরের ধাতু এক, কেবল প্রত্যয়ের ভেদ, যিনিই হরি তিনিই হর।

সাধুর হৃদয় সকলের চেয়ে বড়

সকলের চেয়ে বড় পৃথিবী, তার চেয়ে বড় সাগর, তার চেয়ে বড় আকাশ। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু এক পদে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবন অধিকার করেছিলেন। সেই বিষ্ণুপদ সাধুর হৃদয়ের মধ্যে। তাই সাধুর হৃদয় সকলের চেয়ে বড়।

এরপরে বিবিধ প্রসঙ্গ আলোচনার ফাঁকে ঈশানের প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের বাস্তবোচিত উপদেশ - .. তুমি ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের নিয়ে বেশি মাখামাখি করো না। ওদের চিন্তা দুপয়সা পাবার জন্য! আমি দেখেছি, ব্রাহ্মণ স্বস্ত্যয়ন করতে এসেছে, চণ্ডীপাঠ কি আর কিছু পাঠ করছে। তা দেখেছি অর্ধেক পাতা উল্টে যাবে।

বর্ণনারঙ্গে সকল উপস্থিতজনে হাসিতে লুটোপুটি।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

২৩ সেপ্টেম্বর

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে তাঁর ঘরে বসে আছেন। বহু ভক্ত উপস্থিত। ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিতের কথা শ্রীশ্রীঠাকুর বর্ণনা করছেন - পণ্ডিতও ছিল, সাধকও ছিল। শাক্ত সাধক। মার ভাবে মাঝে মাঝে উন্মত্ত হয়ে যেত! আবার রঙ্গরস যোগ করছেন, প্রথম প্রথম একটু গোঁড়া শাক্ত ছিল; তুলসীপাতা দুটো কাঠি করে তুলত - ছুঁত না - ..., ভক্তগণ হাস্যে আমোদিত।

মধ্যাহ্ন সেবার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্রামরত, খোঁজ নিচ্ছেন গান-বাজনা কে কি শিখছে, মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি নাকি গান শিখেছ? মাষ্টারমশাই রসিক ব্যক্তি, সহাস্যে উত্তর দিলেন - আজ্ঞে না; অমনি উঁ আঁ করি।

বেলা প্রায় ৪টা। ঝাউতলা থেকে ফিরে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় পাতা সতরঞ্জিতে বসলেন। সুবর্ণবণিকদের মধ্যে কারু কারু স্বভাব একজন ভক্ত বর্ণনা করছেন, সে সকল শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর রঙ্গরসে আমোদিত, কিন্তু নিজে কোনো মত দিচ্ছেন না। তাঁরা রুটিঘণ্ট ভালোবাসেন, সাথে তরকারি থাকুক আর না থাকুক; খুব সরেস চল খান, আর জলযোগের সাথে ফল একটু চাইই; তাঁরা বিলিতি আমড়া ভালোবাসেন; বাড়িতে তত্ত্ব এলে সে তত্ত্ব কুটুম্ব বাড়িতে পাঠান, সেই কুটুম্ব সে তত্ত্ব আবার তাদের কুটুম্ব বাড়িতে পাঠাবে, এই করে ঘুরতে থাকে; রান্না সবসময়ে উড়ে বামুনে করে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুব হাসছেন।

২৬ সেপ্টেম্বর

১৮৮৩ সালের আজকের দিনটি বুধবার। মাষ্টারমশাই দুপুর তিনটের সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে উপস্থিত - সপ্তাহের মধ্যের দিন বলে ভক্তসমাগম অতি নগণ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন - হ্যাঁগা, নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ? নরেন্দ্র বলেছে, উনি এখনও কালীঘরে যান; যখন ঠিক হয়ে যাবে, তখন আর কালীঘরে যাবেন না।

আরো জানাচ্ছেন : এখানে মাঝে মাঝে আসে বলে বাড়ির লোকেরা বড় ব্যাজার। সেদিন এখানে এসেছিল, গাড়ি করে। সুরেন্দ্র গাড়িভাড়া দিছল। তাই নরেন্দ্রর পিসী সুরেন্দ্রের বাড়ি গিয়ে ঝগড়া করতে গিছল।

আবার কথাপ্রসঙ্গে কেশব সেনের কথা এলো। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে, রহস্যের ছলে মাষ্টারমশাইকে বলছেন - আচ্ছা, কেশব সেন এত বদলাল কেন, বল দেখি ?

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই উত্তর দিচ্ছেন - এখানে কিন্তু খুব আসত। এখান থেকে নমস্কার করতে শিখলে। একদিন বললুম, সাধুদের ওরকম করে নমস্কার করতে নাই। একদিন ঈশানের সঙ্গে কলকাতায় গাড়ি করে যাচ্ছিলুম। সে কেশব সেনের সব কথা শুনলে। হরিশ বেশ বলে, এখান থেকে সব চেক পাশ করে নিতে হবে; তবে ব্যাঙ্কে টাকা পাওয়া যাবে।

একবছর পরে, ১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শারদীয়া দুর্গাপূজার সপ্তমী। শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতায় আসছেন, অধরচন্দ্র সেনের বাড়িতে প্রতিমাদর্শন করবেন, তার আগে শিবনাথ শাস্ত্রীর সাথে দেখা করবেন। কিন্তু শিবনাথ তাঁর বাড়িতে অনুপস্থিত, তখন ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সাদরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গেলেন, খানিক অপেক্ষা যদি শিবনাথ ফিরে আসেন।

উপবিষ্ট হয়েই শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে রঙ্গরসের অবতারণা করলেন : শুনলাম, এখানে নাকি সাইনবোর্ড আছে। অন্য মতের লোক নাকি এখানে আসবার জো নাই!

২৬ সেপ্টেম্বর

কথাপ্রসঙ্গে অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলছেন ধর্মদ্বেষহীনতার কথা। তারপর সকলকে হাসিয়ে উপমা দিচ্ছেন : আমার ভাব কি জানো ? আমি মাছ সবরকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব! আমি মাছ ভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, টকের মাছ, বাটি-চচ্চড়ি - এ-সব তাতেই আছি। আবার মুড়িঘন্টোতেও আছি, কালিয়া পোলোয়াতেও আছি।

বিজয়ের প্রতি সহাস্যে মন্তব্য করলেন - তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো বলে তোমার নাকি বড় নিন্দা হয়েছে ? যে ভগবানের ভক্ত তার কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই। যেমন কামারশালের নাই! হাতুড়ির ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্বিকার।

বিজয় জানাচ্ছেন তাঁর বেশি অবসর নাই, কাজে আবদ্ধ থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মন্তব্য করলেন : তোমরা আচার্য, ... আচার্যের ছুটি নাই। নায়েব একধার শাসিত কল্লে পর, জমিদার আর-একধার শাসন করতে তাকে পাঠান। তাই তোমার ছুটি নাই।

উপমারঙ্গে উপস্থিত সকলে হাস্যমুখরিত।

বিজয় অনুরোধ করছেন কিছু উপদেশের জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দিরের চারিদিকে বেশ করে তাকিয়ে সহাস্যে মন্তব্য করলেন : এ একরকম বেশ! সারে মাতে সারেও আছে, মাতেও আছে। আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। নক্স খেলা জান ? সতের ফোঁটার বেশি হলে জ্বলে যায়। একরকমের তাস খেলা। যারা সতের ফোঁটার কমে থাকে, যারা পাঁচে থাকে, সাতে থাকে, দশে থাকে, তারা সেয়ানা। আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি।

তাঁর সে উপমাচয়নে, বাচনভঙ্গিতে সকলের হাসি বাঁধভাঙা।

২৮ সেপ্টেম্বর

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শারদীয়া দুর্গাপূজার মহাষ্টমী তিথি; অধর সেনের বাড়িতে প্রতিমাদর্শনের আগে শ্রীশ্রীঠাকুর রাম দত্তের বাড়ি হয়ে যাবেন। বহু জন উপস্থিত। তাঁদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়কে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহাস্য মন্তব্য : আজ বেশ মিলেছে। দুজনেই একভাবের ভাবী।

অতি সুমধুরভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যক্ত করছেন চারখানি ভাব তাঁর মনে বর্তমানকালে উঠেছে : বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল খাব। শিবনাথের সঙ্গে দেখা করব। হরিনামের মালা এনে ভক্তেরা জপবে, দেখব। আর আটআনার কারণ অষ্টমীর দিন তন্ত্রের সাধকরা পান করবে, তাই দেখব আর প্রণাম করব।

আলোচনা প্রবাহ বহমান। খাদ্যের দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে কথা হচ্ছে; নরেন্দ্র মন্তব্য করলেন - খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে যদৃচ্ছালাভই ভাল। শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যাখ্যা করলেন : অবস্থা বিশেষে উটি হয়। জ্ঞানীর পক্ষে কিছুতেই দোষ নাই।...ভক্তের পক্ষে উটি নয়।...এখন সব্বাইয়ের খেতে পারি না। এরপরেই হাস্যরসের সংযোজন : পারি না বটে, আবার এক-একবার হয়ও। কেশব সেনের ওখানে থিয়েটারে আমায় নিয়ে গিয়েছিল। লুচি,ছক্কা আনলে। তা ধোবা কি নাপিত আনলে, জানি না। বেশ খেলুম। সকলে আমোদিত।

এরপরেই ভক্তদের প্রতি তাঁর সেই অমর উক্তি : শূকর মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে টান থাকে, সে লোক ধন্য! আর হবিষ্য করে যদি কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে, তাহলে সে ধিক।

আবার রঙ্গভরে জানাচ্ছেন : আমার কামারবাড়ির দাল খেতে ইচ্ছা ছিল; ছেলেবেলা থেকে কামাররা বলত বামুনরা কি রাঁধতে জানে ? তাই খেলুম, কিন্তু, কামারে কামারে গন্ধ। সকলে হেসে লুটোপুটি।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

২৯ সেপ্টেম্বর

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শারদীয়া মহানবমী, শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে - ভবনাথ, বাবুরাম, নিরঞ্জন ও মাস্টার রয়েছেন। কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর জানাচ্ছেন পুরোনো অভিজ্ঞতা, হাজরা সম্বন্ধে : মা, হাজরা এখানকার মত উল্টে দেবার চেষ্টা কচ্চে। হয় ওকে বুঝিয়ে দে, নয় এখান থেকে সরিয়ে দে। তার পরদিন, সে আবার এসে বললে, হাঁ মানি। তখন বলে যে, বিভু সব জায়গায় আছেন।

ভবনাথ কিঞ্চিত বিস্ময়-আমোদিত, সহাস্যে বলছেন - হাজরার এই কথাতে আপনার এত কষ্ট বোধ হয়েছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন : আমার অবস্থা বদলে গেছে। এখন লোকের সঙ্গে হাঁকডাক করতে পারি না। হাজরার সঙ্গে যে তর্ক-ঝগড়া করব, এরকম অবস্থা আমার এখন নয়।

তারপর জানাচ্ছেন : যখন ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সব জিনিস চৈতন্যময় বোধ হয়। আমি শিবুর সঙ্গে আলাপ করতুম। শিবু তখন খুব ছেলেমানুষ - চার পাঁচ বছরের হবে। ও-দেশে তখন আছি। মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ হচ্ছে। শিবু বলছে, খুড়ো ওই চকমকি ঝাড়ছে! একদিন দেখি, সে একলা ফড়িং ধরতে যাচ্ছে। কাছে গাছে পাতা নড়ছিল। তখন পাতাকে বলছে, চুপ, চুপ, আমি ফড়িং ধরব।

বালকের সরলতার বাস্তব উদাহরণে সকলে আনন্দে হেসে উঠলেন।

রঙ্গ কাহিনী প্রবাহ আবার বইতে শুরু করলো : আর-একদিন রামলালের কাছে শুনেছিলুম, শরতের হিম ভাল। কি একটা শ্লোক আছে, রামলাল বলেছিল। আমি কলকাতা থেকে গাড়ি করে আসবার সময় গলা বাড়িয়ে এলুম, যাতে সব হিমটুকু লাগে। তারপর অসুখ!

দুপুর দুটোর সময়, ভবনাথ হঠাৎ দক্ষিণপূর্ব বারান্দা হতে গৈরিকবস্ত্রে, কমন্ডলু হাতে ব্রহ্মচারী বেশে সেজে উপস্থিত। তাঁর এই বেশ দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং উপস্থিত সকলে হাসছেন; হাসতে হাসতে শ্রীশ্রীঠাকুর মন্তব্য করলেন : ওর মনের ভাব ওই কিনা, তাই

ওই সেজেছে। নরেন্দ্রও হাস্যরসে যোগদান করলেন - ও ব্রহ্মচারী সেজেছে, আমি বামাচারী সাজি।

কিছু সময় পরে এক অতি ক্রোধি সাধু উপস্থিত, তিনি আপাততঃ পঞ্চবটিতে অবস্থান করছেন। এসেই তাঁর প্রশ্ন এখানে আগুন পাওয়া যাবে কি না। শ্রীশ্রীঠাকুর হাতজোড় করে, অতি বিনয়ের সাথে সে সাধুর সাথে ব্যবহার করলেন। সাধু চলে গেলে ভবনাথ হাসতে হাসতে বলছেন, আপনার সাধুর উপর কি ভক্তি ! শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে জানালেন ব্যাপারটির গূঢ়ার্থ : ওরে তমোমুখ নারায়ণ! যাদের তমোগুন, তাদের এইরকম করে প্রসন্ন করতে হয়। এ যে সাধু!

ঘরে গোলোকধাম খেলা হচ্ছে - ভক্তরা সকলে, হাজরামশায়ও খেলছেন; খেলার গতিপ্রকৃতি দেখে সকলে অত্যন্ত আনন্দিত, হো-হো করে সবাই হাসছেন।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর টাকা-মাটি মাটি-টাকার ঘটনাটি বর্ণনা করে বলছেন : তখন ভয় হল যে, মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন। লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য অবজ্ঞা কল্লুম। যদি খ্যাঁট বন্ধ করে। তখন বললুম, মা তোমায় চাই, আর কিছু চাই না; তাঁকে পেলে তবে সব পাব।

ভবনাথ হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন - এ পাটোয়ারী বুদ্ধি! শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে সমর্থন করলেন : হাঁ, ওইটুকু পাটোয়ারী! এরপরেই পাটোয়ারী বুদ্ধি নিয়ে একটি রঙ্গরসের উপমাত্মক কাহিনীর অবতারণা : ঠাকুর সাক্ষাৎকার হয়ে একজনকে বললেন, তোমার তপস্যা দেখে বড় প্রসন্ন হয়েছি। এখন একটি বর নাও। সাধক বললেন, ঠাকুর যদি বর দেবেন তো এই বর দিন, যেন সোনার থালে নাতির সঙ্গে বসে খাই। এক বরেতে অনেকগুলি হল। ঐশ্বর্য হল, ছেলে হল, নাতি হল। সকল উপস্থিত ভক্ত হাস্যরসে পরিপূর্ণ।

১ অক্টোবর

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বর থেকে অধরের বাড়ি আসছেন: সেখানে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদন, কেদার ও কিছু ভক্তকে জানাচ্ছেন : তোমাদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো - তা না হলে তোমরা খালি বাড়ি গিয়ে পড়তে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় দেখা হয়ে গেল।

কেদার বিনীতভাবে জানালেন ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুরেরই ইচ্ছা। শুনে তিনি হাসছেন।

বেশ খানিক সময় পরে, বঙ্গবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র প্রবেশ করলেন - সাকার-নিরাকার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। যোগেন্দ্র জানাচ্ছেন - ব্রাহ্মসমাজের ব্যাপার একটু সংশয়জনক। বারবছরের ছেলে, সেও নিরাকার দেখছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে তাঁর পর্যবেক্ষণের প্রশংসা করলেন : ইনি বেশ বলেছেন, সেও নিরাকার দেখছে।

তারপর গল্পচ্ছলে তত্ত্ব শেখাচ্ছেন : সব মানতে হয় গো - নিরাকার-সাকার সব মানতে হয়।...একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত পড়ে লোকে মনে করে, আমি সব বুঝে ফেলেছি। চিনির পাহাড়ে একটা পিঁপড়ে গিছল। একদানা চিনি খেয়ে তার পেট ভরে গেল। আর-একদানা মুখে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে, এবারে এসে পাহাড়টা সব নিয়ে যাব!

ভক্তরা আনন্দহাস্যে মুখরিত।

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে উপবিষ্ট।
কথাপ্রসঙ্গে জানাচ্ছেন : কেশব সেন উনি এখন দুইই-কর বলছেন। একদিন কুটুস করে কামড়াবেন। তা নয় - কামড়াব কেন ?
মণি মল্লিক প্রার্থনা করছেন - তাই যেন কামড়ান।
শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বলছেন : কেন ? তুমি তো, তাই আছ - তোমার ত্যাগ করবার কি দরকার ?

খানিক পরে পরমহংসের বালকের অবস্থাটি কিরূপ তা বুঝিয়ে বলছেন : ঘাস বনে একদিন কি কামড়ালে। আমি শুনেছিলাম, সাপে যদি আবার কামড়ায়, তাহলে বিষ তুলে লয়। তাই গর্তে হাত দিয়ে রইলাম। একজন এসে বললে - ও কি কচ্ছেন ? - সাপ যদি সেইখানটা আবার কামড়ায়, তাহলে হয়। অন্য জায়গায় কামড়ালে হয় না।

শরতের হিম ভাল, শুনেছিলাম - কলকাতা থেকে গাড়ি করে আসবার সময় মাথা বার করে হিম লাগাতে লাগলাম।

ভক্তেরা ঘটনামৃত শ্রবণে হাস্যরসে আমোদিত।

৫ অক্টোবর

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে উপবিষ্ট, মধ্যাহ্ন সেবার পরে। মেঝেতে অনেক ভক্ত উপস্থিত, হাজরামশায় তত্ত্বজ্ঞান ব্যাখ্যা করছেন। একজন ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন : পঞ্চভূত, ছয় রিপু, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় ইত্যাদি নিয়ে চব্বিশ তত্ত্ব।

তাঁর এই ভ্রান্ত ব্যাখ্যার প্রতি নির্দেশ করে মাষ্টারমশাই হাসতে হাসতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছেন - ইনি বলছেন ছয় রিপু চব্বিশ তত্ত্বের ভিতর ?
শ্রীশ্রীঠাকুরও ততোধিক আমোদিত, সহাস্যে উত্তর দিলেন : ওই দেখ না। তত্ত্বজ্ঞানের মানে কি করছে আবার দেখ। তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান! তৎ মানে পরমাত্মা, ত্বং মানে জীবাত্মা। জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক জ্ঞান হলে তত্ত্বজ্ঞান হয়।

হাজরামশাইকে নিয়েই আলোচনা চলছে। রামলালকে সহাস্যে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন : হ্যাঁরে রামলাল, হাজরা ওটা কি করে বলেছিল - অন্তস্ বহিস্ যদি হরিস্ ? যেমন একজন বলেছিল মাতারং ভাতারং খাতারং অর্থাৎ মা ভাত খাচ্ছে।

সকলের উচ্চহাস্যের মধ্যে রামলাল হাসতে হাসতে জানালেন আসল শ্লোকটি হলো - অন্তর্বহির্যদিহরিস্তপসা তত: কিম।

এইসময়ে দুই সাধু উপস্থিত হলেন, তাঁরা পঞ্চবটিতে অবস্থান করছেন, হিন্দিভাষী, বেদান্তসাধক। আলোচনাকালে শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপাপরবশ হয়ে তাঁদের পরমহংস অবস্থা প্রদর্শন করাচ্ছেন। আপনা-আপনি একটু একটু হাসছেন, আপনার আনন্দে আনন্দিত। মাষ্টারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলছে : হাসি পাচ্ছে। তারপর বালকের মত আপনা-আপনি অল্প অল্প হাসছেন।

সাধুরা বিদায় নিলে, খানিক পরে হরি মুখুজ্জে শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক সেজে এনে দিলেন। হুঁকা হাতে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর হরির হাত ওজন করছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন : ছেলেমানষি বুদ্ধি এখনও আছে; - দোষ এখনও কিছু হয় নাই। আমি হাত দেখলে খল কি সরল বলতে পারি। কেন, শ্বশুরবাড়ি যাবি - বউর সঙ্গে কথাবার্তা কইবি - আর ইচ্ছে হয় একটু আমোদ-আহ্লাদ করবি। কেমন গো ? শেষ প্রশ্নটি মাষ্টারমশাইয়ের উদ্দেশ্যে।

তাঁরা হেসে ফেললেন, হাসতে হাসতেই জানালেন সতর্কবাণী - আজ্ঞা, নতুন হাঁড়ি যদি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে আর দুধ রাখা যাবে না। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর অন্তর্যামী, সহাস্যে তিনি জিজ্ঞেস করছেন : এখন যে হয় নাই তা কি করে জানলে ?

বেলা তিনটার সময় সুগায়ক নীলকন্ঠ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে উপস্থিত। আজ সকালেই দক্ষিণেশ্বরে নবীন নিয়োগীর বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর গান শুনেছেন, সঙ্গে বাবুরাম ছিলেন। এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের টানে নীলকণ্ঠ এখানে এসেছেন। তিনি কৃতাঞ্জলি হয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন - আমায়ও ভালো করুন। উপমাসম্রাট শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বলছেন : তুমি তো ভাল আছ। 'ক'-য়ে আকার 'কা', আবার আকার দিয়ে কি হবে ? 'কা'-এর উপর আবার আকার দিলে সেই 'কা'-ই থাকে। তোমায় সংসারে রেখেছেন পাঁচজনের জন্য।

উপস্থিতজনে হাস্যরসে পরিপূর্ণ।

কিছু কথার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জানাচ্ছেন : তুমি সকালে অত গাইলে, আবার এখানে এসেছ কষ্ট করে। এখানে কিন্তু অনারারী (Honorary)।

নীলকন্ঠ প্রশ্ন করছেন কেন অনারারী।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদনে জানালেন : বুঝেছি, আপনি যা বলবেন।

নীলকন্ঠ সবিনয়ে জানালেন তিনি অমূল্য রতন নিয়ে যেতে এসেছেন।

এরপর শুরু হলো এক অনবদ্য, অমৃতময়, ভাগবত সঙ্গীতসন্ধ্যা। গান শেষে নীলকন্ঠ জানাচ্ছেন - আর কি বলব, আমাদের কৃপা করবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে ভরসা দিচ্ছেন : তুমি কত লোককে পার করছ - তোমার গান শুনে কত লোকের উদ্দীপন হচ্ছে।

কিন্তু নীলকন্ঠ আরো ভরসা চাইছেন - পার করছি বলছেন। কিন্তু আশীর্বাদ করুন, যেন নিজে ডুবি না!

৫ অক্টোবর

সদাহাস্যময় শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে আশীর্বাদ করলেন : যদি ডোবো তো ওই সুধাহ্রদে!

শ্রীশ্রীঠাকুর নীলকণ্ঠের আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত, তাই নিজেই একখানি গান গেয়ে শোনালেন - গিরি ! গণেশ আমার শুভকারী। গান শেষে হাসছেন। কেন ? আমার বড় হাসি পাচ্ছে। ভাবছি - এঁদের (যাত্রাওয়ালাদের) আবার আমি গান শোনাচ্ছি।

এই গানকে নীলকন্ঠ তাঁর সকল কর্মের পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে জানালেন : কোন জিনিস বেচলে এক খাঁমচা ফাউ দেয় - তোমরা ওখানে গাইলে, এখানে ফাউ দিলে।

সে হাস্যরসে সকলে স্নাত।

১১ অক্টোবর

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে ছোট তক্তপোশে শুয়ে আছেন, বেলা আন্দাজ দুটো। ঘরে মাষ্টারমশাই, প্রিয়নাথ মুখুজ্জে ও আর কয়েকজন উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর রঙ্গরস বিতরণ করছেন : যদু মল্লিকের বাড়ি গিয়াছিলাম। একেবারে জিজ্ঞাসা করে গাড়িভাড়া কত! যখন এরা বললে তিন টাকা দুইআনা, তখন একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করে আবার শুক্কল ঠাকুর আড়ালে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করছে। সে বললে তিন টাকা চারিআনা। তখন আবার আমাদের কাছে দৌড়ে আসে; বলে, ভাড়া কত ?

কাছে দালাল এসেছে। সে যদুকে বললে, বড়বাজারে ৪ কাঠা জায়গা বিক্রি আছে নেবেন ? যদু বলে, কত দাম ? দামটা কিছু কমায় না ? আমি বললুম, 'তুমি নেবে না কেবল ঢং করছ। না ?' তখন আবার আমার দিকে ফিরে হাসে। বিষয়ী লোকদের দস্তুরই; ৫টা লোক আনাগোনা করবে বাজারে খুব নাম হবে।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরদের বাড়ির একটি শিক্ষক, সঙ্গে কয়েকটি ঠাকুরবাড়ির ছেলে, উপস্থিত হলেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর জানাচ্ছেন : চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়। কথা হচ্ছে, তবুও ধ্যান হয়। যেমন মনে কর, একজনের দাঁতের ব্যামো আছে, কনকন করে!---

ঠাকুরদের শিক্ষক কথার মাঝেই সহাস্যে বললেন যে - ঐটি উনি জানেন; শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন : হ্যাঁ গো, দাঁতের ব্যামো যদি থাকে, সব কর্ম করছে; কিন্তু দরদের দিকে মনটা আছে।

১৬ অক্টোবর

১৮৮২ সালের আজকের দিনে শারদীয়া দুর্গাপূজার চতুর্থী তিথি। নরেন্দ্র, রাখাল, আরও কিছু যুবক, মাষ্টারমশাই দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। দুপুরের আহারের পর বিবিধ কথাপ্রসঙ্গের মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুর জানাচ্ছেন এক কৌতুককর ঘটনা : (কৃষ্ণকিশোর) আমায় বলেছিল, 'পৈতেটা ফেললে কেন ?' যখন আমার এই অবস্থা হল, তখন আশ্বিনের ঝড়ের মতো একটা কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে লয়ে গেল! আগেকার চিহ্ন কিছুই রইলো না। হুঁশ নাই! কাপড় পড়ে যাচ্ছে, তা পৈতে থাকবে কেমন করে! আমি বললাম, 'তোমার একবার উন্মাদ হয়, তাহলে তুমি বোঝ!'

তাই হল! তার নিজেরই উন্মাদ হল। তখন সে কেবল 'ওঁ ওঁ' বলত আর একঘরে চুপ করে বসে থাকত। সকলে মাথা গরম হয়েছে বলে কবিরাজ ডাকলে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এল। কৃষ্ণকিশোর তাকে বললে, 'ওগো, আমার রোগ আরাম করে, কিন্তু দেখো, যেন আমার ওঁকারটি আরাম করো না।'

সকল উপস্থিতজন কৃষ্ণকিশোরের কাহিনীতে আমোদিত, হাস্যরসে সিক্ত। কিন্তু কাহিনী আরো আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : একদিন গিয়ে দেখি, বসে ভাবছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে ?' বললে 'টেক্সওয়ালা এসেছিল - তাই ভাবছি। বলেছে টাকা না দিলে ঘটি-বাটি বেচে লবে।' আমি বললাম, কি হবে ভেবে ? না হয় ঘটি-বাটি লয়ে যাবে। যদি বেঁধে লয়ে যায় তোমাকে তো লয়ে যেতে পারবে না। তুমি তো 'খ' গো!

কৃষ্ণকিশোর বলত, আমি আকাশবৎ। অধ্যাত্ম পড়ত কিনা। মাঝে মাঝে 'তুমি খ' বলে, ঠাট্টা করতাম। হেসে বললাম, 'তুমি খ'; টেক্স তোমাকে তো টানতে পারবে না।

নরেন্দ্রসমেত সকল ভক্ত উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে সন্ধ্যেবেলা শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে মাষ্টারমশাই তাঁর সাথে একান্তে বাক্যালাপে রত।

১৬ অক্টোবর

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন : ...আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়। মাষ্টারমশাই অতিসুন্দর উত্তর দিলেন - আপনি সরল আবার গভীর -আপনাকে বুঝা বড় কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই উত্তর শুনে প্রীত, হাসছেন।

১৮ অক্টোবর

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে কালীপূজার মহানিশা। রাত্রি এগারোটার সময়, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ সমাধিস্থ। সমাধিভঙ্গে ঈষৎ হেসে বলছেন : সব দেখলুম - কার কত দূর এগিয়েছে। রাখাল, ইনি (মণি), সুরেন্দ্র, বাবুরাম, অনেককে দেখলুম।

অধর সেন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ রঙ্গভরে বলছেন : অধর সেন - যদি কর্মকাজ কমে,- কিন্তু ভয় হয় - সাহেব আবার বকবে। যদি বলে, এ ক্যা হ্যায়!

উপস্থিতজন সকলে ঈষৎ হেসে উঠলেন।

* * *

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে আবার শ্রীশ্রীবিজয়া দশমী। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্যামপুকুর বাটীতে আছেন। আগেরদিন মাষ্টারমশাই, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বাড়ি গেছিলেন - সেই সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। মাষ্টারমশাই জানাচ্ছেন তিনি ওখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞেস করছেন : কি কথা ?

মাষ্টারমশাই জানালেন শম্ভু মল্লিকের সাথে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথোপকথন - 'যদি ঈশ্বর সম্মুখে আসেন, তবে তুমি কি বলবে, আমাকে কতকগুলি হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, স্কুল করে দাও !'

এর কিছুক্ষণ পরে, বিকেলে, ডাক্তার সরকার ভিজিটে উপস্থিত, সঙ্গে তাঁর পুত্র অমৃতও এসেছেন। বিবিধ কথা প্রসঙ্গে ডাক্তার সরকার জানতে চাইছেন, খানিক বিদ্রুপের স্বরে - পূর্ণ জ্ঞান থাকে কই ? সব ঈশ্বর! তবে তুমি পরমহংস গিরি করছো কেন ? আর এরাই বা এসে তোমার সেবা করছে কেন ? চুপ করে থাক না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে এক মহাবাক্য উচ্চারণ করলেন : জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল, তরঙ্গ হলেও জল।

ডাক্তারের সংশয় বহমান - তবে এই 'আমি' যা বলছ, এগুলো কি ? এর তো মানে বলতে হবে। তিনি কি আমাদের সঙ্গে চালাকি খেলছেন ?

১৮ অক্টোবর

শ্রীশ্রীঠাকুর আবারও সহাস্যে ব্যাখ্যা করছেন : এই 'আমি' তিনিই রেখে দিয়েছেন। তাঁর খেলা - তাঁর লীলা! এক রাজার চার বেটা। রাজার ছেলে। - কিন্তু খেলা করছে - কেউ মন্ত্রী, কেউ কোটাল হয়েছে, এই সব। রাজার বেটা হয়ে কোটাল কোটাল খেলছে।

আরো বহু আলোচনার শেষে ডাক্তার জানালেন - এ-সব বেশ কথা।
শ্রীশ্রীঠাকুর তা শুনে রঙ্গভরে, সহাস্যে আবেদন জানালেন : হাঁ ! কেমন কথা ? একটা 'Thank you' দাও।

ডাক্তার ভাব অন্তরালে রাখতে ইচ্ছুক, তাই বলছেন - তুমি কি বুঝছো না, মনের ভাব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর রঙ্গভাবে অব্যাহত : না গো, মূর্খের জন্য কিছু বল। বিভীষণ লঙ্কার রাজা হতে চায় নাই - বলেছিল, রাম তোমাকে পেয়েছি আবার রাজা হয়ে কি হবে। রাম বললেন, বিভীষণ, তুমি মূর্খদের জন্য রাজা হও। যারা বলছে, তুমি এত রামের সেবা করলে, তোমার কি ঐশ্বর্য হল ? তাদের শিক্ষার জন্য রাজা হও।

ডাক্তার একটু সন্দিগ্ধমনা - এখানে তেমন মূর্খ কই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে জানালেন : না গো, শাঁকও আছে আবার গেঁড়ি-গুগলিও আছে। উপস্থিত ভক্তরা সকলে হেসে লুটোপুটি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অবিরাম রঙ্গরসের কিছু প্রভাব ডাক্তারের উপর পড়ছে। তিনি ওষুধের দুইটি globule দিয়ে বলছেন - এই দুইটি গুলি দিলাম - পুরুষ আর প্রকৃতি।

সকলের হাসি শুরু, শ্রীশ্রীঠাকুরও হাসতে হাসতে বলছেন : হাঁ, ওরা এক সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। পায়রাদের দেখ নাই, তফাতে থাকতে পারে না। যেখানে পুরুষ সেখানেই প্রকৃতি, যেখানে প্রকৃতি সেইখানেই পুরুষ।

বিজয়া উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক্তারকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন। তিনি মিষ্টি খেতে খেতে বললেন - খাবার জন্য 'Thank You' দিচ্ছি। তুমি যে অমন উপদেশ দিলে, তার জন্য নয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের আবারো সহাস্য উক্তি : তাঁতে মন রাখা। আর কি বলব ? আর একটু একটু ধ্যান করা।

বাকি সবাইকে দেখিয়ে ডাক্তার বলছেন - এদের সব বল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সে ব্যাপারটিকে রঙ্গরসে এনে ফেললেন : যার যা পেটে সয়। ওসব কথা কি সব্বাই লতে পারে ? তোমাকে বললাম, সে এক। মা বাড়িতে মাছ এনেছে। সকলের পেট সমান নয় কারুকে পোলোয়া করে দিলে, কারুকে আবার মাছের ঝোল। পেট ভাল নয় । উপস্থিত ভক্তজন হাস্যরসে পরিপূর্ণ।

ডাক্তার চলে গেলে বক্তারা কেউ কেউ বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে গান গাইছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে তাঁরা ফিরে আবার রঙ্গরসের অবতারণা : তোমরা গান গাচ্ছিলে, - তাল হয় না কেন ? কে একজন বেতালসিদ্ধ ছিল - এ তাই!
সকলের খুব হাসি।

আবার ছোট নরেনের একজন আত্মীয় ছোকরা এসেছেন, খুব সাজগোজ আর চোখে চশমা।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : দেখ, এই রাস্তা দিয়ে একজন ছোকরা যাচ্ছিল, প্লেটওলা জামা পরা। চলবার যে ঢং। প্লেটটা সামনে রেখে সেইখানটা চাদর খুলে দেয় - আবার এদিক ওদিক চায়, - কেউ দেখছে কিনা। চলার সময় কাঁকাল ভাঙা। একবার দেখিস না। ময়ূর পাখা দেখায়। কিন্তু পাগুলো বড় নোংরা।

উপস্থিত ভক্তজন রঙ্গের আনন্দে মাতোয়ারা।

১৯ অক্টোবর

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত আছেন সিঁথিতে, শ্রী বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে, ব্রাহ্মসমাজের শরৎকালীন মহোৎসবে - বেলা প্রায় চারটে। ব্রাহ্মভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বসে আছেন, কথামৃতের এক আনন্দময় প্রবাহ বয়ে চলেছে।

ভাবস্থ অবস্থায় বলে উঠলেন : দৃঢ় হলে সাকারবাদীও ঈশ্বরলাভ করবে, নিরাকারবাদীও করবে। মিছরির রুটি সিধে করে খাও, আর আড় করে খাও, মিষ্ট লাগবে।

উপমাশ্রবণে সকল উপস্থিতজন হাস্যরসে আমোদিত।

একজন সদরওয়ালা বা সাব জজ উপস্থিত, তিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে বহু সংশয় নিবেদন করছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর একের পর এক সকল সংশয় ছেদন করছেন।

সংসারত্যাগ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : কেশব সেনকে আরও বলেছিলুম, নির্জনে না গেলে, শক্ত রোগ সারবে কেমন করে ? রোগটি হচ্ছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারী রোগী, সেই ঘরেই আচার, তেঁতুল আর জলের জালা! তা রোগ সারবে কেমন করে ? আচার, তেঁতুল - এই দেখো, বলতে বলতে আমার মুখে জল এসেছে।

বাস্তব রঙ্গে সকল জন হেসে লুটোপুটি।

সদরওয়ালা আনন্দিত হয়ে বলছেন - মহাশয়, এ অতি সুন্দর কথা! নির্জনে সাধন চাই বইকি! ঐটি আমরা ভুলে যাই। মনে করি একেবারে জনক রাজা হয়ে পড়েছি।

তাঁর এই উপলব্ধি শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর ও বাকি সকলে হাসছেন, আনন্দিত। এরপরে উপমার অমৃত আস্বাদনে সকলে হাস্যরসে ভরপুর।

সন্তান প্রতিপালন কতদিন - সদরওয়ালার প্রশ্ন।

- সাবালক হওয়া পর্যন্ত। পাখি বড় হলে যখন সে আপনার ভার নিতে পারে, তখন তাকে ধাড়ী ঠোকরায়, কাছে আসতে দেয় না।

সংসারে থেকে কি ঈশ্বর লাভ হয় - ত্রৈলোক্যের প্রশ্ন। সকলের সাথে শ্রীশ্রীঠাকুরও এবার হাস্যময় : কেন গো, তুমি তো সারে-মাতে আছো। ঈশ্বরে মন রেখে সংসারে আছো তো। কেন সংসারে হবে না ? অবশ্য হবে।

এবারে কৌতুককাহিনী বলছেন :
- অহংকার করা বৃথা। এ-শরীর, এ-ঐশ্বর্য কিছুই থাকবে না। একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখছিল। প্রতিমার সাজগোজ দেখে বলছে, মা, যতই সাজো-গোজো, দিন দুই-তিন পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেলে দিবে।

- ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাই এত কর্মভোগ। লোকে বলে যে, গঙ্গা-স্নানের সময় তোমার পাপগুলো তোমায় ছেড়ে গঙ্গার তীরের গাছের উপর বসে থাকে। যাই তুমি গঙ্গাস্নান করে তীরে উঠছো অমনি পাপগুলো তোমার ঘাড়ে আবার চেপে বসে।

কথা সমাপন হলে বেণীমাধব পাল এসে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে অনুরোধ করছেন যাতে তিনি আচার্যরূপে, নিয়মানুসারে উপাসনা আরম্ভ করেন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ কথামৃতের স্রোতে নিমগ্ন, তিনি জানাচ্ছেন - আর উপাসনা কি দরকার। আপনাদের এখানে আগে পায়সের ব্যবস্থা, তারপর কড়ার ডাল ও অন্যান্য ব্যবস্থা।

এই বাক্যালাপ শুনে আনন্দিত শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বলছেন : যে যেমন ভক্ত সে সেইরূপ আয়োজন করে। সত্ত্বগুণীভক্ত পায়স দেয়, রজোগুণীভক্ত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভোগ দেয়, তমোগুণীভক্ত ছাগ ও অন্যান্য বলি দেয়।

আচার্যের আসনে বসে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বিজয়কৃষ্ণ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বারংবার অনুমতি চাইছেন। অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন : আমি কি বলব; চাঁদা মামা সকলের মামা। তুমিই তাঁকে বল। যদি আন্তরিক হয়, কোন ভয় নাই।

রাত্রে দক্ষিণেশ্বর ফিরবার পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুর বেণীমাধবকে এক অপূর্ব আশীর্বাদ করলেন : আজ খুব আনন্দ হল। দেখ, অর্থ যার দাস, সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়ে মানুষ নয়। আকৃতি মানুষের কিন্তু পশুর ব্যবহার ধন্য তুমি! এত গুলি ভক্তকে আনন্দ দিলে।

২০ অক্টোবর

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে বেলা প্রায় তিনটের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়বাজারে উপস্থিত, মাড়োয়ারি ভক্তদের অন্নকূট উৎসবে নিমন্ত্রণ। তেতলার ঘরে তাঁর আসন পাতা হয়েছে, সহাস্য শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন, একজন পণ্ডিতজী উপস্থিত। পণ্ডিত জানাচ্ছেন - অবতারের অবতরণ ভক্তের আনন্দ এবং দুষ্টের দমনের জন্য, জ্ঞানী কিন্তু কামনাশূন্য। সহাস্যবদনে শ্রীশ্রীঠাকুর রঙ্গ করছেন : আমার কিন্তু সব কামনা যায় নাই। তারপর ব্যাখ্যা করছেন : আমার ভক্তি কামনা আছে।

কিছু সময় পরে মাড়োয়ারি গৃহস্বামী এসে আশীর্বাদ চাইছেন যাতে সংসারে মন কমে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর আবার রঙ্গভরে, সহাস্যে জিজ্ঞেস করছেন : কত আছে ? আট আনা ? উপস্থিত সকল জন হেসে উঠলেন।

এরপরে গৃহস্বামী তাঁর নিজস্ব মতামত জানাচ্ছেন - মহাত্মাদের ভিতরেই রাম আছেন। রামকে তো দেখা যায় না। আর এখন অবতার নাই।

এই অবতার নাই কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করছেন : কেমন করে জানলে, অবতার নাই ? গৃহস্বামী নিশ্চুপ।

ফেরার সময় বড়বাজার দিয়ে গাড়ি চলেছে, দেওয়ালির ভারী ধুম, লোকে লোকাকীর্ণ, দোকানদাররা উৎসব উপলক্ষে সুন্দর পোষাকে সেজে সবার গায়ে গোলাপজল ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এইসকল দৃশ্য দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর পাঁচ বছরের শিশুর মতো আনন্দে উচ্ছল, উচ্চৈঃস্বরে বারংবার বলছেন : আরও এগিয়ে দেখ, আরও এগিয়ে!, বলছেন আর হাসছেন, অনাবিল সে হাসি। হাসতে হাসতেই আবার গাড়িতে উপবিষ্ট বাবুরামকে বলছেন : ওরে এগিয়ে পড় না, কি করছিস ? গাড়ির মধ্যের বাকিরাও সে হাসির সংক্রমণে সংক্রমিত। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে পড়, নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে থেকো না। ব্রহ্মচারী কাঠুরিয়াকে বলিয়াছিল, এগিয়ে পড়। কাঠুরিয়া এগিয়ে ক্রমে ক্রমে দেখে, চন্দনগাছের বন; আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে দেখে, রূপার খনি; আবার এগিয়ে দেখে, সোনার খনি; শেষে দেখে হীরা মাণিক!

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

২২ অক্টোবর

১৮৮২ সালের আজকের দিনে বিজয়া দশমী। শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বিরাজমান, বেলা নটা হবে, ছোট-খাটে বিশ্রাম নিচ্ছেন - অনেকে উপস্থিত। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে সাকার নিরাকার সাধনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

রঙ্গ করে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : কবীর দাসের নিরাকারের উপর খুব ঝোঁক ছিল। কৃষ্ণের কথায় কবীর দাস বলত, ওঁকে কি ভজব ? - গোপীরা হাততালি দিত আর উনি বানর নাচ নাচতেন। তারপরে হাসতে হাসতে জানাচ্ছেন : আমি সাকারবাদীর কাছে সাকার আবার নিরাকারবাদীর কাছে নিরাকার।

মাস্টারমশাই সহাস্যে মন্তব্য করলেন - যাঁর কথা হচ্ছে তিনিও (ঈশ্বর) যেমন অনন্ত, আপনিও তেমনি অনন্ত ! - আপনার অন্ত পাওয়া যায় না।

সহাস্যবদনে শ্রীশ্রীঠাকুর সেই বক্তব্য অনুমোদন করলেন : তুমি বুঝে ফেলেছ!

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা জানাচ্ছেন, অনবদ্য রঙ্গের সাথে : পইরাগে (প্রয়াগে) দেখলাম, সেই পুকুর, সেই দুর্বা, সেই গাছ, সেই তেঁতুল পাতা! কেবল তফাৎ পশ্চিমে লোকের ভুষির মতো বাহ্যে। বলেই তিনি নিজেও হাসছেন, মাষ্টারমশাইও হাসছেন।

- - -

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্যামপুকুর বাটীতে অবস্থান করছেন, সন্ধ্যে প্রায় সাতটা। আজ কোজাগরী পূর্ণিমার আগেরদিন। অনেকে উপস্থিত, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারও আছেন।

ডাক্তার জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে তুলনাত্মক আলোচনা করছেন, জ্ঞানকে ভক্তির উপরে স্থান দিচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকে হাসিয়ে উপমা দিলেন : ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ি পর্যন্ত যায়।

২২ অক্টোবর

এরপরে আলোচনা সাকার-নিরাকার প্রসঙ্গে। শ্রীশ্রীঠাকুর শোনালেন এক আশ্চর্য, রঙ্গময় কাহিনী : ঈশ্বরকে লাভ না করতে পারলে, এই সব বুঝা যায় না। সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে নানা রূপে দেখা দেন। একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ করাতে আসতো। সে লোকটি জিজ্ঞাসা করত, তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও। একজন হয়তো বললে, 'আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই।' অমনি সেই লোকটি গামলার রঙে সেই কাপড়খানি ছুপিয়ে বলত, 'এই লও, তোমার লাল রঙে ছোপানো কাপড়।' আর একজন হয়তো বললে, 'আমার হলদে রঙে ছোপানো চাই।' অমনি সেই লোকটি সেই গামলায় কাপড়খানি ডুবিয়ে বলত, 'এই লও তোমার হলদে রং।' নীল রঙে ছোপাতে চাইলে আবার সেই একই গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, ' এই লও তোমার নীল রঙে ছোপানো কাপড় এইরকমই যে যেতে চাইত তার কাপড়।' এইরকমে যে যে রঙে ছোপাতে চাইত, তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গামলা হতে ছোপানো হত। একজন লোক এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখছিল। যার গামলা, সে জিজ্ঞাসা করলে, ' কেমন হে! তোমার কি রঙে ছোপাতে হবে ?' তখন সে বললে, ' ভাই! তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙ দাও!'

ডাক্তার জানাচ্ছেন - ভক্তিপথে মানুষ আটকে যায়।
শ্রীশ্রীঠাকুর সংশয়ছেদন করলেন : হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না।
এরপরেই উপমামৃত : যখন জীব বলে, 'নাহং' 'নাহং' 'নাহং' আমি কেহ নই, হে ঈশ্বর! তুমি কর্তা; আমি দাস তুমি প্রভু - তখন নিস্তার; তখনই মুক্তি।

ডাক্তার চাপান দিলেন - কিন্তু ধুনুরীর হাতে পড়া চাই। সবাই হাসছেন।
শ্রীশ্রীঠাকুরের উতোর : যদি একান্ত 'আমি' না যাস, থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে।
সবাই হেসে লুটোপুটি।

নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে হাসতে হাসতে জানাচ্ছেন : ইশ্বরলাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। হয়তো একখানি সুন্দর কাপড় পরে বেড়াচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে। হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল - নয় বগলদাবা করে বেড়াচ্ছে!

২২ অক্টোবর

ডাক্তারকে উপলক্ষ করে জগতের বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সবন্ধে পর্যবেক্ষণ জানাচ্ছেন : আবার ' বুড়োর আমি ' আছে। বুড়োর অনেকগুলি পাশ। জাতি, অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, বিষয়বুদ্ধি, পাটোয়ারী, কপটতা। ডাক্তার বাস্তব শুনে হাসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জানাচ্ছেন : আমি তো বই-টই কিছুই পড়িনি, কিন্তু দেখ মার নাম করি বলে আমায় সবাই মানে। শম্ভু মল্লিক আমায় বলেছিল, ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং ? সকলে হেসে উঠলেন।

ডাক্তার অবতার মানছেন না। নিজে হাসতে হাসতে, সকলকে হাসিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তার কারণ ব্যাখ্যা করলেন : ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, এ-কথা যে ওঁর সায়েন্স-এ নাই ! তবে কেমন করে বিশ্বাস হয় ? একটা গল্প শোন - একজন এসে বললে, ওহে! ও-পাড়ায় দেখে এলুম অমুকের বাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেছে। যাকে ও-কথা বললে, সে ইংরেজি লেখা-পড়া জানে। সে বললে দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজখানা দেখি। খপরের কাগজ পড়ে দেখে যে, বাড়ি ভাঙার কথা কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বললে, ওহে তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি না। কই, বাড়ি ভাঙার কথা তো খপরের কাগজে লেখা নাই। ও-সব মিছে কথা।

আরো জানাচ্ছেন : বিশ্বাস যত বাড়বে, জ্ঞানও তত বাড়বে। যে গরু বেছে বেছে খায় সে ছিড়িক ছিড়িক করে দুধ দেয়। যে গরু শাকপাতা, খোসা, ভুষি, যা দাও, গবগব করে খায়, সে গরু হুড়হুড় করে দুধ দেয়। সবাই হেসে লুটোপুটি।

ডাক্তারের মধ্যেও এই রঙ্গরস সংক্রমিত হচ্ছে। তিনিও মজার কাহিনী বলছেন - গরুর কিন্তু যা তা খেয়ে খুব দুধ হওয়া ভালো নয়। আমার একটা গরুকে ঐরকম যা তা খেতে দিত। শেষে আমার ভারি ব্যারাম। তখন ভাবলুম, এর কারণ কি ? অনেক অনুসন্ধান করে টের পেলুম, গরু খুদ ও আরও কি কি খেয়েছিল। তখন মহা মুশকিল! লখনৌ যেতে হলো। শেষে বার হাজার টাকা খরচ!
আবার এক বালিকার হুপিং কাশির কথা বলছেন, সে নাকি বৃষ্টিতে ভেজা গাধার দুধ খেয়েছিল!

২২ অক্টোবর

শ্রীশ্রীঠাকুর টিপ্পনী কাটলেন : কি বলে গো ! তেঁতুলতলায় আমার গাড়ি গিছিল, তাই আমার অম্বল হয়েছে!

সকলে হেসে লুটোপুটি।

গিরিশ হাসতে হাসতে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করছেন - আপনি এখানে তিন-চার ঘণ্টা রয়েছেন; কই, রোগীদের চিকিৎসা করতে যাবেন না ?

ডাক্তারের সরল স্বীকারোক্তি - আর ডাক্তারী আর রোগী! যে পরমহংস হয়েছে, আমার সব গেল!

শ্রীশ্রীঠাকুর জুড়ে দিলেন উপমা : দেখ - কর্মনাশা বলে একটি নদী আছে। সে নদীতে ডুব দেওয়া এক মহাবিপদ। কর্মনাশ হয়ে যায় - সে ব্যক্তি আর কোন কর্ম করতে পারে না।

ডাক্তার হাসছেন, বাকি সকলেও হাসছেন।

ডাক্তার জানাচ্ছেন তাঁর ছেলে শ্রীশ্রীঠাকুরের চেলা। শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু হাসতে হাসতে জানালেন : আমার কোন শালা চেলা নাই। আমিই সকলের চেলা! সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস - আমিও ঈশ্বরের ছেলে; আমি ঈশ্বরের দাস। চাঁদা মামা সকলেরই মামা।

আনন্দে ও হাস্যরসে সকলে পরিপূর্ণ।

২৩ অক্টোবর

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে কোজাগরী পূর্ণিমা। শ্যামপুকুর বাটীতে বেলা দশটায় মাষ্টারমশাই শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে মোজা পরিয়ে দিচ্ছেন। সহাস্যবদন শ্রীশ্রীঠাকুর রঙ্গ করে বলছেন : কমফর্টারটা কেটে পায়ে পরলে হয় না ? বেশ গরম। শুনে মাষ্টারমশাইও হাসছেন।

গতকালের ডাক্তার সরকারের সাথে বিস্তারিত আলোচনার কথা হচ্ছে। সহাস্যবদন, বালকস্বভাব শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : কাল কেমন তুঁহু তুঁহু বললুম!

বেলা এগারোটার সময়, শ্রীশ্রীঠাকুরের সংবাদ নিয়ে মাষ্টারমশাই ডাক্তার সরকারের বাড়িতে উপস্থিত। তিনিও কালকের রেশেই আছেন, তাই সহাস্যে জানাচ্ছেন - আমি কাল কেমন বললাম, 'তুঁহু তুঁহু' বলতে করলে তেমনি ধুনুরির হাতে পড়তে হয়। সন্ধ্যেবেলা ডাক্তার শ্যামপুকুর বাটীতে এলেন। মনোমোহন হাসতে হাসতে তাঁকে বলছেন - আপনার ছেলের কথায় (শ্রীশ্রীঠাকুর) বলেন, 'ছেলেকে যদি পাই, বাপকে চাই না'। ডাক্তার আমোদিত - অই তো ! - তাই তো বলি, তোমরা ছেলে নিয়েই ভোলো। (অর্থাৎ ঈশ্বরকে ছেড়ে অবতার নিয়েই ভুলে থাকো)

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে যোগ করলেন : বাপকে চাই না - তা বলছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ উঁচু ঢিপিতে জল জমে না ডাক্তারের পছন্দ নয়, তিনি বলছেন - পাহাড়ের উপরও খাল জমি আছে। নৈনিতাল, মানস সরোবর - সেখানে কেবল আকাশের শুদ্ধ জল, আর তারা সে শুদ্ধ জল সকলকে দিতেও পারবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহাস্য উত্তর : একজন সিদ্ধমন্ত্র পেয়েছিল। সে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে দিলে - তোমরা এই মন্ত্র জপে ঈশ্বরকে লাভ করবে।

তাঁর আদেশ না হলে লোকশিক্ষা হয় না - এই উপদেশের অনুষঙ্গী এক রম্যকাহিনী শ্রীশ্রীঠাকুর এবারে শোনাচ্ছেন : নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে গেছিলাম। তাদের উপাসনার

পর বেদীতে বসে লেকচার দিলে। - লিখে এনেছে। - পড়বার সময় আবার চারদিকে চায়। - ধ্যান কচ্ছে, তা এক-একবার আবার চায়। একজন বলেছিল - আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে। গোয়ালে আবার ঘোড়া! তাতে বুঝতে হবে ঘোড়া নাই।

সকলে হেসে লুটোপুটি। ডাক্তার সে হাসিতে ফোড়ণ যোগ করলেন - গরুও নাই।

২৪ অক্টোবর

১৮৮২ সালের আজকের দিনে বেলা প্রায়। ৩টা-৪টা হবে। মাষ্টারমশাই ও বলরামবাবু একত্রে কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে উপস্থিত।

তিনি খাবারের তাকের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। হাসতে হাসতে বলছেন : তাকের উপরে খাবার নিতে গিছিলাম, খাবারে হাত দিয়েছি, এমন সময় টিকটিকি পড়েছে, আর অমনি ছেড়ে দিইছি।

মাষ্টারমশাই ও বলরামবাবু হেসে লুটোপুটি। কিন্তু রসামৃত শেষ হয়নি : হাঁ গো, ও-সব মানতে হয়। এই দেখ না রাখালের অসুখ, আমারও হাত-পা কামড়াচ্ছে। হল কি জানো ? আমি সকালে বিছানা থেকে উঠবার সময় রাখাল আসছে মনে করে অমুকের মুখ দেখে ফেলেছি।

আবার সকলের হাসি।

বলরাম নতুন আসছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বিবিধ উপদেশ দিচ্ছেন, সঙ্গে রঙ্গামৃত, শুনে বলরাম হাসছেন, হাস্যরসের প্রবাহ বইছে : সেদিন অমুক এসেছিল; শুনেছি নাকি ওই কালো মাগটার গোলাম!
- ঈশ্বরকে কেন দর্শন হয় না ? - কামিনী-কাঞ্চন মাঝে আড়াল হয়ে রয়েছে বলে। আর তোমার সম্মুখে কি করে সেদিন ও-কথাটা বললে যে, আমার বাবার কাছে একজন পরমহংস এসেছিলেন, বাবা তাঁকে কুঁকড়ো রেঁধে খাওয়ালেন!

আমার অবস্থা এখন মাছের ঝোল মার প্রসাদ হলে একটু খেতে পারি। মার প্রসাদ মাংস এখন পারি না, - তবে আঙুলে করে একটু চাখি, পাছে মা রাগ করেন।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

২৫ অক্টোবর

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে মাস্টারমশাই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বাড়ি গেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থা জানানোর জন্য - সকাল সাতটা নাগাদ।

ডাক্তার তাঁর গৃহে উপস্থিত বৃদ্ধ শিক্ষককে বলছেন - মহাশয়! রাত তিনটে থেকে পরমহংসের ভাবনা আরম্ভ হয়েছে - ঘুম নাই। এখনো পরমহংস চলছে।

সকলে হেসে উঠলেন।

মাষ্টারমশাই ফিরে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ডাক্তারের অবস্থা বর্ণনা করছেন - এখন ডাক্তার বলছেন, ঈশ্বরের সব গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) আছে।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসছেন।

মাস্টারমশাই আরো বলছেন - আবার আমায় বললেন, রাত তিনটের সময় ঘুম ভেঙে গেছে আর পরমহংসের ভাবনা। বেলা আটটার সময় বলেন, ' এখনও পরমহংস চলছে।'

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে ব্যাখ্যা করছেন : ও ইংরাজী পড়েছে, ওকে বলবার জো নাই আমাকে চিন্তা করো; তা আপনিই করছে।

মাস্টার জানাচ্ছেন - আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ ব্যারামের কি বন্দোবস্ত হবে ?' ডাক্তার বললেন, 'বন্দোবস্ত আর আমার মাথা আর মুন্ডু; আবার আজ যেতে হবে, আর কি বন্দোবস্ত!'

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনাবিল হাসি।

কিছু সময় পরে মহিমাচরণ চক্রবর্তী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুর উপদেশ দিচ্ছেন : মানুষদেহ ধারণ করে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্বস্থানে সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা পুরে না প্রয়োজন মেটে না।

এরপরেই রঙ্গময় উপমামৃত : কিরকম জানো ? গরুর যেখানটা ছোঁবে, গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে। শিঙটা ছুঁলেও গাইটাকে ছোঁয়া হল; কিন্তু গাইটার বাঁট থেকেই দুধ হয়। সকলে হাসছেন।

২৫ অক্টোবর

মহিমাচরণ যোগ করলেন - দুধ যদি দরকার হয়, গাইটার শিঙে মুখ দিলে কি হবে ? বাঁটে মুখ দিতে হবে। হাসি বর্ধিত।

বিজয়কৃষ্ণ সংশয় উপস্থাপন করলেন - কিন্তু বাছুর প্রথম প্রথম এদিক-ওদিক ঢুঁ মারে।

অতি অনায়াসে, সহাস্যবদনে, সকলকে আরো হাসিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সে সংশয় ছেদন করলেন : আবার কেউ হয়তো বাছুরকে ওইরকম করতে দেখে বাঁটটা ধরিয়ে দেয়।

এরপরে ডাক্তারের অনুরোধে, শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে নরেন্দ্র গান গাইতে শুরু করলেন - এক অপূর্ব ভাবঘন পরিবেশের সৃষ্টি হল, সকলে ভাবোন্মত্ত, কেউ কেউ সমাধিস্থ।

ধীরে ধীরে সে কান্ড সমাপ্ত হলে, ডাক্তার শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাচ্ছেন - যখন তুমি গাচ্ছিলে 'দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে' তখন আর থাকতে পারি নাই। দাঁড়াই আর কি ! তারপর অনেক কষ্টে ভাব চাপলুম; ভাবলুম যে display করা হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে ডাক্তারকে তার স্বরূপ বোঝাচ্ছেন : তুমি যে অটল অচল সুমেরুবৎ।

সকলে সে বর্ণনা শুনে হাস্যরসে মুখরিত, ডাক্তারও হাসতে হাসতে স্বীকার করলেন - তোমার সঙ্গে তো কথায় পারবার জো নেই।

২৬ অক্টোবর

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে রবিবার, দুপুরবেলা, শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বসে আছেন। কোন্নগরের কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত, তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাক্যালাপ চলছে।

তিনি নাকি শুনেছেন যে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব, সমাধি হয়, তিনি ঈশ্বরদর্শন করেন, তাই তাঁর দাবি তাঁকেও ঈশ্বরদর্শন করাতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর উপদেশ দিচ্ছেন বিস্তারিতভাবে : কর্ম চাই, তবে দর্শন হয়, সেই সঙ্গে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা।

তার সঙ্গে উপমামৃত : বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর ক'খানা বাড়ি, ক'টা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ত কেন ? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না, - কোম্পানির কাগজের খবর কি দিবে ! কিন্তু জো-সো করে বড়বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হোক, আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হোক, - তখন কত বাড়ি, কত বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, তিনিই বলে দেবেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আবার চাকর, দ্বারবান সব সেলাম করবে।

উপমা শুনে সবাই হাসছেন; কোন্নগরের ভক্তটির সংশয় কিন্তু যায়নি। তিনি আবারো জানতে চাইছেন - এখন বড়বাবুর সাথে কিসে আলাপ হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর সে ব্যক্তির অলস প্রকৃতি বুঝে ফেলেছেন, তাই নির্মম ব্যাঙ্গোক্তি আছড়ে পড়লো : এ তো ভাল বালাই হল! ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ করে বসে থাকবেন। মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো। ভাল বালাই - মাছ ধরে হাতে দাও।

রঙ্গের রূপে এই শাসনে বাকিরা হাসছেন।

মহিমাচরণ চক্রবর্তী এবারে একটি যৌক্তিক প্রশ্ন করলেন - কি কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যেতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন : ব্যাকুল হয়ে কিছু কর্ম করে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাকলে তাঁর কৃপা হয়। তাই বলছি ব্যাকুলতা থাকলে সব হয়ে যায়।

২৬ অক্টোবর

নিজ জীবনের এক রঙ্গকাহিনী বর্ণনা করছেন : সাধু সঞ্চয় করতে পারে না। সঞ্চয় না করে পনছী আউর দরবেশ। পাখি আর সাধু সঞ্চয় করে না। এখানকার ভাব, - হাতে মাটি দেবার জন্য মাটি নিয়ে যেতে পারি না। বেটুয়াটা করে পান আনবার জো নাই। হৃদে যখন বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে, তখন এখান থেকে কাশী চলে যাব মতলব হল। ভাবলুম কাপড় লব - কিন্তু টাকা কেমন করে লব ? আর কাশী যাওয়া হল না।

হাস্যরসে সবাই সিঞ্চিত। মহিমার প্রতি আরো উপদেশ নির্দেশিত হচ্ছে : তোমরা সংসারী। এও রাখ, অও রাখ। সংসারও রাখ, ধর্মও রাখ।

মহিমার প্রশ্ন এই দুই কি একসাথে থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর রঙ্গ করে জানাচ্ছেন : আমি পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গার ধারে 'টাকা মাটি, মাটিই টাকা, টাকাই মাটি', এই বিচার করতে করতে যখন টাকা গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম, তখন একটু ভয় হল। ভাবলুম, আমি কি লক্ষ্মীছাড়া হলুম! মা-লক্ষ্মী যদি খ্যাঁট বন্ধ করে দেন, তাহলে কি হবে। তখন হাজরার মতো পাটোয়ারী করলুম। বললুম, মা! তুমি যেন হৃদয়ে থেকো! একজন তপস্যা করাতে ভগবতী সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তুমি বর লও। সে বললে, মা যদি বর দিবে, তবে এই কর যেন আমি নাতির সঙ্গে সোনার থালে ভাত খাই। এক বরেতে নাতি, ঐশ্বর্য, সোনার থাল সব হল! বালকোচিত পাটোয়ারীর এই কাহিনী শুনে সবাই আমোদিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপরে পুরনো কথা বলছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতা - সেইসকল কথা।

- দেবেন্দ্রর সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার হঠাৎ সেই অবস্থাটি হল। সেই অবস্থাটি হলে কে কিরূপ লোক দেখতে পাই। আমার ভিতর থেকে হি-হি করে একটা হাসি উঠল। যখন ওই অবস্থাটা হয়, তখন পণ্ডিত-ফন্ডিত তৃণ-জ্ঞান হয়!

অনেক কথাবার্তার পর দেবেন্দ্র খুশি হয়ে বললে, 'আপনাকে উৎসবে (ব্রহ্মোৎসব) আসতে হবে!' আমি বললাম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা; আমার তো এই অবস্থা দেখছ!- কখন কি ভাবে তিনি রাখেন।' দেবেন্দ্র বললে, 'না আসতে হবে; তবে ধুতি আর উড়ানি পরে এসো, - তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বললে, আমার কষ্ট হবে।' আমি

বললাম, 'তা পারব না। আমি বাবু হতে পারব না।' দেবেন্দ্র, সেজোবাবু সব হাসতে লাগল। তার পরদিনই সেজোবাবুর কাছে দেবেন্দ্রর চিঠি এল - আমাকে উৎসব দেখতে যেতে বারণ করেছে। বলে - অসভ্যতা হবে, গায়ে উড়ানি থাকবে না। সকলে হেসে লুটোপুটি।

মহিমাচরণ জ্ঞানী ও ভক্তের তুলনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর জানাচ্ছেন : আমি সবই লই। ব্রহ্ম আবার মায়া, জীব, জগৎ আমি সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে।একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করলেন - কেন ওজনে কম পড়ে।
সে প্রশ্ন শুনে সকলের হাসি, শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু হাসলেন না, ব্যাখ্যা করলেন : বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই বুঝায়। তখন বিচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বিচি, খোলা সব নিতে হবে।

মহিমা এই ব্যাখ্যায় পরিতৃপ্ত। শ্রীশ্রীঠাকুর এইবারে রঙ্গচ্ছলে বলছেন, সবাই হাসতে শুরু করলেন : জ্ঞানীরা দেখে সব স্বপ্নবৎ। ভক্তেরা সব অবস্থা লয়। জ্ঞানী দুধ দেয় ছিড়িক ছিড়িক করে। এক-একটা গরু আছে - বেছে বেছে খায়; তাই ছিড়িক ছিড়িক দুধ। যারা অত বাছে না আর সব খায়, তারা হুড়হুড় করে দুধ দেয়। উত্তম ভক্ত - নিত্য, লীলা দুই লয়। তাই নিত্য থেকে মন নেমে এলেও তাঁকে সম্ভোগ করতে পায়। উত্তম ভক্ত হুড়হুড় করে দুধ দেয়। মহিমাচরণ রঙ্গে তর্ক করলেন - তবে দুধে একটু গন্ধ হয়।

সকলে হাসতে হাসতে উৎসুক শ্রীশ্রীঠাকুর কি বলেন। উত্তর এলো মোক্ষম : হয় বটে, তবে একটু আওটাতে হয়। একটু আগুনে আউটে নিতে হয়। জ্ঞানাগ্নির উপর একটু দুধটা চড়িয়ে দিতে হয়, তাহলে আর গন্ধটা থাকবে না। সকলে হেসে লুটোপুটি।

সে মজলিশ ভাঙলে পর হাজরামশাইকে সঙ্গে করে মহিমাচরণ উপস্থিত। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দরবার করতে এসেছেন যাতে হাজরাকে তিনি দেশের বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ ফিরিয়ে নেন। হাজরামশাই এর মা দেশে অসুস্থ, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন দেশে যাওয়ার। মহিমাকে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমে বোঝানোর চেষ্টা

করলেন, নিজের মাতৃভক্তির উপমা দিলেন, অবশেষে সহাস্যে হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন : হাজরার সবই হয়েছে, একটু সংসারে মন আছে - ছেলেরা রয়েছে, কিছু টাকা ধার রয়েছে। মামীর সব অসুখ সেরে গেছে, একটু কসুর আছে!

সকলের, মহিমা সমেত, হাসতে হাসতে ... শ্রীশ্রীঠাকুর এখনো থামেননি : না - গো তুমি জান না। সব্বাই বলে, হাজরা একটি লোক, রাসমণির ঠাকুরবাড়িতে আছে। হাজরারই নাম করে, এখানকার নাম কেউ করে ?

হাজরামশাই বিপন্ন, একটু চেষ্টা করলেন - আপনি নিরুপম - আপনার উপমা নাই, তাই কেউ আপনাকে বুঝতে পারে না। কিন্তু তাতে লাভ কিছু হলো না।

- ও আমায় বলেছে, তোমার সঙ্গে আমার লেনা-দেনা নাই। ও মাঝে মাঝে আমায় আবার শিক্ষা দেয়। হাস্যরসের প্লাবনে জগৎ হাসছে।

****

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে শ্যামপুকুর বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক্তার সরকারকে বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে সাক্ষাতকারের কথা বলছেন। কথাপ্রসঙ্গে সহাস্যে 'গোপাল!' 'গোপাল!' ভক্তের কথা বলছেন : একটি স্যাকরার দোকান ছিল। বড় ভক্ত, পরম বৈষ্ণব - গলায় মালা, কপালে তিলক, হস্তে হরিনামের মালা। সকলে বিশ্বাস করে ওই দোকানেই আসে, ভাবে এরা পরমভক্ত, কখনও ঠকাতে যাবে না। একদল খদ্দের এলে দেখত কোন কারিগর বলছে 'কেশব!' 'কেশব!' আর-একজন কারিগর খানিক পরে নাম করছে 'গোপাল!' 'গোপাল!' আবার খানিকক্ষণ পরে একজন কারিগর বলছে 'হরি, হরি' তারপর কেউ বলছে 'হর; হর!' কাজে কাজেই এত ভগবানের নাম দেখে খরিদ্দারেরা সহজেই মনে করত, এ-স্যাকরা অতি উত্তম লোক। - কিন্তু ব্যাপারটা কী জানো ? যে বললে 'কেশব, কেশব!' তার মনের ভাব, এ-সব (খদ্দের) কে ? যে বললে 'গোপাল! গোপাল!' তার অর্থ এই যে আমি এদের চেয়ে চেয়ে দেখলুম, এরা গরুর পাল। যে বললে 'হরি হরি' - তার অর্থ এই যে, যদি গরুর পাল, তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি। যে বললে 'হর হর!' - তার মানে এই - তবে হরণ কর হরণ কর; এরা তো গরুর পাল!

২৭ অক্টোবর

১৮৮২ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। কেশব সেন তাঁর জাহাজে করে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত, শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে গঙ্গাবক্ষে জাহাজ ভ্রমণে রওনা হলেন, সঙ্গে বহু ব্রাহ্ম ভক্ত উপস্থিত - বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও আছেন।
জাহাজের কেবিন ঘরে উপবিষ্ট হয়েই শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধিস্থ, সম্পুর্ণ বাহ্যশূন্য। সমাধিভঙ্গ হলে একজন ব্রাহ্মভক্ত জানালেন - গাজীপুরের পওহারী বাবা নিজের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হাসছেন, সমাধি অবস্থা থেকে এখনো পুরোপুরি পুরোপুরি অবতীর্ণ হননি। ওই অল্প হেসেই নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন : খোলটা!
কিছুক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ব্যাখ্যা করে বলছেন : তবে একটি কথা আছে। ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থান। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। সকলে আশ্বাসের আনন্দ পেলেন।
সকলকে আনন্দময় হাস্যরসে সিক্ত করে এইবারে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর অমৃতঝাঁপি খুললেন।
জ্ঞানী ও ভক্তের তুলনা করে জানাচ্ছেন : ভক্তের সাধ যে চিনি খায়, চিনি হতে ভালোবাসে না।
কালীর লীলা সম্বন্ধে জানাচ্ছেন : যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচ রকম জিনিস তুলে রাখে। - হ্যাঁ গো। গিন্নীদের ওইরকম একটা হাঁড়ি থাকে। ভিতরে সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, ছোট-ছোট পুঁটলি বাঁধা শশাবিচি, কুমড়াবিচি, লাউবিচি - এইরকম রাখে, দরকার হলে বার করে।

সংসারীদের ত্যাগ সম্বন্ধে জানাচ্ছেন : নাগো! তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন ? তোমরা রসে-বসে বেশ আছ। সা-রে-মা-তে! তোমরা বেশ আছ। নক্স খেলা জানো ? আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা। কেউ দশে আছো; কেউ ছয়ে আছো; কেউ পাঁচে আছো। বেশি কাটাও নাই; তাই আমার মতো জ্বলে যাও নাই। খেলা চলছে - এ তো বেশ।

২৭ অক্টোবর

মনের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলছেন : মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। দেখ না, যদি একটু ইংরেজী পড়, তো অমনি মুখে ইংরেজী কথা এসে পড়ে। ফুট-ফাট, ইট-মিট।

গুরুবাদ সম্বন্ধে কেশব সেনকে উপদেশ দিচ্ছেন : তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য কর না, তাই এইরূপ ভেঙে ভেঙে যায়। মানুষগুলি দেখতে সব একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। পুলিগুলি দেখতে সব একরকম। কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারিকেলের ছাঁই, কারু ভিতর কলায়ের পোর।

লোকশিক্ষার অধিকারী সম্বন্ধে গল্পচ্ছলে নির্দেশ দিচ্ছেন : ও-দেশে হালদার-পুকুর বলে একটা পুকুর আছে। পাড়ে রোজ সকালবেলা বাহ্যে করে রাখত। যারা সকালবেলা আসে, খুব গালাগাল দেয়। আবার তার পরদিন সেইরূপ। বাহ্যে আর থামে না। লোকে কোম্পানিকে জানালে। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সে যখন একটা কাগজ মেরে দিলে, 'বাহ্যে করিও না' তখন সব বন্ধ!

লোকশিক্ষা দেবে তার চাপরাস চাই। না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না, আবার অন্যলোক। কানা কানাকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে।

নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে বলছেন : ইচ্ছা করে বেশি কাজ জড়ানো ভাল নয় - ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে দানই করতে লাগল; কালীদর্শন আর হলো না।

সময় স্থির - জাহাজ কতদূর গেছে অনেকেরই জ্ঞান নাই, কথামৃতে সকলে আবিষ্ট। এবারে মুড়ি নারকেল খাওয়া হচ্ছে। বিজয়কৃষ্ণ ও কেশব সেনের মধ্যে কিঞ্চিত মতপার্থক্য পূর্ব হতে আছে, তাই দুজনেই একটু সঙ্কুচিতভাবে বসে আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর অতি সরল পন্থায়, রঙ্গরসের মাধ্যমে দুজনের ভাব করাচ্ছেন। কেশবকে বলছেন : ওগো! এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ - যেন শিব ও রামের যুদ্ধ। রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হল, দুজনে ভাবও হল। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো ওদের ঝগড়া কিচকিচি আর মেটে না!

আবার জানো মায়ে-ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে। মার মঙ্গল, আর মেয়ের মঙ্গল যেন দুটো আলাদা। কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর মঙ্গল হয়। তেমনি

২৭ অক্টোবর

তোমাদের এর একটি সমাজ আছে; আবার ওর একটি দরকার। তবে এ-সব চাই। যদি বল ভগবান নিজে লীলা করেছেন, সেখানে জটিলে-কুটিলের কি দরকার ? জটিলে-কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না! জটিলে-কুটিলে না থাকলে রগড় হয় না। সকলে হেসে লুটোপুটি।

জাহাজ-ভ্রমণ শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর সিমুলিয়া স্ট্রীটে ভক্ত সুরেশ মিত্রের বাড়িতে আগমন করলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য - সুরেশ বাড়ী নাই। এবারে মুশকিল গাড়িভাড়া কে দেবে ? সুরেশ থাকলে তিনিই দিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই বিপদেও রঙ্গ করে সমাধান দিলেন : ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নে না। ওরা কি জানে না, ওদের ভাতাররা যায় আসে।

ঠিক তিন বছর বাদে, ১৮৮৫ সালে আজকের দিনে, শ্যামপুকুর বাটীতে বেলা দশটা - নরেন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছেন - গতকাল ডাক্তার (মহেন্দ্রলাল সরকার) কি করে গেল। একজন ভক্ত যোগ করলেন - সুতোয় মাছ গিঁথেছিল, ছিঁড়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু নিশ্চিন্ত, হাসতে হাসতে জানালেন : বঁড়শি বেঁধা আছে, - মরে ভেসে উঠবে।

মাষ্টারমশাই এবারে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন - আপনার রোগ পর্যন্ত খেলার মধ্যে। এই রোগ হয়েছে বলে এখানে নূতন নূতন ভক্ত আসছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তা শুনে হাসছেন : ভূপতি বলে, রোগ না হলে শুধু বাড়িভাড়া করলে লোকে কি বলত ?

কিছু পরে নরেন্দ্রর আর্থিক দুরবস্থা সম্বন্ধে আলোচনাকালে শ্রীশ্রীঠাকুর কারণ ব্যাখ্যা করছেন : কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য হলে ও-সব হিসাব থাকে না। তারপরে সহাস্যে যোগ করলেন : 'সব বন্দোবস্ত করে দিব, তারপরে সাধনা করব' - তীব্র বৈরাগ্য হলে এরূপ মনে হয় না। গোঁসাই লেকচার দিয়েছিল। তা বলে, দশ হাজার টাকা হলে ওই থেকে খাওয়া দাওয়া এই সব হয় - তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বরকে বেশ ডাকা যেতে পারে। একটা মেয়ের ভারী শোক হয়েছিল। আগে নৎটা কাপড়ের আঁচলে বাঁধলে, - তারপর, ওগো! আমার কি হল গো! বলে আছড়ে পড়লো কিন্তু খুব সাবধান, নৎটা না ভেঙে যায়। সকল উপস্থিতজন হাসিতে লুটোপুটি।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

২৮ অক্টোবর

১৮৮২ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর আগমন করেছেন সিঁথিতে ব্রাহ্মসমাজের মহোৎসবে, বেলা ৩টা-৪টা। শ্রী বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে তাঁর নিমন্ত্রণ।

শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তের সাথে মিলিত হতেই সহাস্যবদন শ্রীশ্রীঠাকুর রসামৃত বইয়ে দিলেন : এই যে শিবনাথ ! দেখ, তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, আর-একজন গাঁজাখোরকে দেখলে ভারী খুশি হয়। হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলিই করে।

সকলে হাসতে আরম্ভ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আরো বলছেন : যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বলি, 'তোমরা একটু ওইখানে গিয়ে বস। অথবা বলি, যাও বেশ বিল্ডিং দেখ গে।' আবার দেখেছি যে, ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে। তাদের ভারী বিষয়বুদ্ধি। ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। ওরা হয়তো আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ঈশ্বরীয় কথা বলছে। এদিকে এরা আর বসে থাকতে পারে না, ছটফট করছে। বারবার কানে কানে ফিসফিস করে বলছে, 'কখন যাবে কখন যাবে।' তারা হয়তো বললে, 'দাঁড়াও না হে, আর একটু পরে যাব।' তখন এরা বিরক্ত হয়ে বলে, 'তবে তোমরা কথা কও, আমরা নৌকায় গিয়ে বসি।'

এইবারে শ্রীশ্রীঠাকুর রজোগুণী ভক্তের বাহ্যিক আড়ম্বরের সম্বন্ধে বর্ণনা দিচ্ছেন : ভক্তির রজঃ থাকলে সে ভক্তের হয়ত তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে। সে মালার মধ্যে মধ্যে আবার একটি সোনার দানা। যখন পূজা করে, গরদের কাপড় পড়ে পূজা করে।

সকল ভক্ত হাস্যরসে সিঞ্চিত।
এরপরে শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধির প্রসঙ্গ অবতারণা করলেন। প্রাথমিক বর্ণনার পরেই টিপ্পুনি, আর সকলের হাসি : আমায় একজন বলেছিল, 'মহাশয় ! আমাকে সমাধিটা শিখিয়ে দিতে পারেন?'

তারপর সমাধির উপমা দিচ্ছেন : যেমন ব্রাহ্মণভোজনে - প্রথমে খুব হৈচৈ। যখন সকলে পাতা সম্মুখে করে বসলে, তখন অনেক হৈচৈ কমে গেল, কেবল লুচি আন লুচি

আন শব্দ হতে থাকে। তারপর যখন লুচি তরকারি খেতে আরম্ভ করে, তখন বার আনা শব্দ কমে গেছে। যখন দই এল তখন সুপসুপ - শব্দ নাই বললেও হয়। খাবার পর নিদ্রা। তখন সব চুপ।

উপমারসে সকলে আমোদিত।

প্রবাহ অব্যাহত : কারু কারু লোকশিক্ষার জন্য শরীর থাকে - যেমন নারদাদির। আর চৈতন্যদেবের মত অবতারদের। কূপ খোঁড়া হয়ে গেলে কেহ কেহ ঝুড়ি-কোদাল বিদায় করে দেয়। কেউ কেউ রেখে দেয় - ভাবে, যদি পাড়ার কারুর দরকার হয়। এরূপ মহাপুরুষ জীবের দুঃখে কাতর। এরা স্বার্থপর নয় যে, আপনাদের জ্ঞান হলেই হল। স্বার্থপর লোকের কথা তো জানো। এখানে মোত্‌ বললে মুতবে না, পাছে তোমার উপকার হয়। এক পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে আনতে দিলে চুষে চুষে এনে দেয়।

ভক্তের সাধ সম্বন্ধে নিকষার কাহিনী বর্ণনা করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর : দর্শনের পর ভক্তের সাধ হয় তাঁর লীলা কি, দেখি। রামচন্দ্র রাবণবধের পর রাক্ষসপুরী প্রবেশ করলেন; বুড়ি নিকষা দৌড়ে পালাতে লাগল। লক্ষণ বললেন, 'রাম! একি বলুন দেখি, এই নিকষা এত বুড়ী, কত পুত্রশোক পেয়েছে, তার এত প্রাণের ভয়, পালাচ্ছে! রামচন্দ্র নিকষাকে অভয় দান করে সম্মুখে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে নিকষা বললে, 'রাম, এতদিন বেঁচে আছি বলে তোমার এত লীলা দেখলাম, তাই আরও বাঁচবার সাধ আছে। তোমার আরও কত লীলা দেখব।' আনন্দ ও হাস্যরসের স্রোতে বহমান সকলে।

২৯ অক্টোবর

১৮৭৯ সালের আজকের দিনে কোজাগরী পূর্ণিমা। বহু ভক্তসঙ্গে কেশব সেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করতে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। সন্ধ্যার পর বাঁধাঘাটে জ্যোৎস্নার আলোয় কেশব উপাসনা করছেন। উপাসনার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের পাঠ করাচ্ছেন : ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ব্রহ্ম মায়া জীব জগৎ ভাগবত ভক্ত ভগবান। অবশেষে যখন বললেন গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব, কেশব আনন্দে হাসতে হাসতে বলছেন - মহাশয়, এখন অতদূর নয়, ঐটি বললে লোকে গোঁড়া বলবে। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে হাসতে লাগলেন, বললেন : বেশ তোমরা যতদূর পার তাহাই বল।

* * * * *

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্যামপুকুর বাটীতে অবস্থান করছেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কিঞ্চিৎ তর্কমুখর। শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বদা ঈশ্বরীয় ভাব হয়, তাতে অসুখ বাড়ার সম্ভাবনা, তাই ডাক্তার বলছেন - ভাব চাপবে। আমার খুব ভাব হয়। তোমাদের চেয়ে নাচতে পারি। ছোট নরেন হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করছেন - ভাব যদি আর একটু বাড়ে, কি করবেন ?

খানিক পরে, শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে ভক্তদের কাছে ডাক্তারের অবস্থা বর্ণনা করছেন : দেখ, সিদ্ধ হলে জিনিস নরম হয় -- ইনি (ডাক্তার) খুব শক্ত ছিলেন, এখন ভিতর থেকে একটু নরম হচ্চেন।

ডাক্তার যোগ করলেন - সিদ্ধ হলে উপর থেকেই নরম হয়, কিন্তু আমার আর এ যাত্রায় তা হল না। সকলে হেসে উঠলেন।

সন্ধ্যাবেলায় শ্যাম বসু উপস্থিত - বয়স্ক ব্যক্তি, ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন, শ্রীশ্রীঠাকুরের অতীব গুণগ্রাহী। তিনি একটি একটি করে সূত্র ধরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত শ্রবণে আগ্রহী - সহাস্যবদনে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করছেন।
- আহা, সেদিন সেই কথাটি যা বলেছিলেন, কি চমৎকার। সেই যে বললেন, জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে গেলে কি থাকে। হাসতে হাসতে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন : বিজ্ঞান। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন, এর নাম জ্ঞান। বিশেষরূপে জানার

নাম বিজ্ঞান। কাঠে আগুন আছে, অগ্নিতত্ত্ব আছে; এর নাম জ্ঞান। সেই কাঠ জ্বালিয়ে ভাত রেঁধে খাওয়া ও খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান।

- আর সেই কাঁটার কথা।

- হাঁ, যেমন পায়ে কাঁটা ফুটলে আর-একটি কাঁটা আহরণ করতে হয়; তারপর পায়ের কাঁটাটি তুলে দুটি কাঁটা ফেলে দেয়। তেমনি অজ্ঞানকাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞানকাঁটা জোগাড় করতে হয়। অজ্ঞান নাশের পর জ্ঞান-অজ্ঞান দুই-ই ফেলে দিতে হয়। তখন বিজ্ঞান।

বিষয়কর্ম ত্যাগ সম্বন্ধে কৌতুক-কাহিনী বলছেন : আর দেখ, দাঁতও সব পড়ে গেছে, আর দুর্গাপূজা কেন ? একজন বলেছিল, আর দুর্গাপূজা কর না কেন ? সে ব্যক্তি উত্তর দিলে, আর দাঁত নাই ভাই। পাঁঠা খাবার শক্তি গেছে।

শ্যাম বসু বলছেন - আহা, চিনিমাখা কথা!

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহাস্য সংযোজন : এই সংসারে বালি আর চিনি মিশেল আছে। পিঁপড়ের মতো বালি ত্যাগ করে চিনিটুকু নিতে হয়। যে চিনিটুকু নিতে পারে সেই চতুর।

৩০ অক্টোবর

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্যামপুকুরে অবস্থান করছেন, বেলা নটা - মাস্টারমশাইয়ের সাথে কথা বলছেন। এরপরে মাস্টারমশাই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের কাছে গিয়ে অসুখের খবর দেবেন ও তাঁকে সঙ্গে করে আনবেন।

পূর্ণচন্দ্রের ও মণীন্দ্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বলছেন : আজ সকালে পূর্ণ এসেছিল। বেশ স্বভাব। মণীন্দ্রের প্রকৃতিভাব। কী আশ্চর্য! চৈতন্যচরিত পড়ে ওইটি মনে ধারণা হয়েছে - গোপীভাব, সখীভাব; ঈশ্বর পুরুষ আর আমি যেন প্রকৃতি।

বেলা দশটা সাড়ে-দশটা নাগাদ মাস্টারমশাই ডাক্তার সরকারের বাড়ি পৌঁছেছেন; ডাক্তার কিন্তু এখনো জ্ঞান এবং ভক্তি এই দুয়ের তুলনামূলক আলোচনায় সংশয়গ্রস্ত। জ্ঞানকে তিনি প্রাধান্য দেন, ভক্তিকে নয়।

হাসতে হাসতে মাস্টারমশাইকে বলছেন - এই দেখ, এরা (লাল মাছ) আমার দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু ওদিকে যে এলাচের খোসা ফেলে দিইছি তা দেখে নাই। তাই বলি, শুধু ভক্তিতে কি হবে, জ্ঞান চাই।

ওই দেখ চড়ুই পাখি উড়ে গেল; ময়দার গুলি ফেললুম, ওর দেখে ভয় হল। ওর ভক্তি হল না, জ্ঞান নাই বলে। জানে না যে খাবার জিনিস।

মাষ্টারমশাই শুনে হাসছেন।

Munger's New Theology বলে একটি বই মাস্টারমশাই দেখছেন। ডাক্তার সে বইটি বেশ পছন্দ করেন, বলছেন - এ তোমার চৈতন্য অমুক কথা বলেছে, কি বুদ্ধ বলেছে, কি যীশু খ্রীষ্ট বলেছে, - তাই বিশ্বাস করতে হবে,- তা নয়।

সহাস্যে মাস্টারমশাই ভুল ধরিয়ে দিলেন -- একজন তো কেউ বলছে। তাহলে দাঁড়ালো ইনি। চৈতন্য, বুদ্ধ, নয়; তবে ইনি।

এইবারে মাস্টারমশাই ডাক্তারকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন -- বেলা প্রায় দুই প্রহর। গাড়িতে আসার সময় মাস্টারমশাই হাসতে হাসতে জানাচ্ছেন -- ভাদুড়ী বলেছেন, ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করতে হবে। মহাত্মা, সূক্ষ্ম শরীর, এসব আপনি মানেন না।

৩০ অক্টোবর

আপনি অবতারলীলা মানেন না। তাই তিনি ঠাট্টা করে বলেছেন, এবার মলে মানুষ জন্ম তো হবেই না; কোনও জীবজন্তু, গাছপালা কিছুই হতে পারবেন না। ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করতে হবে, তারপর অনেক জন্মের পর যদি কখনো মানুষ হন।

ডাক্তার একটু একটু হাসছেন ও ছদ্ম বিস্ময় প্রকাশ করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে ডাক্তার উপস্থিত। প্রতাপ মজুমদার উপস্থিত আছেন।

রঙ্গ করে ডাক্তার শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছেন - আবার কাশি হয়েছে ? তা কাশিতে যাওয়া তো ভাল। সকলে হেসে উঠলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চটজলদি উত্তর : তাতে তো মুক্তি গো! আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই। ডাক্তার হাসছেন, ভক্তরাও হাসছেন।

মাস্টারমশাইয়ের ইচ্ছে ইটপাটকেলের কথাটি আরেকবার হয়। তিনি ছোট নরেনকে আস্তে আস্তে কথাটি বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও শুনতে পেয়েছেন। তিনি ডাক্তারকে বলছেন : আর তোমায় কি বলেছেন জানো? তুমি এসব বিশ্বাস কর না, মন্বন্তরের পর তোমার ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করতে হবে।

সকলে হেসে লুটোপুটি, ডাক্তারও হাসছেন - ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করে অনেক জন্মের পর যদি মানুষ হই, আবার এখানে এলেই তো ইটপাটকেল থেকে আবার আরম্ভ। হাসির বন্যা বয়ে গেল!

ডাক্তার চাইছেন শ্রীশ্রীঠাকুর যেন ঈশ্বরের কাছে রোগারোগ্যের প্রার্থনা করেন। তাই যুক্তি দিচ্ছেন - আর বলতেই বা হবে কেন, তিনি কি জানছেন না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে একটি উপমা দিলেন : একজন মুসলমান নামাজ করতে করতে 'হো আল্লা' 'হো আল্লা' বলে চিৎকার করে ডাকছিল। তাকে একজন লোক বললে, তুই আল্লাকে ডাকছিস তা অতো চেঁচাচ্ছিস কেন ? তিনি যে পিঁপড়ের পায়ের নূপুর শুনতে পান!

৩০ অক্টোবর

খানিক পরে শাস্ত্র প্রসঙ্গে কথা হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর জানাচ্ছেন : গীতা পড়লে কি হয় ? দশবার 'গীতা গীতা' বললে যা হয়। 'গীতা গীতা' বলতে বলতে ত্যাগী হয়ে যায়।

ডাক্তারের আবার আপত্তি - 'ত্যাগী' বলতে গেলেই একটা য- ফলা আনতে হয়। মাস্টারমশাই ব্যাখ্যা করলেন পণ্ডিত নবদ্বীপ গোস্বামী শ্রীশ্রীঠাকুরকে যা বলেছিলেন - ত্যাগী তাগী এক মানে।

ডাক্তার একটু কটাক্ষ করে বলছেন - আমায় একজন রাধা মানে বলেছিল। বললে, রাধা মানে কি জানো ? কথাটা উল্টে নাও। অর্থাৎ 'ধারা, ধারা'। আজ 'ধারা' পর্যন্তই রহিল।

সকলে হেসে লুটোপুটি।

ডাক্তার বিদায় নিলে মাস্টারমশাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে বর্ণনা করছেন ডাক্তারের বাড়িতে আর কি কি কথা হলো। লাল মাছ ও চড়ুইয়ের কথা তিনি বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে সিদ্ধান্ত নির্দেশ করলেন : ও জ্ঞানের মানে ঐহিক জ্ঞান - ওদের Science - এর জ্ঞান।

শ্রীশ্রীঠাকুর আরো জানতে চাইছেন : ডাক্তারের কিরকম হচ্ছে? এখানকার কথা সব কি বেশ নিচ্ছে?

মাস্টারমশায় বর্ণনা করছেন যদু মল্লিকের ব্যঞ্জনে নুন বুঝতে না পারার অন্যমনস্কতা ইত্যাদি; শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে হাসছেন।

৩১ অক্টোবর

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্যাম পুকুর বাটীতে অবস্থান করছেন। কোয়েকার-খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত প্রভুদয়াল মিশ্র আজ এসেছেন, তিনি আগে শ্রীশ্রীঠাকুর কে আগে ধ্যান যোগে দেখেছেন - এখন সাক্ষাৎ দর্শনে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা কইতে কইতে কিছুক্ষণ বাদে সমাধিস্থ। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে মিশ্রকে দেখতে দেখতে হাসছেন, হ্যান্ডশেক করে বলছেন : তুমি যা চাইছ তা হয়ে যাবে।

এর খানিক পরেই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার উপস্থিত। তাঁকে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : বেঁহুশ হই নাই। ডাক্তার অবস্থা বুঝেছেন, তাই একটু রঙ্গ করে বলছেন - না, তুমি খুব হুঁশে আছ!

শ্রীশ্রীঠাকুর রসিক চুড়া মণি, রঙ্গটুকু বুঝে সঙ্গে সঙ্গে সহাস্যে গান ধরলেন : সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে।

ভাবের আবেশ কিঞ্চিৎ কম করার জন্যে ভক্তেরা নরেন্দ্র কে অনুরোধ করলেন গান করার জন্য। নরেন্দ্র এর গান সমাপ্ত হলে ডাক্তার বলছেন - চিদানন্দ সিন্ধু নীরে ওই গানটি বেশ! শ্রীশ্রীঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে উপমামৃত যোগ করলেন : ছেলে বলেছিল, ' বাবা, একটু (মদ) চেখে দেখ তারপর আমায় ছাড়তে বল তো ছাড়া যাবে। ' বাবা খেয়ে বললে, ' তুমি বাছা ছাড় আপত্তি নয় কিন্তু আমি ছাড়ছি না। '

সকলে হেসে লুটোপুটি।

৬ নভেম্বর

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে কালীপুজো, শ্রীশ্রীঠাকুর শ্যামপুকুর বাটীতে অবস্থান করছেন। বেলা আন্দাজ দুটোর সময় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দেখতে এসেছেন। আগেরদিন প্রতাপ মজুমদার শ্রীশ্রীঠাকুরকে 'নাকস ভমিকা' ওষুধ দিয়েছিলেন, সে শুনে ডাক্তার একটু বিরক্ত - আমি তো মরি নাই, নাকস ভমিকা দেওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে মন্তব্য করলেন : তোমার অবিদ্যা মরুক!

ডাক্তার অবিদ্যা মানে নষ্টা স্ত্রীলোক বুঝেছেন, তাই আপত্তি জানাচ্ছেন - আমার কোনকালে অবিদ্যা নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে ব্যাখ্যা করলেন : না গো! সন্ন্যাসীর অবিদ্যা মা মরে যায় আর বিবেক সন্তান হয়। অবিদ্যা মা মরে গেলে অশৌচ হয়, - তাই বলে সন্ন্যাসীকে ছুঁতে নাই।

৯ নভেম্বর

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে ছোট খাটে উপবিষ্ট - বেলা প্রায় দুইপ্রহর। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর জানালেন : সাধুর তিন শ্রেণী। উত্তম, মধ্যম, অধম। উত্তম যারা খাবার জন্যে চেষ্টা করেন না। মধ্যম ও অধম যেমন দন্ডী-ফন্ডী। মধ্যম, তারা 'নমো নারায়ণ'! বলে দাঁড়ায়। যারা অধম তারা না দিলে ঝগড়া করে। সকলে হেসে উঠলেন।

সহাস্যে নিজের অবস্থা বর্ণনা করে বলছেন : আমার এখন সে অবস্থ নয়। হনুমান বলেছিল, আমি তিথি-নক্ষত্র জানি না, এক রামচিন্তা করি।

রাম লক্ষণ পম্পা সরোবরে গিয়াছেন। লক্ষণ দেখিলেন, একটি কাক ব্যাকুল হয়ে বারবার জল খেতে যায়, কিন্তু খায় না। রামকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, ভাই, এ কাক পরমভক্ত। অহর্নিশি রামনাম জপ করছে! এদিকে জলতৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু খেতে পারছে না। ভাবছে খেতে গেলে পাছে রামনাম জপ ফাঁক যায়!

হলধারীকে পূর্ণিমার দিন বললুম, দাদা! আজ কি অমাবস্যা ?

হ্যাঁগো! শুনেছিলাম, যখন অমাবস্যা-পূর্ণিমা ভুল হবে তখন পূর্ণজ্ঞান হয়। হলধারী তা বিশ্বাস করবে কেন, হলধারী বললে, এ কলিকাল! একে আবার লোকে মানে! যার অমাবস্যা-পূর্ণিমাবোধ নাই। বর্ণনা শুনে সকলে হেসে লুটোপুটি।

এরপরে কীর্তনের অবিরাম স্রোত, আনন্দঘন এক পরিবেশ, সময় স্তব্ধ। সকল সমাপ্ত হলে, রাত ১০টা - ১১টায় শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্রামরত, মাষ্টারমশাই তাঁর পদসেবায় নিরত। সহাস্যবদন শ্রীশ্রীঠাকুর মাস্টারমশায়ের যেন ইন্টারভিউ নিচ্ছেন : আজ সব কেমন কথা হয়েছে ? যেমন যেমন মাষ্টারমশাই উত্তর দিচ্ছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরও সহাস্যে জিজ্ঞেস করেই যাচ্ছেন : কি বলো দেখি ?

আর কি কি কথা হয়েছিল ?

কি কি হল ?

কি কথা ?

হ্যাঁ, কি কি কথা বল দেখি ?

৯ নভেম্বর

মাষ্টারমশাই যথাযথ বর্ণনা করে চলেছেন, কিন্তু ঈশ্বর-নির্ভরতার উদাহরণ হিসেবে যেই বললেন - আর-একটি কথা শুনেছিলাম যে, নিমন্ত্রণ বাড়িতে ছোট ছেলে নিজে বসবার জায়গা নিতে পারে না। তাকে খেতে কেউ বসিয়ে দেয়।

অমনি শ্রীশ্রীঠাকুর সংশোধন করলেন : না। ও হলো না, বাপে ছেলের হাত ধরে লয়ে গেলে সে ছেলে আর পড়ে না।

১৫ নভেম্বর

১৮৮২ সালের আজকের দিনে বেলা তিনটে। শ্রীশ্রীঠাকুর গড়ের মাঠে উইলসনের সার্কাস দেখতে চলেছেন, সঙ্গে মাস্টারমশাই, রাখাল ও আরো দুয়েকটি ভক্ত। আনন্দময় শ্রীশ্রীঠাকুর গাড়ির একবার এধার একবার ওধার মুখ বাড়িয়ে বালকের মতো দেখছেন।
সার্কাসে শেষ শ্রেণীর টিকিট কিনে, উচ্চস্থানে বসে শ্রীশ্রীঠাকুরের বড়ো আনন্দ, বলছেন : বাঃ, এখান থেকে বেশ দেখা যায়।
সার্কাস শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকে নিয়ে ভক্তপ্রবর বলরামের বাগবাজার গৃহে উপস্থিত, কথামৃত প্রবাহ বহমান।

জনৈক বিশ্বাসবাবু হঠাৎ উঠে চলে গেলেন - অতীতে অর্থবান হলেও চরিত্রদোষে সব খুইয়েছেন। বলরামবাবু তাঁর কথা তুলতেই শ্রীশ্রীঠাকুর জানাচ্ছেন : ওটা লক্ষ্মীছাড়া দারিদ্দির। কিন্তু বলরামবাবু জানাচ্ছেন বর্তমানে বিশ্বাসবাবুর সাধুসঙ্গ করার ইচ্ছা জেগেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর চরিত্র-বিশ্লেষণে ত্রুটিহীন। তাই সহাস্যে জানাচ্ছেন : সাধুর কমণ্ডলু চারধাম ঘুরে আসে, কিন্তু যেমন তেতো তেমনি তেতো থাকে। মলয়ের হাওয়া যে গাছে লাগে, সে-সব চন্দন হয়ে যায়! কিন্তু শিমুল, অশ্বত্থ, আমড়া এরা চন্দন হয়না। কেউ কেউ সাধুসঙ্গ করে, গাঁজা খাবার জন্য। সাধুরা গাঁজা খায় কিনা, তাই তাদের কাছে এসে বসে গাঁজা সেজে দেয় আর প্রসাদ পায়।

সকলে হেসে লুটোপুটি।

২৬ নভেম্বর

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে সিঁদুরিয়াপটীতে মণিলাল মল্লিকের বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর আগমন করেছেন, সকলে আনন্দমুখর।

যথাবিহিত উপাসনার শেষে কথামৃত প্রবাহ বহমান। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সবে গয়া হতে ফিরেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে বলছেন : দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুঁটলি-পাটলা থাকে, পনেরোটা গাঁটওয়ালা যদি কাপড়-বুচকি থাকে তাহলে তাদের বিশ্বাস করো না। আমি বটতলায় ওইরকম সাধু দেখেছিলাম। দু-তিনজন বসে আছে, কেউ ডাল বাছছে, কেউ কেউ কাপড় সেলাই করছে, আর বড় মানুষের বাড়ির ভান্ডারার গল্প করছে। বলছে, 'আরে ও বাবুনে লাখো রূপেয়া খরচ কিয়া, সাধু লোক কো বহুৎ খিলায়া - পুরি, জিলেবী, পেড়া, বরফি, মালপুয়া, বহুৎ চিজ তৈয়ার কিয়া।

সকলে হাসতে শুরু করেছেন। বিজয় জানাচ্ছেন - আজ্ঞা হাঁ। গয়ায় ওইরকম সাধু দেখেছি। গয়ায় লোটাওয়ালা সাধু। সকলের হাসি বৃদ্ধি পেল।

কথাবার্তা চলছে, খানিক বাদে আরো কিছু ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত। তাঁদের দেখে শ্রীশ্রীঠাকুরের সরস বিশ্লেষণ : যারা শুধু পন্ডিত কিন্তু যাদের ভগবানে ভক্তি নাই তাদের কথা গোলমেলে। সামাধ্যায়ী বলে এক পন্ডিত বলেছিল, 'ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজের প্রেমভক্তি দিয়ে সরস করো।' বেদে যাঁকে 'রসস্বরূপ' বলেছে তাঁকে কি না নীরস বলে! আর এতে বোধ হচ্ছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু কখনো জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা।

একজন বলেছিল, আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে। এ-কথায় বুঝতে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই, কেননা গোয়ালে ঘোড়া থাকে না।

সকলে হাস্যরসে সিক্ত।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

২৮ নভেম্বর

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর কেশব সেনের কমল কুটিরে আগমন করেছেন, অসুস্থ কেশব সেনকে দর্শন দিতে, বেলা প্রায় পাঁচটা। ঘরে উপবিষ্ট হয়েই শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবসমাধি মগ্ন। বেশ খানিক পরে অসুস্থ কেশব অতি কষ্টে, দেওয়াল ধরে ধরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে উপস্থিত হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবে গরগর মাতোয়ারা, ভাবেই ঈশ্বরীয় কথা বলছেন : আদ্যাশক্তিই এই জীবজগৎ, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। অনুলোম, বিলোম। রাখাল, নরেন্দ্র আর আর ছোকরাদের জন্য ব্যস্ত হই কেন ? হাজরা বললে, তুমি ওদের জন্য ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছ, তা ঈশ্বরকে ভাববে কখন ?
হাজরার কথা শুনে কেশব ও বাকি সকলে অল্প অল্প হাসছেন। বড়ো সমস্যা !
- তখন মহা চিন্তিত হলুম। বললুম, মা একি হল। হাজরা বলে, ওদের জন্য ভাব কেন ? তারপর ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করলুম। ভোলানাথ বললে, ভারতে ওই কথা আছে। সমাধিস্থ লোক সমাধি থেকে নেমে এসে কোথায় দাঁড়াবে ? তাই সত্ত্বগুণী ভক্ত নিয়ে থাকে। ভারতের এই নজির পেয়ে তবে বাঁচলুম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সরলতাপূর্ণ কথায় সকলে হাস্যরসে সিক্ত।

কেশবকে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ উপদেশ দিচ্ছেন, বাকিরা স্তব্ধ, কিন্তু কেশব সে শুনে আনন্দে হাসছেন : যার পুরুষ জ্ঞান আছে, তার মেয়ে জ্ঞানও আছে। যার বাপ জ্ঞান আছে, তার মা জ্ঞানও আছে। যার অন্ধকার জ্ঞান আছে, তার আলো জ্ঞানও আছে। যার রাত জ্ঞান আছে, তার দিন জ্ঞানও আছে। যার সুখ জ্ঞান আছে, তার দুঃখ জ্ঞানও আছে। কেশব সহাস্যে জানালেন তিনি বুঝতে পেরেছেন অন্তর্নিহিত অর্থ।

খানিক পরে সহাদ্যবদন শ্রীশ্রীঠাকুর কেশবের অসুখের কারণ বর্ণনা করছেন : তোমার অসুখ হয়েছে কেন তার মানে আছে। শরীরের ভেতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, তাই ওই রকম হয়েছে। যখন ভাব হয় তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেকদিন পরে শরীরে আঘাত লাগে। আমি দেখেছি, বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যখন চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া গেল না; ও মা! খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিনারার উপরে জল ধপাস

ধপাস করছে; আর তোলপাড় করে দিচ্ছে। হয়তো কিনারার খানিকটা ভেঙে জলে পড়ল! তুমি মনে করছো সব ফুরিয়ে গেল! কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকী থাকে, ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি তুমি নাম লেখাও, আর চলে আসবার জো নাই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে, ততক্ষণ ডাক্তার সাহেব চলে আসতে দেবে না। তুমি নাম লেখালে কেন!

সকলে হেসে লুটোপুটি। কেশব হাসপাতালে কথা শুনে বারবার হাসছেন, হাসি সংবরণ করতে পারছেন না।

খানিক পরে কেশবের জননী শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনুরোধ করছেন কেশবের অসুখটি যাতে সারে সে আশীর্বাদ করতে। শ্রীশ্রীঠাকুর জানাচ্ছেন : মা সুবচনী আনন্দময়ীকে ডাকো, তিনি দুঃখ দূর করবেন।

তারপর বালকের মতো হাসতে হাসতে কেশবকে বলছেন : দেখি তোমার হাত দেখি। ছেলেমানুষের মতো হাত নিয়ে যেন ওজন করছেন। তারপর বলছেন : না, তোমার হাত হালকা আছে। খলদের হাত ভারী হয়। সকলে হাস্যরসে সিক্ত।

অসুস্থতা বোধ করায় কেশব উঠে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু মিষ্টিমুখ করে যাবেন। কেশবের বড় ছেলেটি কাছে এসে বসেছেন। অমৃত তার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ চাইছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন : আমার আশীর্বাদ করতে নাই। এই বলে হাসতে হাসতে ছেলেটির গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন। অমৃতও রসিক, হাসতে হাসতে বললেন - আচ্ছা তবে গায়ে হাত বুলান। সকলে হেসে লুটোপুটি।

৬ ডিসেম্বর

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর শোভাবাজার বেনেটোলায় অধর সেনের বাড়িতে আগমন করেছেন। অধর নিজে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন, যাঁদের অন্যতম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখবেন ও বলবেন, যথার্থ তিনি মহাপুরুষ কিনা।

অধর বঙ্কিমের সাথে শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিচয় করিয়ে দিয়ে জানালেন - মহাশয়, ইনি ভারি পন্ডিত, অনেক বই-টই লিখেছেন। এঁর নাম বঙ্কিমবাবু।

শ্রীশ্রীঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে সহাস্য রসিকতায় কথোপকথন শুরু করলেন : বঙ্কিম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!

বঙ্কিম হাসতে হাসতে, সকলকে হাসিয়ে জবাব দিলেন - আর মহাশয়! জুতোর চোটে। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর ইতিবাচকতার প্রতিমূর্তি : না গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। এর পরে বর্ণনা করলেন শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীমতীর এক অপূর্ব ব্যাখ্যা। সে ব্যাখ্যা শুনে বঙ্কিম এবং বাকি ডেপুটিগণ ইংরেজিতে নিজেদের মধ্যে আস্তে আস্তে কিছু আলোচনা করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করছেন : কি গো। আপনারা ইংরাজীতে কি কথাবার্তা করছো ? সে প্রশ্নের রকম শুনে বাকি সকলেও হাসছেন।

অধর জানালেন কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথাই হচ্ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বলছেন : একটা কথা মনে পড়ে আমার হাসি পাচ্ছে। শুন, একটা গল্প বলি। একজন নাপিত কামাতে গিয়েছিল। একজন ভদ্রলোককে কামাচ্ছিল। এখন কামাতে কামাতে তার একটু লেগেছিল। আর সে লোকটি ড্যাম (Damn) বলে উঠেছিল। নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানে না। তখন সে ক্ষুর-টুর সব সেখানে রেখে, শীতকাল, জামার আস্তিন গুটিয়ে বলে, তুমি আমায় ড্যাম বললে, এর মানে কি, এখন বল। সে লোকটি বললে, আরে তুই কামা না; ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে কামা। নাপিত, সে ছাড়বার নয়, সে বলতে লাগল, ড্যাম মানে যদি ভাল হয়, তাহলে আমি ড্যাম, আমার বাপ ড্যাম, আর চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। আর ড্যাম মানে যদি খারাপ হয়, তাহলে তুমি ড্যাম,

তোমার বাবা ড্যাম, তোমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। আর শুধু ড্যাম নয়। ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যা ড্যাম ড্যাম।

হাসির স্রোতে সকলে আপ্লুত।

হাসি থামলে বঙ্কিম জানতে চাইছেন শ্রীশ্রীঠাকুর প্রচার করেন না কেন। উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে জানাচ্ছেন : প্রচার! ওগুলো অভিমানের কথা। মানুষ তো ক্ষুদ্র জীব। প্রচার তিনিই করবেন, যিনি চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করে এই জগৎ প্রকাশ করেছেন। আর সাধন করে নিজের শক্তি বাড়াতে হয়। তা না হলে প্রচার হয় না। আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। আপনারই শোবার জায়গা নাই, আবার ডাকে ওরে শঙ্করা আয়, আমার কাছে শুবি আয়। আবার সকলে হেসে লুটোপুটি।

খানিকবাদে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর জানালেন জ্ঞানী, মুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরকাল বলে কিছু নাই, উপমা দিলেন : সিধোনো ধান আর ক্ষেতে পুতলে কি হবে? বঙ্কিম প্রত্যুত্তরে হাসতে হাসতে একটি উপমা দিলেন : মহাশয়, তা আগাছাতেও কোন গাছের কাজ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের এই ভ্রমপূর্ণ উপমা ব্যবহার সংশোধন করলেন, হাস্যরসের মাধ্যমে : জ্ঞানী তা বলে আগাছা নয়। যে ঈশ্বরদর্শন করেছে, সে অমৃত ফল লাভ করেছে - লাউ, কুমড়া ফল নয়! উপমা - একদেশী। তুমি তো পন্ডিত, ন্যায় পড় নাই ? বাঘের মতো ভয়ানক বললে যে বাঘের মতো একটা ভয়ানক ন্যাজ কি হাঁড়ি মুখ থাকবে তা নয়।

সকলে হাসিতে আপ্লুত।

আরো খানিক আলোচনা অন্তে, বিদায়কালে বঙ্কিম শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, সঙ্গে জানাচ্ছেন - সেখানেও দেখবেন, ভক্ত আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রঙ্গচূড়ামণি - সহাস্যে উক্তি করলেন : কি গো ! কি রকম ভক্ত সেখানে ? যারা গোপাল, গোপাল, কেশব কেশব বলেছিল, তাদের মতো কি ?

উপস্থিত অনেকেই গল্পটি আগে শুনেছেন, তাই হাসতে আরম্ভ করলেন। এক ভক্ত

হয়তো জানতেন না, তাই গল্পটি জানতে চাইছেন। সকলকে হাসিয়ে, নিজে হাসতে হাসতে শ্রীশ্রীঠাকুর গল্পটি আবার বলছেন : এক জায়গায় একটি স্যাকরার দোকান আছে। তারা পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা, তিলক সেবা, প্রায় হাতে হরিনামের ঝুলি আর মুখে সর্বদাই হরিনাম। সাধু বললেই হয়, তবে পেটের জন্য স্যাকরার কর্ম করা; মাগছেলেদের তো খাওয়াতে হবে। পরম বৈষ্ণব, এই কথা শুনে অনেক খরিদ্দার তাদেরই দোকানে আসে; কেননা, তারা জানে যে এদের দোকানে সোনা-রূপা গোলমাল হবে না। খরিদ্দার দোকানে গিয়ে দেখে যে, মুখে হরিনাম করছে, আর বসে বসে কাজকর্ম করছে। খরিদ্দার যাই গিয়ে বসল, একজন বলে উঠল, 'কেশব! কেশব! কেশব!' খানিকক্ষণ পরে আর-একজন বলে উঠল, 'গোপাল! গোপাল! গোপাল!' আবার একটু কথাবার্তা হতে না হতেই আর-একজন বলে উঠল - 'হরি! হরি! হরি!' গয়না গড়বার কথা যখন একরকম ফুরিয়ে এল, তখন আর-একজন বলে উঠলো - 'হর! হর! হর! হর!' কাজে কাজেই এত ভক্তি প্রেম দেখে তারা স্যাকরাদের কাছে টাকাকড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হল; জানে যে এরা কখনও ঠকাবে না।

কিন্তু কথা কি জানো? খরিদ্দার আসবার পর যে বলেছিল 'কেশব! কেশব!' তার মানে এই, এরা সব কে ? অর্থাৎ যে খরিদ্দারেরা আসলো এরা সব কে ? যে বললে, 'গোপাল! গোপাল!' তার মানে এই, এরা দেখছি গোরুর পাল গোরুর পাল। যে বললে, 'হরি! হরি!' তার মানে এই, যেকালে দেখছি গরুর পাল সে স্থলে তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি। আর যে বললে, 'হর! হর!' তার মানে এই যেকালে গোরুর পাল দেখছো সেকালে সর্বস্ব হরণ করো।' এই তারা পরমভক্ত সাধু।

৯ ডিসেম্বর

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে, বেলা প্রায় একটা দুটোর সময়ে, শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে অধিষ্ঠান করছেন। অধর, মনোমোহন, রাখাল, মাস্টারমশাই, হরিশ, হাজরা ও আরো অনেকে বসে আছেন।

হঠযোগ সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর জানাচ্ছেন এ-সব বায়ুর কার্য। সঙ্গে একটি কৌতুক কাহিনী : একজন বাজি দেখাতে দেখাতে তালুর ভিতর জিহ্বা প্রবেশ করে দিয়েছিল। অমনি তার শরীর স্থির হয়ে গেল। লোকে মনে করলে, মরে গেছে। অনেক বৎসর সে গোর দেওয়া রহিল। বহুকালের পরে সেই গোড় কোন সূত্রে ভেঙে গিয়েছিল! সেই লোকটার তখন হঠাৎ চৈতন্য হল। চৈতন্য হবার পরই, সে চেঁচাতে লাগল, লাগ ভেলকি, লাগ ভেলকি।

সকলে হাস্যরসে আপ্লুত।

বিকেলে শ্রীশ্রীঠাকুর পঞ্চবটীর দিকে যাচ্ছেন, সঙ্গে মাষ্টারমশাই। মাস্টারমশাই জানাচ্ছেন তিনি পঞ্চবটীর একটি কচি ডাল বাড়িতে নিয়ে রেখেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করছেন : কেন? মাষ্টারমশাই জানাচ্ছেন - দেখলে আহ্লাদ হয়। সব চুকে গেলে এই স্থান মহাতীর্থ হবে। কৌতুক করে সহাস্যে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন : কিরকম তীর্থ ? কি, পেনেটীর মতো ?

১০ ডিসেম্বর

১৮৮১ সালের আজকের দিনে রাজেন্দ্র মিত্রের বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুর আগমন করেছেন, ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। এখানে আগমনের পূর্বে সুরেন্দ্র গাড়ি করে তাঁকে বেঙ্গল ফটোগ্রাফারের স্টুডিওতে নিয়ে গেছিলেন; ফটো তোলার কায়দা শ্রীশ্রীঠাকুর দেখলেন, তারপর তাঁর সমাধিস্থ অবস্থার ছবি নেওয়া হলো।

রাজেন মিত্রের বাড়িতে, শ্রীশ্রীঠাকুর কেশব সেনকে হাসতে হাসতে বলছেন : আজ বেশ কলে ছবি তোলা দেখে এলুম। একটি দেখলুম যে শুধু কাচের উপর ছবি থাকে না। কাচের পিঠে একটা কালি মাখিয়ে দেয়, তবে ছবি থাকে। তেমনি ঈশ্বরীয় কথা শুধু শুনে যাচ্ছি; তাতে কিছু হয় না, আবার তৎক্ষণাৎ ভুলে যায়; যদি ভিতরে অনুরাগ ভক্তিরূপ কালি মাখান থাকে তবে সে কথাগুলি ধারণা হয়। নচেৎ শুনে আর ভুলে যায়।

১৪ ডিসেম্বর

১৮৮২ সালের আজকের দিনে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কয়েকজনের সাথে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনে উপস্থিত; মধ্যাহ্নবেলা।

তীব্র বৈরাগ্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর কাহিনী বলছেন : এক দেশে অনাবৃষ্টি হয়েছে। চাষীরা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আনছে। একজন চাষার খুব রোখ আছে; সে একদিন প্রতিজ্ঞা করলে যতক্ষণ না জল আসে, খানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ খানা খুঁড়ে যাবে। এদিকে স্নান করবার বেলা হল। গৃহিণী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল। মেয়ে বললে, 'বাবা! বেলা হয়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফেল।' সে বললে, 'তুই যা আমার এখন কাজ আছে।' বেলা দুই প্রহর একটা হল, তখনও চাষা মাঠে কাজ করছে। স্নান করার নামটি নাই। তার স্ত্রী তখন মাঠে এসে বললে, 'এখনও নাও নাই কেন ? ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি! না হয় কাল করবে, কি খেয়ে-দেয়েই করবে।' গালাগালি দিয়ে চাষা কোদাল হাতে করে তাড়া করলে; আর বললে, 'তোর আক্কেল নাই ? বৃষ্টি হয় নাই। চাষবাস কিছুই হল না, এবার ছেলেপুলে কি খাবে ? না খেয়ে সব মারা যাবি ! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, মাঠে আজ জল আনবো তবে আজ নাওয়া-খাওয়ার কথা কবো।' স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, সন্ধ্যার সময় খানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে। তখন এক ধারে বসে দেখতে লাগল যে, নদীর জল মাঠে কুলকুল করে আসছে। তার মন তখন শান্ত আর আনন্দে পূর্ণ হল। বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললে, 'নে এখন তেল দে আর একটু তামাক সাজ।' তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে নেয়ে খেয়ে সুখে ভোঁসভোঁস করে নিদ্রা যেতে লাগল! এই রোখ তীব্র বৈরাগ্যের উপমা। আর একজন চাষা - সেও মাঠে জল আনছিল। তার স্ত্রী যখন গেল আর বললে, 'অনেক বেলা হয়েছে এখন এস, এত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই।' তখন সে বেশি উচ্চবাচ্য না করে কোদাল রেখে স্ত্রীকে বললে, 'তুই যখন বলছিস তো চল!' সে চাষার আর মাঠে জল আনা হল না। এটি মন্দ বৈরাগ্যের উপমা।

সকলে হাস্যরসে আপ্লুত।

১৪ ডিসেম্বর

বিকেলে মারোয়াড়ী ভক্তগণ উপস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের কৌতুক উপমা সহযোগে উপদেশ দিচ্ছেন : সময় না হলে কিছু হয় না। কারু কারু ভোগকর্ম অনেক বাকি থাকে। তাই জন্য দেরিতে হয়। ফোঁড়া কাঁচা অবস্থায় অস্ত্র করলে হিতে বিপরীত হয়। পেকে মুখ হলে তবে ডাক্তার অস্ত্র করে। ছেলে বলেছিল, মা, এখন আমি ঘুমুই আমার বাহ্যে পেলে তখন তুমি তুল। মা বললে, বাবা, বাহ্যেতেই তোমায় তুলবে, আমায় তুলতে হবে না।

সকলে হেসে লুটোপুটি।

১৮৮৪ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর স্টার থিয়েটারে আগমন করেছেন, গিরিশ ঘোষের প্রহ্লাদচরিত্রের অভিনয় দেখতে। অভিনয় এখনও আরম্ভ হয়নি, গিরিশ শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছেন। সহাস্যে শ্রীশ্রীঠাকুর জানাচ্ছেন : বা ! তুমি বেশ সব লিখেছ!

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : যিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন তিনি দেখেন যে ঈশ্বরই জীবজগৎ হয়ে আছেন। সবই তিনি। এরই নাম উত্তম ভক্ত।
গিরিশ সহাস্যে যোগ করলেন - সবই তিনি, তবে একটু আমি থাকে - কফ-দোষ করে না। সহাস্যবদন শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকে হাসিয়ে বর্ণনা সম্পূর্ণ করলেন : হাঁ, ওতে হানি নাই। ও 'আমি'টুকু সম্ভোগের জন্য। আমি একটি, তুমি একটি হলে আনন্দভোগ করা যায়। আবার মধ্যম থাকের ভক্ত আছে। সে দেখে যে, ঈশ্বর সর্বভূতে অন্তর্যামীরূপে আছেন। অধম থাকের ভক্ত বলে, - ঈশ্বর আছেন, ওই ঈশ্বর - অর্থাৎ আকাশের ওপারে।

১৬ ডিসেম্বর

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে বিকেল প্রায় চারটা নাগাদ শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নিজ ঘরে উপবিষ্ট, মাস্টারমশাই, রাখাল, লাটু, হরিশ, যোগীন ও অন্যান্য ভক্ত উপস্থিত। জনাইয়ের জনৈক মুখুজ্জেবাবু একজন এসেছেন। তিনি সহাস্যে জিজ্ঞেস করছেন - মহাশয়, ঐহিক পারত্রিক কি তফাৎ ? শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যাখ্যা করলেন : সাধনের সময় 'নেতি' 'নেতি' করে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে লাভের পর বুঝা যায় তিনিই সব হয়েছেন। তারপর ঈশ্বরের ইচ্ছার স্বরূপ ব্যক্ত করলেন : তিনি মনে করলে জ্ঞানীকে সংসারেও রাখতে পারেন। তাঁর ইচ্ছাতে জীবজগৎ হয়েছে। তিনি ইচ্ছাময় -

মুখুজ্জে একটু সহাস্য আপত্তি উত্থাপন করলেন - তাঁর আবার ইচ্ছা কি ? তাঁর কি কিছু অভাব আছে ?

হাসতে হাসতে সে আপত্তি নিমেষে খন্ডন করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর : তাতেই বা দোষ কি ? জল স্থির থাকলেও জল, - তরঙ্গ হলেও জল।

আরো বহুবিধ উপদেশ শ্রবণান্তে মুখুজ্জে বিদায় নেবেন, প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও যেন তাঁদের সম্মানার্থ উঠে দাঁড়ালেন। মুখুজ্জে সহাস্যে বলছেন - আপনার আবার উঠা বসা। - আগের যুক্তির সাথে সাযুজ্য বজায় রেখে শ্রীশ্রীঠাকুরেরও সহাস্য প্রত্যুত্তর : আবার উঠা বসাতেই বা ক্ষতি কি ? জল স্থির হলেও জল, - আর হেললে দুললেও জল। ঝড়ের এঁটো পাতা - হাওয়াতে যেদিকে লয়ে যায়। আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী।

১৭ ডিসেম্বর

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর অধিষ্ঠান করছেন, বেলা প্রায় আটটা, ছোট খাটের উপর বসে আছেন। লাটু, রাখাল, মাষ্টারমশাই ও আরো অনেক ভক্ত উপস্থিত; প্রবীণ, সুরসিক মধু ডাক্তারও উপস্থিত আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে মণি জিজ্ঞাসা করছেন - আজ্ঞা, ত্রিগুণাতীত ভক্তি কাকে বলে ? শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন : সে ভক্তি হলে সব চিন্ময় দেখে। চিন্ময় শ্যাম। চিন্ময় ধাম। ভক্তও চিন্ময়। সব চিন্ময়। এ-ভক্তি কম লোকের হয়।

মধু ডাক্তার সহাস্যে যোগ করলেন - ত্রিগুণাতীত ভক্তি - অর্থাৎ ভক্ত কোন গুণের বশীভূত নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সঙ্গে সঙ্গেই সহাস্যে সেইটি অনুমোদন করলেন : ইয়া! যেমন পাঁচ বছরের বালক - কোন গুণের বশ নয়।

১৮ ডিসেম্বর

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ঠনঠনের সিদ্ধেশ্বরী-মন্দির দর্শন করে যদু মল্লিকের বাটীতে আগমন করেছেন।

পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে যদু মল্লিককে প্রশ্ন করছেন : তুমি অত ভাঁড়, মোসাহেব রাখ কেন ?

যদু মল্লিক রসিক ব্যক্তি, হাসতে হাসতে চটজলদি উত্তর দিলেন - তুমি উদ্ধার করবে বলে।

সকলে হাসতে শুরু করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার রঙ্গচ্ছলে মোসাহেবদের প্রকৃতি বর্ণনা করছেন : মোসাহেবরা মনে করে বাবু তাদের টাকা ঢেলে দেবে। কিন্তু বাবুর কাছে আদায় করা বড় কঠিন। একটা শৃগাল একটা বলদকে দেখে তার সঙ্গ আর ছাড়ে না। সে চরে বেড়ায়, ওটাও সঙ্গে সঙ্গে। শৃগালটা মনে করেছে ওর অন্ডের কোষ ঝুলছে সেইটে কখন না কখন পড়ে যাবে আর আমি খাব। বলদটা কখন ঘুমোয়, সেও কাছে শুয়ে ঘুমোয়; আর যখন উঠে চরে বেড়ায়, সেও সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কতদিন এইরূপে যায়, কিন্তু কোষটা পড়ল না; তখন সে নিরাশ হয়ে চলে গেল। মোসাহেবদের এইরূপই অবস্থা। সকলে হেসে লুটোপুটি।

১৯ ডিসেম্বর

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে, বেলা প্রায় নটার সময় দক্ষিণেশ্বরে বিল্বতলে মাস্টারমশাই ও শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলছেন। মাষ্টারমশাই বেশ কয়েকদিন দক্ষিণেশ্বরে বসবাস করছেন।
শ্রীশ্রীঠাকুর মাস্টারমশাইকে উপদেশ দিচ্ছেন : কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না করলে কিন্তু হবে না।
অধ্যাত্মরামায়ণের প্রসঙ্গ নির্দেশ করে মাষ্টারমশাই একটু তর্ক করার চেষ্টা করলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরও এই কথাটি আগে অন্য প্রসঙ্গে বলেছেন - কেন ? বশিষ্ঠদেব তো রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, রাম, সংসার যদি ঈশ্বরছাড়া হয়, তাহলে সংসারত্যাগ করো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেদ-বেদান্তের পার, ঈষৎ হেসে এককথায় সে যুক্তি কেটে দিলেন : সে রাবণবধের জন্য! তাই রাম সংসারে রইলেন - বিবাহ করলেন।

মাষ্টারমশাই নির্বাক!

২২ *ডিসেম্বর*

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অধিষ্ঠান করছেন। বেলা প্রায় নয়টা - বলরামের পিতা, শ্যামপুকুরের দেবেন্দ্র ঘোষ এসেছেন; রাখাল, হরিশ, মাস্টারমশাই, লাটু দক্ষিণেশ্বরেই বাস করছেন।

একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন - আচ্ছা, তিনি সাকার না নিরাকার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর উপমার মাধ্যমে বোঝাচ্ছেন : দাঁড়াও, আগে কলকাতায় যাও তবে তো জানবে, কোথায় গড়ের মাঠ, কোথায় এসিয়াটিক সোসাইটি, কোথায় বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক! নিরাকার সাধনা হবে না কেন; তবে বড় কঠিন। সাকার সাধনা সোজা। তবে তেমন সোজা নয়।

এরপরেই কৌতুক উপমা : কবীর দাস নিরাকারবাদী। শিব, কালী, কৃষ্ণ এদের মানত না। কবীর বলত, কালী চাল কলা খান; কৃষ্ণ গোপীদের হাততালিতে বানর নাচ নাচতেন। সকলে হাস্যরসে সিক্ত।

কথাপ্রসঙ্গে আরো জানাচ্ছেন : অবতারকে সকলে চিনতে পারে না। দেহধারণ করলে রোগ, শোক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা সবই আছে, মনে হয়, আমাদেরই মতো। রাম সীতার শোকে কেঁদেছিলেন -'পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।'

পুরাণে আছে, হিরণ্যাক্ষ বধের পর বরাহ অবতার নাকি ছানা-পোনা নিয়ে ছিলেন - তাদের মাই দিচ্ছিলেন। স্বধামে যাবার নামটি নাই। শেষে শিব এসে ত্রিশূল দিয়ে শরীর নাশ করলে, তিনি হি-হি করে হেসে স্বধামে গেলেন।

কৌতুক-কাহিনীর রসে ভক্তকুল হেসে লুটোপুটি।

২৩ ডিসেম্বর

১৮৮৫ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অবস্থান করছেন, মাস্টারমশায়ের সঙ্গে কথা বলছেন।

- আচ্ছা, এত ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন, ভাব, সমাধি! - তবে এমন ব্যামো কেন ?

মাষ্টারমশাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন - আজ্ঞা, খুব কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য আছে। আপনার অবস্থা পরিবর্তন হবে - নিরাকারের দিকে ঝোঁক হচ্ছে। - 'বিদ্যার আমি' পর্যন্ত থাকছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর একমত, জানাচ্ছেন : হাঁ, লোকশিক্ষা বন্ধ হচ্ছে - আর বলতে পারি না। সব রামময় দেখছি।

সঙ্গে সঙ্গে কৌতুক : কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা শশধরের মতো সাইনবোর্ড তো হবে না, - অমুক সময় লেকচার হইবে!

মাষ্টারমশাই হাসছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরও হাসছেন।

২৪ ডিসেম্বর

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাস্টারমশাই দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলায় উপবিষ্ট। সবে সূর্যোদয় হচ্ছে, গঙ্গায় জোয়ার এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজকথা বর্ণনা করছেন, হঠাৎ সহাস্যে বললেন : আর একবার আসতে হবে। তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না। তোমাদের যদি সব জ্ঞান দিই - তাহলে তোমরা আর সহজে আমার কাছে আসবে কেন ?

সন্ধ্যার পর ভক্তসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বসে আছেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন : আমার যারা আপনার লোক, তাদের বকলেও আবার আসবে।

আহা, নরেন্দ্রের কি স্বভাব। মা-কালীকে আগে যা ইচ্ছা তাই বলত; আমি বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছিলাম, 'শ্যালা, তুই আর এখানে আসিস না।' তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক সাজে। যে আপনার লোক, তাকে তিরস্কার করলেও রাগ করবে না। কি বল ?

মণি সহমত। সঙ্গে সঙ্গে এও জানালেন - (নরেন্দ্র) যখন আসে একটা কাণ্ড সঙ্গে করে আনে। শ্রীশ্রীঠাকুর এইকথা শুনে আনন্দে হাসছেন, আর বলছেন : একটা কাণ্ডই বটে।

২৭ ডিসেম্বর

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে, সকাল আটটায় শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতার মেছুয়াবাজারে ঈশানের গৃহে যাত্রা করছেন, সঙ্গে বাবুরাম ও মাষ্টারমশাই। শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদন, সমস্ত পথ আনন্দ করতে করতে আসছেন। বেলা নয়টা নাগাদ ঈশানের গৃহে পৌঁছলেন।

ঈশানের পুত্র শ্রীশ শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছেন, জানাচ্ছেন - তাঁকে ডাকবার অবসর পাওয়া যায় না।শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদনে এই সমস্যার সমাধান দিলেন : তা বটে; সময় না হলে কিছু হয় না। একটি ছেলে শুতে যাবার সময় মাকে বলেছিল, মা আমার যখন হাগা পাবে আমাকে তুলিও। মা বললেন, বাবা, হাগাতেই তোমাকে তোলাবে, আমায় তুলতে হবে না।

যাকে যা দেবার তাঁর সব ঠিক করা আছে। সরার মাপে শাশুড়ী বউদের ভাত দিত। তাতে কিছু ভাত কম হতো। একদিন সরাখানি ভেঙে যাওয়াতে বউরা আহ্লাদ করছিল। তখন শাশুড়ী বললেন, 'নাচ কোঁদ বউমা, আমার হাতের আটকেল (আন্দাজ) আছে।'

বেলা দ্বিপ্রহর, অন্নব্যঞ্জনের উদ্যোগে দেরী হচ্ছে, শ্রীশ্রীঠাকুর একটু ব্যস্ত হয়েছেন, পায়চারি করছেন, সহাস্যবদন - কেশব কীর্তনিয়ার সঙ্গে কথা বলছেন।

কেশব বলছেন - তা তিনিই করণ, কারণ। দুর্যোধন বলেছিলেন, ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বক্তব্যের পূর্ণ ব্যাখ্যা দিলেন : হাঁ, তিনিই সব করাচ্ছেন বটে; তিনিই কর্তা, মানুষ যন্ত্রের স্বরূপ। আবার এও ঠিক যে কর্মফল আছেই আছে। লঙ্কামরিচ খেলেই পেট জ্বালা করবে; তিনিই বলে দিয়েছেন যে, খেলে পেট জ্বালা করবে। পাপ করলেই তার ফলটি পেতে হবে।

সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্ত শ্রীযুক্ত রাম দত্তের বাড়িতে এসেছেন, এখান থেকে দক্ষিণেশ্বর ফিরবেন। শ্রী মহেন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলছেন, তাঁকে ঠাকুর ভালোবাসেন : বৈষ্ণব, শাক্ত সকলেরই পৌঁছিবার স্থান এক; তবে পথ আলাদা। ঠিক ঠিক বৈষ্ণবরা শক্তির নিন্দা করে না।

২৭ ডিসেম্বর

গোস্বামী সহাস্যে বলছেন - হর-পার্বতী আমাদের বাপ-মা।

শ্রীশ্রীঠাকুর অতি উৎফুল্ল, হাসতে হাসতে বলছেন : Thank you; 'বাপ-মা'।

১৮৮৪ সালে আজকের দিনে সকালে পঞ্চবটীতে বসে শ্রীশ্রীঠাকুর দেবী চৌধুরানী পাঠ শুনছেন, মাষ্টারমশাই পড়ছেন। অনেক ভক্ত উপস্থিত।

উপন্যাসের শেষে দেবী চৌধুরানী তাঁর স্বামীকে বলছেন, তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার অর্চনা শিখিতেছিলাম, শিখিতে পারি নাই। তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ।

শুনেই শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে উক্তি করলেন : 'শিখিতে পারি নাই!' এর নাম পতিব্রতার ধর্ম। এও আছে।

পাঠ সমাপ্ত, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর হেসেই যাচ্ছেন, খানিক পরে উপদেশ করলেন এক আপ্তবাক্য : এ একরকম মন্দ নয়। পতিব্রতাধর্ম। প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না ? তিনিই মানুষ হয়ে লীলা করছেন।

খানিক পরে, কেদার চাটুজ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জানতে চাইছেন ভক্তদের দেওয়া মিষ্টান্নাদি তিনি গ্রহণ করবেন কিনা। শ্রীশ্রীঠাকুর নির্দেশ দিলেন : যদি ঈশ্বরে ভক্তি করে দেয়, তাহলে দোষ নাই। কেদার নিশ্চিন্ত, কারণ তিনি যাঁর কৃপাপ্রাপ্ত, সেই শ্রীশ্রীঠাকুর সব জানেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হেসে জানালেন : তা তো সত্য। এখানে সবরকম লোক আসে, তাই সবরকম ভাব দেখতে পায়।

কেদার বলছেন তিনি অত কিছু জানতে চান না। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর আচার্যের গুণনির্দেশ করে সহাস্যে জানাচ্ছেন : না গো, সব একটু একটু চাই। যদি মুদীর দোকান কেউ করে, সবরকম রাখতে হয় - কিছু মুসুর ডালও চাই, হলো খানিকটা তেঁতুল, - এসব রাখতে হয়। বাজনার যে ওস্তাদ, সব বাজনা সে কিছু কিছু বাজাতে পারে।

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ

৩০ ডিসেম্বর

১৮৮৩ সালের আজকের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে অবস্থান করছেন, বেলা প্রায় তিনটা।

রাম দত্তের সঙ্গে এক বেদান্তবাদী সাধু আজ এসেছেন। কেদার ও অন্যান্য ভক্তও এসেছেন। সাধুর সাথে বেদান্তের বিভিন্ন প্রকার আলোচনার পর, শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তসঙ্গে পঞ্চবটীমধ্যে বেড়াচ্ছেন; হাসতে হাসতে কেদারকে জিজ্ঞেস করলেন : সাধুটিকে কিরকম দেখলে?

কেদারের একটু তাচ্ছিল্যভাব - শুষ্ক জ্ঞান! সবে হাঁড়ি চড়েছে, - চাল এখনও চড়ে নাই! শ্রীশ্রীঠাকুর আদ্যন্ত ইতিবাচক : তা বটে, কিন্তু ত্যাগী। সংসার যে ত্যাগ করেছে, সে অনেকটা এগিয়েছে।